পুরাবৃত্তসার।

প্রথম খণ্ড।

(প্রাচীন কালের বিবরণ।)

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

হুগলি
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
অষ্টম বার মুদ্রিত।

সন ১২৮৭ সাল।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

পুরাবৃত্তসার।

প্রথম খণ্ড।

(প্রাচীন কালের বিবরণ।)

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

হুগলি
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
অষ্টম বার মুদ্রিত।

সন ১২৮৭ সাল।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুষ্যজাতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের বিষয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়। ঐ প্রয়োজন সাধন করিবার অভিলাষে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে এই 'পুরাবৃত্তসার' সঙ্কলিত হইল। পশ্চিমে মিসরদেশ হইতে পূর্ব্ব দিকে পারস্য সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত নানাজনপদনিবাসী কতিপয় প্রধান প্রধান প্রাচীন জাতীয় লোকদিগের স্থূল স্থূল পূর্ব্ব-বিবরণ সমুদায় সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করা, আর মনুষ্যসমাজ যে নিয়ত পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধনশীল, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যায়িত করা, ইহাই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনে যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছি, কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও এমত দুরাশা সঞ্চিত করি নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালার দক্ষিণ খণ্ডের বিদ্যালয়সমূহের অফিসিয়েটিং ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত হাও সাহেবের বিশেষ যত্নে এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে দেওয়া হয়, এবং ইহার মুদ্রণ কালে হুগলি নর্ম্মালবিদ্যালয়েব সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন ইহার সংশোধনার্থ বিশিষ্ট সহায়তা করেন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

পুরাবৃত্তসারের কোন কোন অংশ দুরূহ বোধ হওয়াতে এবারে সেই সকল অংশ পরিত্যাগ এবং গ্রীক জাতির বিবরণ নূতন সংযুক্ত করিয়া ইহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন।

রোমকজাতির বিবরণ সংযুক্ত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

পুরাবৃত্তসার।

প্রথম প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

(মনুষ্য-সৃষ্টি, সত্যযুগ এবং জলপ্লাবন বিবরণ।)

কোন ব্যক্তিই কখন স্বয়ং নিজ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে না। পিতৃমাতৃসন্নিধানে তদ্বৃত্তান্ত শ্রুত না হইলে আমরা কে কত দিন কিরূপে জন্মিয়াছি, আর এখনই বা আমাদের বয়স কত হইয়াছে, তাহা কিছুই বলিতে পারিতাম না। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, মনুষ্যজাতির আদিম সৃষ্টির বিবরণ কখনই কোন মনুষ্য-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবার নহে। মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং কোনরূপে না বলিয়া দিলে তাহা কোন প্রকারেই জানিতে পারা যায় না।

এই হেতু সর্ব্বজাতীয় লোকেই সৃষ্টি-বিবরণ বিষয়ে যাহা কিছু বলেন, তাহা প্রায়ই আপনাদের ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রকেই মূল করিয়া কহিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কহেন যে, জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর

পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া তাহার কিয়ৎকাল পরে একটী মনুষ্য দম্পতীর উৎপাদন করেন। কাহার কাহার মতে এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হয়। কিন্তু নব্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিশ্চয় করিয়াছেন যে, মনুষ্যের সৃষ্টি বহুলক্ষবর্ষ পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে।

উক্ত মানবদম্পতীর মধ্যে যে পুরুষ জন্মে, তাহার নাম 'আদম' এবং তাঁহার পত্নীর নাম 'ইব'। ইহাঁরা প্রথমে অতি রমণীয় কোন উদ্যানে নিবাস করিতেন। তখন রোগ শোক কিছুই জানিতেন না। পরে পাপাসক্ত হইয়া জগৎপাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, ইহাদিগকে মর্ত্যলোকের দুঃখদায়ক যাবৎ নিয়মের অধীন হইতে হয়।

ফলতঃ প্রাচীন লোকমাত্রেই স্ব স্ব জাতীয় আদিম অবস্থার বর্ণনকালে সেই অবস্থাকে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পুরাণশাস্ত্রে যে প্রকার সত্যযুগের কথা আছে, সকল জাতীয় লোকের মধ্যেই ঐ প্রকার একটী সময়ের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'গ্রীক' জাতীয়েরা ইহাকেই 'সুবর্ণকাল' কহিয়াছেন, এবং খৃষ্টীয় বাইবল ও মহম্মদীয় কোরাণের মতে উহাই আদম এবং ইবার 'ইডন্' উদ্যানে নিবাসের সময়।

ফলতঃ সত্যকাল মানবজাতির শৈশবাবস্থা। যেমন কৌমার কালের কোন কথা স্পষ্টরূপে অথবা আনুপূর্ব্বিক

মনে আইসে না, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী অতি প্রধান প্রধান ঘটনা স্বপ্নবৎ স্মৃতি-পথারূঢ় হয়, সেইরূপ ঐ সত্যযুগের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও অলীক অদ্ভুত ব্যাপার-সম্মিষ্ট দুই একটী প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জলপ্লাবনবিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে, কোন সময়ে দুর্বৃত্ত অসুর সকল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং মনুষ্যদিগের আচার ব্যবহার সমুদায় অত্যন্ত দুষ্ট হওয়াতে ধরা সেই পাপভারে আ-ক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতএব জগৎকর্ত্তা ঐ ভারাবতর-ণের অভিপ্রায়ে পৃথিবীকে জলমগ্ন করিয়া অত্রত্য সমু-দায় প্রাণীকে একোদ্যমে বিনাশ করিয়াছিলেন।

এই বিষয়ে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রাচীন জাতীয় লোকের যেরূপ বিশ্বাস,তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আমাদিগের পুরাণে কথিত আছে, ভগবান্ মৎস্যা-বতার হইয়া বৈবস্বত মনুকে একখানি সুবৃহৎ বহিত্র নির্ম্মাণের আদেশ করেন। পরে উক্ত মহাত্মা সর্ব্বপ্রকার জীবের এক এক দম্পতী আর সাত জন সুবিখ্যাত ঋষি সমভিব্যাহারে সেই বহিত্রে আরোহণ করিলে পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিতা হইলেন।

প্রাচীন কাল্ডীয় জাতির ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, আদিম মনুষ্যের দশম পুরুষের সময় জলপ্লাবন হয়।

সেই সময়ে 'যিস্থ্রস্' নামক কোন ধর্ম্মাত্মা তদ্দেশে রাজ্য করিতেন। তিনি মীন-নরাকার 'ওয়ানে' নামা কোন দেবতা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া একখানি অতি বৃহৎ অর্ণবপোত প্রস্তুত করেন। পরে পৃথিবীর সর্ব্ব-প্রকার জীবের এক এক দম্পতী সমভিব্যাহারে সবান্ধবে ঐ পোতারূঢ় হইলে পৃথিবী প্লাবিতা হয়।

মিসরীয়দিগের মধ্যে এই জলপ্লাবনের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের মতে 'অসিরিস্' নামা কোন ব্যক্তি রক্ষা পায়েন।

সাইরিয়া দেশ বাসীরা বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের দেশে একটী গুহা দেখাইয়া কহিত "এই গুহা দিয়া জলপ্লাবনের জল পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।" ইহাতেই বোধ হয় সাইরিয়াবাসী লোকেরাও জল-প্লাবনে বিশ্বাস করিত।

চীন জাতি অতি প্রাচীন। উহাদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এক সময়ে চীন দেশে এক মহাজলপ্লাবন হইয়াছিল। সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হইতে কেবল 'পয়া-নৃযু' নামক এক ব্যক্তি সপরিবারে রক্ষা পায়েন—আর সকলেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু চীনী-য়েরা ঐ জলপ্লাবন যে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপক হইয়া-ছিল, এমত বলে না।

গ্রীক্ জাতীয়েরা দুইটী জলপ্লাবনের বিবরণ লিখিয়া-ছেন, কিন্তু তদুভয়ই বিশেষ বিশেষ দেশব্যাপক হইয়া

ছিল—ঐ জলপ্লাবনের দ্বারা, সমুদায় ভূমণ্ডল একবারে প্লাবিত হইয়াছিল, এমত কথার প্রসঙ্গ নাই। ঐ দুই জলপ্লাবনের, প্রথমটী হইতে 'ওগাইইজেস্' এবং দ্বিতীয়টী হইতে 'ডিউকেলিয়ন্' এই দুই ব্যক্তি মাত্র রক্ষা পায়েন।

ফিনিকীয় নামা আর একটী অতি প্রাচীন জাতির পুরাতন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু সেই ইতিহাসে জলপ্লাবনের কোন কথারই উল্লেখ নাই।

খ্রীষ্টানদিগের বাইবলে কথিত আছে যে, 'নোয়া' স্বয়ং এবং "সেম্" "হাম" ও "য়াফেৎ" নামক তাঁহার তিন পুত্র, ইহাঁরা পরমেশ্বরানুগ্রহে স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে একখানি সুবৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করত জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। উক্ত বাইবল গ্রন্থের ব্যাখ্যাতৃগণ কেহ কেহ বলেন যে, এই জলপ্লাবন খৃষ্ট জন্মিবার ১৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[মনুষ্যদিগের বর্ণভেদের প্রাকৃতিক ব্যস্থা।]

বিভিন্ন-বর্ণ, বিভিন্নাকার, বিভিন্নাচার এবং বিভিন্ন-ভাষী কতকগুলি ব্যক্তিকে একত্র অবস্থিত দেখিলে অবশ্যই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, এইরূপ প্রভেদ ঘটিবার হেতু কি? পণ্ডিতেরা অদ্যাপি এই প্রশ্নের সর্ব্ববাদি-সম্মত উত্তর প্রদানে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু হেতু

নির্দ্দেশ করিতে না পারুন, অধুনাতন প্রকৃতি-তত্ত্বানুসন্ধায়ী মহোদয়েরা এই সকল ভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা কতিপয় অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মনুষ্য জাতি পাঁচ প্রধান বর্ণে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটীর নাম "ককেসীয়"। এই ককেসীয় বর্ণের লোকদিগের বর্ণ গৌর, মস্তক গোল, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা দীর্ঘ, এবং উন্নত, মুখ-কোণ* সুবিস্তৃত—এইরূপ অনেক সৌন্দর্য্যলক্ষণ থাকে। আর ইহারা বুদ্ধিবলে এবং ধর্ম্মজ্ঞানে অপর সমুদায় বর্ণের মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। উত্তরে 'স্কট্‌লণ্ড' এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অন্তর্গত যাবৎদেশ, প্রায় সকলই এক্ষণে ককেসীয় লোকের আবাস হইয়াছে।

দ্বিতীয় বর্ণের নাম "মোগল"। ইহারা পীতবর্ণ, খর্ব্বনাস ও উন্নতদণ্ড। ইহাদিগের মস্তক ঠিক গোল নহে, উভয় পার্শ্বে কিঞ্চিৎচাপা এবং মুখ-কোণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মোগলেরা ককেসীয়দিগের অপেক্ষা বুদ্ধিবলে নিকৃষ্ট। উত্তর মেরু-সন্নিহিত সমস্ত দেশে এবং পশ্চিমে "তুরস্ক" হইতে পূর্ব্বে "জাপান" দ্বীপ পর্য্যন্ত এই সমুদয় ভূভাগে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

---

* ললাটের উন্নত ভাগ হইতে উপরিস্থ দন্তপংক্তি পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা কল্পনা কর, আর সেই স্থান হইতে কর্ণের মূল পর্য্যন্ত আর একটী রেখা কল্পনা কর। উক্ত রেখাদ্বয়ের সম্পাতে যে কোণ জন্মে, তাহারই নাম মুখকোণ।

তৃতীয় বর্ণ 'মালাই' নামে অভিহিত হয়। ইহারা কপিশ বর্ণ, প্রশস্ত-নাস, উন্নত-ললাট এবং বিস্তৃত মুখ-রন্ধ্র। ইহাদিগের উপরিস্থ দন্তপঙ্‌ক্তির মাড়ি কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া থাকে। ইহাদিগের মুখ-কোণ মোগল-দিগের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়। ইহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ নহে, কিন্তু ইহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি অতিশয় দুর্ব্বল। পূর্ব্ব-ভারতদ্বীপ এবং তৎসমীপবর্ত্তী দ্বীপ সকলে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

চতুর্থ বর্ণের লোক সকলকে 'আমেরিক' বলা যায়। ইহাদিগের বর্ণ লোহিত, মস্তক ক্ষুদ্র এবং নাসিকা শুক পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় আভুগ্ন। ইহাদিগের মস্তকের ঊর্দ্ধভাগ উন্নত এবং পশ্চাদ্ভাগ চাপা। ইহাদিগকে শীঘ্র কোন বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পারা যায় না। ইহারা অতিশয় বৈরনির্যাতক। আমেরিকা-খণ্ডের প্রায় সর্ব্ব স্থানেই ইহাদিগের বাস ছিল। এক্ষণে ককেসীয় লোকেরা ইউরোপ হইতে গিয়া ইহাদিগকে স্বাধিকার হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চম বর্ণের লোক সকল 'ইথিয়োপীয়' নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহারা কৃষ্ণ বর্ণ, খর্ব্বনাস, সঙ্কীর্ণললাট, কুঞ্চিত-কেশ এবং স্থূলোষ্ঠ। ইহাদিগের কফোণি [illegible] মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ভুজভাগ প্রায়ই দীর্ঘ হয়। ইহারা অতি নির্ব্বোধ, এবং অজ্ঞ। আফ্রিকার মধ্যভাগে এবং ভারত সাগরীয় দ্বীপে এই সকল লোক বসতি করিয়া আছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

[ভাষাভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।]

আপাততঃ বোধ হয়, প্রত্যেক জাতীয় লোকের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতির কথা বুঝিতে পারে না। যে কেবল বাঙ্গালা জানে সে ইংরাজী বুঝে না। আবার যে ইংরাজী মাত্র জানে, সেও কদাপি বাঙ্গালা বা পারসীর একটী বর্ণও বুঝিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্য-দিগের মধ্যে যত প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, সকলই কতিপয় মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন। ঐ মূল-ভাষাগুলির অবান্তরভেদে অপরাপর সমস্ত ভাষা জন্মিয়াছে। চমৎ-কারের বিষয় এই যে, প্রাকৃতিক বর্ণ-ভেদের অনুক্রমেই মনুষ্যদিগের ভাষাভেদও হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত মূল ভাষার মধ্যে এক প্রকারের নাম 'ইরানী'। কেহ কেহ ইহাকে 'হিন্দু য়ুরোপীয়' বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন। এই ভাষা এক্ষণে কোন দেশবিশেষে প্রচলিত নাই। পরন্তু ইহার যেরূপ লক্ষণ, প্রচলিত অনেক ভাষাই সেইরূপ লক্ষণাক্রান্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইরানী বা হিন্দু-য়ুরোপীয় ভাষার এই কয়েকটী প্রধান প্রধান শাখা আছে যথা,—১ম, সংস্কৃত, এতদ্দেশ-প্রচলিত; ২য়, জেন্দ, প্রাচীন পারসীকদিগের ব্যবহৃত; ৩য়, লাটিন, অতি প্রসিদ্ধ রোমক জাতীয়দিগের ভাষা;

৪র্থ, গ্রীক, বিখ্যাত গ্রীকজাতির ভাষা; ৫ম, স্লাবনিক, রূপসাম্রাজ্যান্তর্গত বহু দেশে প্রচলিত; ৬ষ্ঠ, লেটিস, লিথুয়ানিয়া প্রদেশে ব্যবহৃত; ৭ম, গথিক, ইহা হইতে জর্ম্মণ ভাষা সমুদায় জন্মিয়াছে; ৮ম, কেল্টিক, এই ভাষা রোমীয়দিগের সময়ে ইউরোপের বহুস্থলে প্রচলিত ছিল। এই সকল ভাষার অনেক কথারই মূল এক বলিয়া বোধ হয়। দেশভেদে উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তই উহাদিগের শব্দসকল ভিন্ন ভিন্নরূপে শ্রুতহইয়া থাকে। পরন্তু কোন্ ভাষায় উচ্চারণের কিরূপ বৈলক্ষণ্য হয়, পণ্ডিতেরা তাহারও অনেক নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত আটটী ভাষার মধ্যে যে কোন ভাষায় হউক না কেন একটী শব্দ বলিলে, অপর কোন্ ভাষায় সেই শব্দেটী কিরূপে উচ্চারিত হইবে, তাঁহারা তাহা প্রায়ই বলিয়া দিতে পারেন। ইরাণী ভাষা মাত্রেরই আর একটী প্রকৃতি এই যে, ইহাদিগের কোন শব্দের কিঞ্চিৎ অর্থান্তর করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে বা পরে অপর শব্দ সমুদায় সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযুক্ত শব্দ সকল আবার প্রধান শব্দের সহিত মিলিত হইয়া তাহারই বিভক্তি, অথবা উপসর্গরূপে পরিণত হয়।

ককেসীয় বর্ণের অন্তর্গত অপর কয়েকটী জাতি আছে, তাহাদিগের ভাষা পূর্ব্বোক্ত ইরাণী জাতীয় ভাষা নহে। ইহাদিগের ভাষার নাম 'শেমেটিক।' সাইরীয়, প্রাচীন আবিসিনীয়, আরব এবং ইহুদী বা

হিব্রু ভাষা এই প্রকার। সেমেটিক ভাষার প্রায় সকল কথাই ধাতুমূলক হয়। কিন্তু সেই সকল ধাতুর উত্তর বিভক্তি হইয়া রূপান্তর হয় না। অনেক স্থলেই ধাতুর অন্তর্গত স্বর বর্ণের রূপান্তর হইয়া অর্থান্তর প্রতিপন্ন করে। শেমেটিক জাতীয় ভাষা সমস্তের সকল ধাতু প্রায়ই তিন মূল বর্ণের যোগে জন্মিয়া থাকে—একমাত্র অসংযুক্ত বর্ণে কদাচ উৎপন্ন হয় না। এই ভাষা প্রথিত শেমের সন্তানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া ইহার নাম শেমেটিক হইয়াছে।

আর এক প্রকার ভাষার নাম 'তুরাণী' বা 'তাতার'। এই জাতীয় ভাষা ভাষী লোক সকল যে কোন সময়ে ইয়ুরোপ খণ্ডের অতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে বাস করিত, এমত অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। আমাদিগের দক্ষিণ দেশে যে 'তামিল' ভাষা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহা যে তুরাণী ভাষামূলক, ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যে সকল অসভ্য চুয়াড় লোক আমাদিগের দেশের স্থানে স্থানে বাস করিতেছে, তাহাদিগের ভাষাও তাতার জাতীয় ভাষার সদৃশ। তুরাণী ভাষার বিশেষ কৌশল কিছুই দৃষ্ট হয় না। ইহার ক্রিয়াপদ সকলের প্রায়ই রূপান্তর হওয়া নাই। শব্দেরও রূপভেদ অধিক হয় না।

চিনীয়দিগের আচার ব্যবহার যেমন অন্য সর্ব্বজাতির

আচার ব্যবহার হইতে ভিন্ন, ইহাদিগের ভাষাও সেই রূপ—অন্য কোন জাতীয় ভাষার সদৃশ নহে। ইহাদিগের ভাষা 'এক-বর্ণাত্মক,' অর্থাৎ সেমেটিক ভাষার মূলশব্দ সকল যেমন অধিকাংশই 'ত্রি-বর্ণাত্মক', অর্থাৎ তিন বর্ণের যোগে জন্মে, চিনীয়দিগের মূল শব্দ সকল সেরূপ হয় না। উহারা এক একটী বর্ণমাত্র। অপরন্তু চিনীয়-দিগের ভাষায় ক্রিয়া, গুণ এবং দ্রব্যবাচক এই তিন প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ নাই। তাহাদিগের সকল শব্দই দ্রব্যবাচক। ঐ দ্রব্য-বাচক শব্দ সকল, উচ্চারণ বিশেষে কখন ক্রিয়াবাচক, এবং কখন বা গুণবাচক হইয়া থাকে। এই ভাষাকে তুরাণী ভাষারই আদিম অবস্থা বলিলে বলা যাইতে পারে।

আর এক প্রকার মূল ভাষার নাম 'আফ্রিক'। এই জাতীয় ভাষাসমূহ আফ্রিকা খণ্ডে প্রচলিত। ইহার প্রকৃতি সেমেটিক এবং ইরাণী উভয় হইতেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। কিন্তু কোন কোন অংশে উক্ত উভয় ভাষারই সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অতএব পণ্ডিতেরা আফ্রিক ভাষা সকলকে উক্ত দুই প্রকার ভাষার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রাচীন মিশরীয়দিগের ভাষা এই আফ্রিকজাতীয় ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

আমেরিক বর্ণের মূল ভাষা পূর্ব্বোক্ত সকল ভাষা হইতে ভিন্ন। উহাকে 'বহু-বর্ণাত্মক' বলা যায়। কারণ

এই সকল ভাষায় যদিও বিভক্তিযোগাদি কোন সু-কৌশল দৃষ্ট হয় না বটে,তথাপি অনেকানেক মূল শব্দকে একত্র করিয়া অর্থ প্রতিপন্ন করা উহাদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ বোধ হয়। এই সকল ভাষা আমেরিকা খণ্ডের আদিম নিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি এই ভাষার প্রকৃতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

[ভাষা ভেদ বিষয়ক পুরাবৃত্ত ও নানা দেশে মনুষ্যসঞ্চার।]

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভাষাভেদের যেরূপ ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল, কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে তাহার কোন স্পষ্ট বিবরণ নাই। বাইবল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জল-প্লাবনের কতিপয় বৎসর পরে নোয়ার সন্ততিগণ 'টাইগ্রিস্' এবং 'ইউফ্রেটিস' নদীর মধ্যবর্ত্তী 'সিনার' নামক কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় একটী নগর এবং সুবৃহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণকরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সৃষ্টিকর্ত্তা সেই সময়ে ঐ সকল ব্যক্তির ভাষা ভেদ করিয়া দেন। তাহাতে জনগণ পরস্পর বাক্যালাপ করণে অশক্ত হইয়া নানা দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্যসমূহ বিবিধ জাতিতে বিভক্ত হয়। অনেকে কহেন, এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ১৯৯৬ বৎসর পুর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

উক্ত বাইবল গ্রন্থকে মূলস্বরূপ করিয়া এবং অপরাপর কতিপয় প্রাচীন জাতির ইতিহাস হইতে কোন কোন স্থলে সাহায্যগ্রহণ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ

জাতিসমূহের আদিম বসতির প্রথা যেরূপ নিরূপিত করেন, তাহাতে বোধ হয় যে, উত্তরে 'ককেসস্' পর্ব্বত এবং 'মিডিয়া;' পশ্চিমের 'লিবিয়া' এবং 'গ্রীস,' আর দক্ষিণে 'ইথিয়োপীয়া' বা 'হাবেশ' এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মধ্যবর্ত্তী দেশেই প্রথমে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল। পরে প্রতিপুরুষে মনুষ্যদিগের আবাস ভূমি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া এক্ষণে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছে।

সে যাহা হউক, মনুষ্য জাতির ইতিহাস সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণের মনে এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে, কোন দেশের সম্যক্ আদিম বিবরণ প্রাপ্ত হইবার নহে। যে কোন দেশ হউক, একটীর নাম মনে কর। সেই দেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইবে, এক্ষণে যে জাতি সেই দেশে বাস করিতেছে, তাহাদিগের তথায় আগমনের পূর্ব্বে অবশ্যই অপর কোন জাতি সেই দেশ অধিকার করিয়াছিল। যদি সেই পূর্ব্ব জাতির কোন ইতিহাস থাকে, তাহা হইলে আবার দেখা যাইবে যে, তাহারাও ঐ দেশে অন্য কোন অধিকতর প্রাচীন জাতির স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জাতির কোন ইতিহাস নাই।—কেবল কতকগুলি সমাধি নির্ম্মাণ, তাহাদিগের ভাষার কতিপয় শব্দমাত্র, অথবা তাহাদিগের ব্যবহৃত অতি জঘন্য অস্ত্র শস্ত্রাদি অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাহারাই যে ঐ দেশের আদিম নিবাসী ছিল,

ইহারই বা প্রমাণ কি? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমেরিকা খণ্ড অতি অল্পকাল হইল প্রকাশিত হইয়াছে। 'কলম্বস্' নামক অতি প্রসিদ্ধ নাবিক ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর ঐ খণ্ড ইউরোপীয়দিগকে অবগত করান। ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় গিয়া প্রথমতঃ যে সকল রক্তাঙ্গ অসভ্য ইণ্ডিয়ানদিগকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকেই ঐ খণ্ডের আদিম নিবাসী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ঐ দেশের নানা স্থানে সুবৃহৎ দুর্গপ্রাচীর এবং সমাধি-স্থান সমূহ দৃষ্ট হইয়াছে। ইণ্ডিয়ানেরা বলে, ঐ সকল দেব-নির্ম্মিত। অতএব বোধ হয় যে, ইণ্ডিয়ানদিগের পূর্ব্বেও কোন অতি সুসভ্য জাতি আমেরিকাখণ্ডে বাস করিয়াছিল। তাহাদিগের বংশ নির্ম্মূল হইয়া গেলে ইণ্ডিয়ানেরা তথায় বাস করে।

এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশে 'জর্ম্মন' জাতীয় লোক সকল প্রবল হইয়াছে। তাহাদিগের পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে 'কেল্টিক' জাতীয়েরা নিবাস করিত। জর্ম্মন এবং কেল্টিক উভয়ই ককেশীয় জাতীয় লোক, এবং উহাদিগের ভাষা ইরাণী-প্রকৃতিক। এক্ষণে অনেক স্থলে ঐ দুই প্রকার লোক সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ কেল্টিকদিগের পূর্ব্বেও ইউরোপ খণ্ডে অন্য কোন জাতি বাস করিত, তাহার

ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল লোক ককেসীর বর্ণের নহে। তাহারা মোগল জাতীয় ছিল।

আসিয়া খণ্ডের অনেক স্থলেও এইরূপ দেখা যায়। আমাদিগের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে মোগল জাতীয় কোন ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণেও যে সকল অসভ্য চুয়াড় জাতি বনে ও পর্ব্বতে বসতি করিতেছে, তাহারাও ককেসীয় বর্ণের লোক নহে। কিন্তু হিন্দুরা ককেসীয় বর্ণসম্ভুক্ত। ইহাতেই বোধ হয় যে, হিন্দুজাতির আগমনের পূর্ব্বেও এই দেশে মনুষ্যসঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু জাতি যে কত প্রাচীন, তাহারও নির্ণয় করা যায় না।

আফ্রিকা খণ্ডেরও স্থানে স্থানে ককেসীর বর্ণের লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর এই খণ্ডের সর্ব্ব দক্ষিণে যে 'হটেণ্টট্' জাতি নিবাস করিতেছে, তাহারাও মোগল জাতীয় লোক, এমত বিলক্ষণ বোধ হয়। অতএব অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রথমে ঐ খণ্ডে মোগল জাতীয় লোকের আগমন হয়, পরে ককেসীয় এবং ইথিওপীয় জাতি উহাতে যাইয়া বাস করিয়াছে।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, কোন দেশেরই যথার্থ আদিম বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইবার নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে মনুষ্য জাতির অনাদিত্বাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে, এমত

নহে। ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কোন সময়ে এই পৃথিবী মনুষ্যজাতির বাসোপযুক্ত ছিল না। অতএব অবশ্যই তাহার পর ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই কাল যে এক্ষণকার কত পূর্ব্বে, যুক্তিদ্বারা তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত স্থির সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অসাধ্য।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

মনুষ্য-সমাজ।

আমরা বাল্যাবধি যে সকল অতি প্রয়োজনীয় ও সুখোপযোগী সামগ্রীসম্ভারপরিবৃত হইয়া থাকি, নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ সেই সকল দ্রব্য যে কত যত্ন ও পরিশ্রম-সাধ্য তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের এক একটী প্রস্তুত করিতে প্রথমাবস্থায় মনুষ্যের যে কত বিবেচনা, কত পরিশ্রম ও কত কাল লাগিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। দেখ লৌহাদি ধাতু আমাদিগের কত প্রয়োজনে লাগে। কিন্তু অনেক জাতীয় লোক বহুকাল পর্য্যন্ত লৌহের ব্যবহার জানিত

না। লৌহের কথা দূরে থাকুক, লবণ যে এমত প্রয়োজনীয় দ্রব্য, যাহা ব্যতিরেকে এক্ষণে আমাদিগের কোন প্রধান খাদ্য বস্তুই প্রস্তুত হইতে পারে না, অনেক দেশের লোকে সেই লবণ প্রস্তুত করিতেও জানিত না। আর কোন কোন দেশের লোক এমত বর্ব্বর ছিল যে, তাহারা অগ্নিরও ব্যবহার অবগত ছিল না। তৎকালে তাহাদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা অনুমান মাত্র করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়; তাহাদিগের কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন মনুষ্যগণ ঐরূপ বর্ব্বর দশা হইতে মুক্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি দুই একটী অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে, এক এক প্রকার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে জানিয়াছে, যখন তাহাদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্যবোধ জন্মিয়াছে, পরস্পর কথোপকথন করিবার নিমিত্ত এক প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পরসময় হইতেই মানবগণের যে যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ইতিহাসে তাহারই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সমাজবদ্ধ হইলেই নরগণ যে একধারে বহুসংখ্যক লোক মিলিত হইয়া এক এক সুবিস্তীর্ণ রাজ্য-শাসন-প্রণালী প্রস্তুত করে, এমত নহে। প্রথমে কেবল এক একটী পরিবারের লোক সকলই একত্র থাকিত। পরিবারস্থ অপরাপর লোকেরা তাহাদিগের পিতা বা তৎসদৃশ অন্য কোন প্রধান ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া

চলিত। তখন মনুষ্যগণ মৃগয়াদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত, এবং কোন এক স্থানেও বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত না। পরন্তু মৃগয়াদ্বারা জীবনোপায় করা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোন কোন দিন মৃগয়া সফল না হওয়াতে হয় ত কিছুই ভক্ষ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উপবাসেই দিনযাপন করিতে হয়। বার বার এই-রূপ হইলে, মনুষ্যেরা ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে, এবং সহজেই দেখিতে পায় যে, কতকগুলি পশু পোষিত করিয়া রাখিলে তাদৃশ কষ্টের নিবারণ হইতে পারে। এইরূপে মৃগয়া করিতে করিতেই জনগণ পশু-পাল্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন লোক সকল আপন আপন 'কুলপতির' শাসনাধীনে থাকিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অতএব ইহাদিগের শাসন-প্রণালীকে 'কুল-তন্ত্রতা' বলা যাইতে পারে।

পশু-পাল্য দ্বারা যত লোক প্রতিপালিত হয়, কৃষি-দ্বারা তদপেক্ষা অধিক মনুষ্যের সচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হইতে পারে। দেশভেদে এবং প্রকৃতিভেদে এই জ্ঞান কোন কোন জাতীয় লোকের মনে অতি শীঘ্রই উদ্ভূত হয়। তাহা হইলেই উহারা আর নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায় না—কোন উর্ব্বর ভূমিখণ্ড দেখিয়া লইয়া তাহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় প্রথমে মানবগণ কুল-তন্ত্রতারই বশীভূত থাকে। কিন্তু

অধিক স্থলেই এই অবস্থা অতি শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কোন একটী কুলের লোক অধিকসংখ্যক, অধিক পরাক্রান্ত বা অধিক দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া অপর কুলজাত লোকের প্রতি আক্রমণ করে, এবং তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনাদিগের অধীন করিয়া রাখে। এইরূপে তিন চারিটী কুল একত্র হইলে, তৎসমুদায়ের কর্ত্তাকে রাজোপাধি প্রদত্ত হয়। এই প্রকারেই বর্ত্তমান বিস্তীর্ণ রাজ্য সকল জন্মিয়াছে। এই অবস্থায় রাজগণ যুদ্ধদ্বারাই অধিক লাভ দেখিয়া অনুক্ষণ তাহাতেই আসক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং রাজ্য সকল ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শাসন-প্রণালী।

একত্র সমাজ-বদ্ধ হইয়া থাকাতে মনুষ্যের যেরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, সেইরূপ কোন প্রকার ধর্ম্ম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতেও মানবগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইলে বিশুদ্ধ-চিত্ত, সমধিক বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন কতকগুলি লোক প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাঁহারা জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন। তাঁহাদিগের শিষ্যেরা তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। ভূপতিগণ যত দিন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ থাকেন, তত দিন ইহাঁরা রাজার পক্ষ অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজা দুর্বৃত্ত হইলে যাজকেরা রাজার বিপক্ষ হন। এইরূপ কোথাও কোথাও রাজপক্ষে এবং যাজকপক্ষে ঘোরতর

বিবাদ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যাজকবর্গ, প্রায়ই সর্ব্বস্থলে লব্ধবিজয় হইয়াছেন। আর যে সকল দেশে যাজকদিগের সহিত রাজার স্পষ্ট বিবাদ না হইয়াছিল, সে সকল স্থলেও রাজাকে যে যাজকদিগের মতানুসারে অনেক কর্ম্ম করিতে হইত,তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ অতি পূর্ব্বকালে যাজকেরাই সাধারণ প্রজাগণের এক মাত্র সহায় ও শরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা না থাকিলে দুর্বৃত্ত রাজাদিগের দৌরাত্ম্যে ও নিরন্তর যুদ্ধে প্রজা-মাত্রেই নিঃশেষিত হইত।

রাজ দৌরাত্ম্য নিবারণের আরও এক উপায় ছিল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, কোন এক কুলের লোক অপরাপর কুলোদ্ভব জনসমূহকে অধীন করিয়া আপনা-দিগের কুলপতিকে সমুদায় প্রজার রাজা করিলেন। কিন্তু আপনারা যে বিজিত জনগণের উপর কোন কর্তৃত্ব করিতেন না, এমত নহে। তাঁহারা রাজার স্বকুলোদ্ভব ব্যক্তি, তাঁহাদিগের সহায়তাতেই তিনি রাজ্যলাভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা রাজার স্থানে বিস্তীর্ণ ভূম্যধিকার গ্রহণ করিতেন, আর এরূপ নিয়ম করাইতেন যে, রাজা তাঁহাদিগকেই প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত এবং তাঁহাদিগকে লইয়াই রাজ-কার্য্যের মন্ত্রণা করেন। এই সকল লোক 'কুলীন-ভূম্য-ধিকারী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই ভূম্যধিকারীদিগের দ্বারাও প্রজাসাধারণের অনেক উপকার হইয়াছিল।

রাজা তাঁহাদিগের ভয়ে নিতান্ত যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না, আর ভূম্যধিকারীরাও রাজার ভয়ে প্রজাদিগের প্রতি উচিত ব্যবহারের অধিক অন্যথা করিতেন না। এইরূপে শাসন-শক্তি রাজা, যাজক এবং ভূম্যধিকারিবর্গ ইহাঁদিগেরই হস্তে সমর্পিত থাকে। প্রজাসাধারণের কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া দেশমধ্যে শান্তিভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে বণিক্‌বৃত্তির সোপান প্রশস্ত হয়। বাণিজ্যদ্বারা লোকের ধনসঞ্চয় হয়। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে প্রজাসাধারণের মধ্যে কাহার কাহার মনে শাসন-শক্তির কিয়দংশ গ্রহণের ইচ্ছা জন্মে। অনেকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে সুতরাং রাজা, ভূম্যধিকারী ও যাজকবর্গের রাজ শক্তি হ্রস্ব হইয়া পড়ে। তখন যদিও নামে উহাঁরাই রাজ্যশাসনকর্ত্তা হউন, কিন্তু বাস্তবিক কতকগুলি আঢ্য প্রজার হস্তেই রাজশক্তির অধিকাংশ সমর্পিত হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিরা এবং আমেরিকাবাসী ইউরোপীয়েরা এই অবস্থাপন্ন হইয়াছেন। পৃথিবীর অন্য কোথাও এত দূর হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপেও অদ্যাপি প্রজাসাধারণের বিশেষ গৌরব হয় নাই। যাবৎ সকলেই জ্ঞানবান্ ও ধনবান্ না হইবে, তাবৎকাল তাহা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব।

মানব জাতির শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা যাহা কথিত হইল, তদ্দ্বারা অবশ্যই এইরূপ প্রতীতি হয় যে,

যেমন মনুষ্যগণ শৈশবে স্ব স্ব পিতা মাতা কর্তৃক প্রতি-পালিত হয়, এবং ক্রমে বয়োধিক ও কার্য্যক্ষম হইলে স্বাধীন হইয়া থাকে, মনুষ্যসমাজেও ঠিক সেইরূপ বটে। একান্ত বর্ব্বর দশায় কুলপতি, রাজা, যাজক কিম্বা ভূম্যধিকারিবর্গ ইহাঁরই প্রজাসাধারণের শাসন করেন। কিন্তু প্রজাগণের বিদ্যোন্নতি হইলে তাহারা ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র হইতে থাকে। ফলতঃ বিদ্যাই বল। সমাজমধ্যে যাঁহারা অধিক বিদ্যাসম্পন্ন হইবেন, তাঁহাদিগের হস্তে অধিক রাজশক্তি সমর্পিত হইবে। এই নিয়মের কদাপি অন্যথা ঘটিতে পারে না। যখন যেখানে এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন হইয়াছে, সেই স্থানেই অতি ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে।

শাসন-প্রণালীর ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আরও একটী অতি আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক নিয়মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সকল সমাজেই পরস্পর-বিভিন্ন-পরামর্শী কতিপয় দল থাকে। দেখ, রাজা রাজকর্ম্ম-চারিগণ এক দল, এবং যাজকেরা তাঁহাদিগের হইতে ভিন্ন আবার ভূম্যধিকারী কুলীনবর্গ পূর্ব্বোক্ত উভয় দল হইতেই স্বতন্ত্র, আর আঢ্য প্রজাগণ ঐ তিন দল হইতেই পৃথক্। পরন্তু, প্রজা সাধারণ ঐ চারি দলের কোন দলেরই সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইতে পারে না। এই সকল দল পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী। সকলেই স্ব স্ব হস্তে সমধিক রাজ-শক্তি গ্রহণের নিরন্তর চেষ্টা করে।

কিন্তু তাহা করাতেই সমাজের কর্ম্ম সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতেথাকে—কেহই অত্যন্তপ্রবল হইয়া অপর সকলের প্রতি অধিক অত্যাচার করিতে পারে না। আর যদি করে; তবে অতি শীঘ্রই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনুষ্যসমাজকে একটী তুলাদণ্ড স্বরূপ বোধ হয়। যেমন তুলাদণ্ডের এক এক দিকে ভার স্ব স্ব অভিমুখে ঐ দণ্ডকে নত করিবার চেষ্টা করে, তেমনি সমাজ-সম্ভুক্ত প্রত্যেক দলই সমধিক শক্তি গ্রহণের চেষ্টা পায়; কিন্তু যেমন তুলাদণ্ডের উভয় দিক্ হইতেই সমান আকর্ষণ হওয়াতে দণ্ডের সাম্যাবস্থা থাকে, তেমনি সকল দলই স্ব স্ব মতানুযায়ি ক্র করিবার চেষ্টা পাইয়া সমাজের সাম্যাবস্থা প্রতিপন্ন করিয়া রাখে। রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই নিয়মকে 'সাম্যাবস্থার নিয়ম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক মাত্রেরই এই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করেন, তাহা হইলেই ব্যবস্থার দোষ হয়; এবং সেই দোষে হয় ত সমাজ একবারে হীনবল হইয়া যায়, অথবা তদ্দোষ সংশোধনার্থ পুনঃ পুনঃ রাজবিদ্রোহাদি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকে। যত দিন উক্ত দোষ সংশোধিত হইয়া পুনর্ব্বার সাম্যাবস্থা না হয়, তাবৎকাল সমাজের কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্যবস্থা-প্রণালী।

যদি মনুষ্যমাত্রেই জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ হইত, তবে সচ্ছন্দে সকলে সমাজবদ্ধ হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিত। কেহ কাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিত না; সুতরাং কোন প্রকার শাসনেরও আবশ্যকতা থাকিত না। যিনি বিদ্যা ও বয়সে শ্রেষ্ঠ হইতেন, সকলে তাঁহার মতানুযায়ী হইয়া সমাজের সাধারণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত, আর নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদনে কাহাকে কোন প্রকার শাসনের অধীন থাকিতে হইত না। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি তেমন বিশুদ্ধ নয়। সকলেই সুশিক্ষিত না হইলে আত্মম্ভরি হইয়া থাকে। শিশুদিগের স্বভাবে ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হয়। তাহাদিগের মনে সদাশয়তার লক্ষণ সমস্তও যেমন দেখা যায়, একান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ সমস্তও তেমনি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেই শাসনের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। মনুষ্যসমাজের আদিমাবস্থায় যখন এক একটী পরিবারের লোকমাত্র একত্র সম্বদ্ধ থাকে, তখন ঐ পরিবারের কর্ত্তা যেরূপ শাসন করেন, সকলে তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলে। নিজ পরিবারের প্রতি তাঁহার যে নৈসর্গিক স্নেহ থাকে, তদ্দ্বারাই তাঁহার শাসন-বিধি পক্ষপাতশূন্য এবং সকলের সুখাবহ হয়। ক্রমে পরিবার বৃদ্ধি

হইয়া কুলতন্ত্রতার কাল উপস্থিত হইলে, কুলপতিগণ স্ব স্ব ইচ্ছা এবং জ্ঞান অনুসারে শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই এক প্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। কোন বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কুলস্বামী যে যে প্রকারে স্থলবিশেষে বিচার করিয়া যান; তাহা সকল লোকের হৃদ্গত হইয়া থাকে। তাহার পর আবার সেই প্রকার স্থল উপস্থিত হইলে তদনুযায়ী হইয়া বিচার করাই আবশ্যক হয়। তাহা না করিলে নিন্দা হয়; এবং জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করে।

এইরূপে ব্যবস্থা সমস্ত ক্রমে ক্রমে স্থির হইরা উঠিতে থাকে। কবিগণ তৎসমুদয়কে ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিতে থাকেন। লোকে যত পারে স্মরণ করিয়া রাখে। পরে লিপিসৃষ্টি হইলে অগ্রেই সকল ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হয়। যে মহাত্মা-কর্তৃক সর্ব্ব প্রথমে কোন দেশের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, তিনিই তত্তদ্দেশের ব্যব-স্থাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। আমাদের দেশে উহা-দিগকে 'সংহিতাকার' কহে।

অনেক প্রাচীন জাতীয় লোকের সংহিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দেশভেদ ও তত্তৎকালীন ব্যক্তি-দিগের অবস্থাভেদে ঐ সংহিতার প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগের ঐক্য আছে। সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই মানবগণের কেমন অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তাহার

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। অতএব সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ব্যবস্থা সকল বহু পূর্ব্বকাল হইতে পারম্পর্য্যোপদেশানুসারে প্রচলিত হইয়া আসিতে থাকে। সুতরাং ব্যবস্থাপকগণ অনায়াসেই ঐ সকল ব্যবস্থাকে ঈশ্বর-প্রণীত, অথবা ঈশ্বরানুগৃহীত কোন কোন মহাত্মাদিগের প্রণীত বলিয়া লোক সকলের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন, বিশেষতঃ তাঁহারা আপনাদিগের গ্রন্থে কেবল লৌকিক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় নিয়ম মাত্রের নির্দ্দেশ করেন না। তৎ-সমভিব্যাহারে পারত্রিক ধর্ম্ম কর্ম্মেরও উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাতে সকল ব্যবস্থাই ধর্ম্মশাস্ত্রমূলক বলিয়া সমধিক মান্য হয়।

কিন্তু এক নিয়মে সর্ব্বকাল চলে না। দেশের অবস্থাভেদে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্ত করিতে হয়। যেমন শৈশবের পরিধেয় যৌবনে ব্যবহৃত হইতে পারে না, তেমনি মনুষ্য-সমাজ ক্রমশঃ বিস্তৃত এবং নানা ব্যবসায়ী লোকসঙ্ঘটিত হইলে উহার প্রথমাবস্থার সঙ্কীর্ণ নিয়ম প্রণালীতে সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এইরূপে ব্যবস্থা সকল মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাহা হইলেই ব্যবস্থাশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ ধর্ম্ম কর্ম্মের আচার গত, অপর ভাগ লৌকিক ব্যবহার সম্পৃক্ত। সকল দেশেরই 'স্মৃতিশাস্ত্র' এইরূপ আচারকাণ্ড ও ব্যবহার-কাণ্ডে বিভক্ত হইয়া আছে।

বন্যদশায় অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকলেরও নিতান্ত অসদ্ভাব থাকে, এবং সেই সকল দ্রব্যাদি অপহরণের নিমিত্ত জনগণকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়। তাহাতে নিরন্তরই অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সেই সময়ে মনুষ্যজীবন যে কেমন অমূল্য রত্ন, তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় না। তখন মনুষ্যের ধন-বিশেষ হরণ করা এবং প্রাণনাশ করা উভয়ই সমান দোষ বলিয়া গণ্য হয়। প্রাচীন কালের ব্যবস্থামাত্রেই দেখা যায় যে, পরদ্রব্য-বিষয়ক-অপরাধে এবং পরশরীরবিষয়ক-সাহস-কর্ম্মে প্রায় অধিক প্রভেদ নাই। উভয় প্রকার দোষেই সমান দণ্ড বিহিত আছে। বরং সাহস কর্ম্মের অপেক্ষা কোথাও কোথাও অপহরণের দণ্ড অধিক ছিল। কোন কোন দেশের আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অমুক পদের লোককে মারিলে এত টাকা দণ্ড দিতে হইবে, তাহার উচ্চ পদের কোন ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে তাহার দ্বৈগুণ্য বা ত্রৈগুণ্য প্রদানকরিতে হইবে। পরন্তু যখন লোকের সভ্যাবস্থা হয়, তখন এই রূপ অসমদর্শী ব্যবস্থাসকল প্রচলিত থাকিতে পারে না। তখন দ্রব্য-বিষয়ক অপরাধের দণ্ড এক প্রকার আর শরীর-বিষয়ক অপরাধের দণ্ড অন্য প্রকার হইয়া থাকে। এইরূপে ব্যবহারকাণ্ডও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক ভাগের নাম 'দেওয়ানী আইন' ও অপর ভাগের নাম 'ফৌজদারী আইন'।

ব্যবহার কাণ্ড এইরূপে বিভক্ত হইলেও ঐ দুই প্রকার আইনের দণ্ড কিছু কাল বহু স্থলে সমানই থাকে। একবারে সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় না। ফৌজদারী আইনের দণ্ড সমস্ত যেন বৈরসাধনের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, এমত বোধ হয়। কোন অপরাধে হস্তচ্ছেদ, কাহাতেও বা পদচ্ছেদ, অপর কোন প্রকার অপরাধে চক্ষুরুৎপাটন, আর কাহাতেও বা অগ্নিদ্বারা দহন, ইত্যাদি অতিনৃশংস দণ্ড সকল প্রচলিত হইয়া থাকে। দেওয়ানীর দণ্ডও এইরূপ অতি কঠিন হয়। যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিশোধ করিতে না পারে, উত্তমর্ণ তাহার শরীর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন। বিক্রয় করা কি, কোথাও কোথাও এমত আইন প্রচলিত ছিল যে, অধমর্ণকে একবারে হত্যা করিলেও দোষ হইত না।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে আইনের এই সকল দোষ সংশোধিত হইয়া আইসে। রাজকর্ম্মচারিগণ, ভূম্যধিকারিবর্গ এবং যাজকমণ্ডলী ইহাঁরই প্রথমে ঐ প্রকার নৃশংস ব্যবস্থার অধীনতা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পায়েন। তাঁহারা প্রথমতঃ কেবল আপনাদিকেই উক্ত আইনের বিশেষ বিশেষ দণ্ড হইতে মুক্ত করেন। পরে প্রজাসাধারণের প্রতিও উহার কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনন্তর সমাজের শাসন-প্রণালী যত উৎকৃষ্ট হইতে থাকে, এবং মনুষ্যসাধারণের হিতাহিত

জ্ঞান যত প্রবল হয়, ততই ব্যবস্থা সকল বিশুদ্ধ হইয়া অপরাধীর প্রতি বৈর-নির্যাতক ভাব পরিত্যাগ করে, এবং যাহাতে দোষী ব্যক্তির দুষ্ট স্বভাব সংশোধিত হয়, তখন কেবল এইরূপ চেষ্টাই হইতে থাকে। অদ্যাপি কোন দেশে এইটী সম্পূর্ণরূপে হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন দেশে প্রাণদণ্ডের বিধি একবারে রহিত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহাতেই অবস্থাভেদে আইনের প্রকৃতি যে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়।

[শিল্প-প্রণালী এবং বাস্তু-শিল্প।]

যেরূপ মানবজাতির ব্যবস্থা প্রণালী, শাসন প্রণালী প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ দেশের কোন কেমন অবস্থাপন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ শিল্পবিদ্যারও উৎকর্ষ পরীক্ষা করিয়া জনগণের সভ্যাবস্থা কত উন্নত হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। অতএব শিল্প-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই বিষয়োপলক্ষে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইবে। প্রথমতঃ বাস্তু-শিল্পের প্রণালী বিবৃত করা যাইতেছে;

প্রায় সকল প্রকার জীবই স্ব স্ব নৈসর্গিক সংস্কার প্রভাবে আপন আপন বাসোপযোগি স্থান প্রস্তুত করিয়া

লইতে পারে। পক্ষীদিগের কুলায় আছে, হিংস্র পশুগণ স্ব স্ব গহ্বরে গিয়া বিশ্রাম করে, পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদিগেরও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকে। মনুষ্যেরাও প্রথমে উক্তরূপ কোন বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। দেশের প্রকৃতিভেদে কোথাও বা তরুস্কন্ধে, আর কোথাও বা পৃথিবীগর্ত্তে, বর্ব্বর নরগণের আবাস হয়। শীতপ্রধান দেশে মনুষ্যেরা পৃথিবীতে খাত করিয়া থাকে। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহাদিগের বাস তরুতলে বা তদুপরিভাগে হয়। ইউরোপের স্থানে স্থানে ঐ সকল আবাস গর্ত্তের চিহ্ন সমস্ত অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল গর্ত্তের মুখ প্রস্তরদ্বারা বদ্ধ, প্রবেশ ও নির্গমনের নিমিত্ত কেবল এক একটী অতি সঙ্কীর্ণ ছিদ্রমাত্র ছিল। গর্ত্তের ভিতরে কাষ্ঠ-দহন-জাত অঙ্গার দৃষ্ট হইয়াছে, এবং শিলা বা অস্থিনির্ম্মিত শর-মুখাদি অস্ত্রও স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে। অতএব ঐ সকল স্থান যে নরগণের আবাস ছিল, তাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ঐ সকল গর্ত্তে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সকলই শিলা-নির্ম্মিত, একটীও ধাতুনির্ম্মিত নয়। আর তথাকার লোকেরা যে কোন প্রকার ধাতুর ব্যবহার জানিত,এমত কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই যে, ঐ প্রকার আবাস-গর্ত্ত অনেকগুলি করিয়া এক এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেই বোধ হয় যে, তখনও মনু-

ষ্যেরা এক প্রকার সমাজসম্বন্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই ভাষাসৃষ্টির আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ইহার পরবর্ত্তী কোন সময়ে যে সকল আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রকৃতি পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তখনও মনুষ্যেরা গর্ত্তের ভিতর বাস করিত, কিন্তু তখন গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মুখ একেবারে বন্ধ করিত না, উহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর বসাইয়া তদুপরিভাগে এক প্রকার ছাদ প্রস্তুত করিত। সুতরাং গর্ত্তে গমনাগমনের পথও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত থাকিত। এই সকল গর্ত্তের ভিতর যেমন পূর্ব্ববৎ অস্থি ও প্রস্তর-বিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রও পাওয়া যায়, তেমনি পিত্তল নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তখনকার লোকেরা কোন কোন ধাতুর ব্যবহার শিখিয়া থাকিবে।

বোধ হয়, ইহার অত্যল্প কাল মধ্যে মনুষ্যদিগের মনে হিংস্র পশুর ভয় অনেক হ্রস্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহারা আর গর্ত্তে বাস না করিয়া বাহিরে কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। তখনকার যে সকল আবাস-স্থানের বা দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তদ্দর্শনে বোধ হয় যে, তথাকার লোক সকল লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়াছিল।

সকল জাতীয় লোককেই ক্রমে ক্রমে প্রথমোক্ত দুইটী অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে

হয়। তবে বিশেষ এই যে, যে দেশের জল বায়ু ভাল এবং ভূমি উর্ব্বরা তথায় অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই বর্ব্বরদশা শেষ হইয়া সভ্যাবস্থা প্রবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ যদি সেই দেশ পৃথিবীর এমত স্থলে অবস্থিত হয় যে, তাহাতে বৈদেশিক লোকের সহজে গমনাগমন হইতে পারে. তাহা হইলে বিভিন্ন জাতীয় লোকের পরস্পর পরিচয়দ্বারা অতি শীঘ্রই নানা বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং সেই দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রেই সুসভ্য হয়। আসিয়া খণ্ডের যে ভাগ হইতে অন্য সকল দেশে মনুষ্যসঞ্চার হইবার কথা প্রসিদ্ধ আছে, সেই ভাগ উক্ত সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত। অতএব তত্রত্য লোকেরা যে প্রথমেই সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ভারতবর্ষ, আসিরিয়া, বেবেলন্, মিশর, নিউবিয়া এবং তৎসমীপবর্ত্তী সকল দেশে যে প্রাচীন প্রাসাদ সমস্তের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলই অতি আশ্চর্য্য এবং মনোহর। তাহাদিগের কাহাতেও পূর্ব্বোক্তরূপ শিলা বা পিত্তলঘটিত অস্ত্র শস্ত্রাদির চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহাতেও নির্ম্মাতৃগণের বিভিন্ন প্রকৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান, অতি স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয়। পরন্তু তৎসমুদায়ের বিশেষ বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইলে অনেক বাহুল্য হইয়া উঠে, অতএব এই স্থলে উহাদিগের সামান্য লক্ষণ এবং আর কয়েকটী হর্ম্ম্য-প্রণালীর উল্লেখমাত্র করিয়া নিবৃত্ত হইব।

[গ্রীক হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

পূর্ব্বোক্ত সকল জাতির হর্ম্ম্যই এক প্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর অধুনা আমেরিকা খণ্ডের মধ্য-ভাগে যে সকল ভগ্ন প্রাসাদসমূহের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ও এই জাতীয় হর্ম্ম্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সকলই যে সর্ব্ব প্রাচীন হর্ম্ম্যপ্রণালী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মিসর দেশেই ইহার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে 'মিসরীয়' বলা যায়। ইউরোপের অন্তর্গত সিসিলিতে এবং গ্রীসে যে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং যে সমস্তকে কেহ কেহ 'সাইক্লোপিক' (অর্থাৎ অসুরনির্ম্মিত) বলিয়া আখ্যাত করেন, অধি-কাংশ হর্ম্ম্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে তাহাও এই জাতীয় নির্ম্মাণ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

মিসরীয় হর্ম্ম্য-প্রণালীর কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ ইহার প্রাচীর সকল নীচে অত্যন্ত স্থূল হইয়া উপরিভাগে ক্রমশঃ স্বল্পায়ত হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ ছাদ সকল সমপৃষ্ঠ এবং এরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর যোগে নির্ম্মিত হয় যে, তাহার নীচে কড়ির আবশ্যকতা থাকে না; প্রস্তরফলক সমস্ত একবারে এক প্রাচীর হইতে সম্মুখবর্ত্তী প্রাচীর পর্য্যন্ত অথবা এক স্তম্ভ হইতে অন্য স্তম্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ থাম সকল অতিশয় স্থূল, খর্ব্ব, নানা খণ্ডে বিভক্ত ও বিচিত্র

খোদকতায় পরিপূর্ণ হয়। চতুর্থতঃ বৃহৎ বৃহৎ ভাস্করীয় শিল্প গৃহের স্থানে স্থানে থাকে। পঞ্চমতঃ কোথাও কোথাও পর্ব্বতের অন্তর ভাগ খনন করিয়া তন্মধ্যে এই রূপ হর্ম্ম্য সকল নির্ম্মিত হয়।

পণ্ডিতেরা কহেন, যে সকল লোক প্রথমতঃ পর্ব্বত-গুহায় বাস করিয়া পরে মৃত্তিকাদ্বারা বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারাই ক্রমে প্রবল ও শিল্পকুশল হইয়া এই প্রকার হর্ম্ম্য সকল নির্ম্মাণ করে। তাঁহারা কহেন, মৃণ্ময় প্রাচীর ও স্তম্ভাদির অনুকরণ করিতে গেলেই অট্টালিকা সমস্ত উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। আর পর্ব্বত-গুহায় বাস করিতে করিতেই প্রয়োজনবশতঃ ঐ সকল গুহাকে প্রশস্ত করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব যখন তাদৃশ লোকের মনোমধ্যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপনের স্থান প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাহারা পর্ব্বত খনন দ্বারাই দেবালয় নির্ম্মাণ করিবে আশ্চর্য্য নহে।

[মিসরীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী।]

গ্রীকেরা মিসরীয়দিগের স্থানে সকল বিষয়েরই শিক্ষা পাইয়াছিল। উহারা মিসরীয়দিগের হর্ম্ম্য-বিদ্যাও শিখে। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের অসাধারণ সহৃদয়তাগুণে অল্পকালমধ্যেই ঐ শিল্পবিদ্যার এতাদৃশ উন্নতি করিল যে, মিসরে কখনই সেরূপ হয় নাই। প্রথমতঃ উহারা প্রাচীর সমস্তকে সমপৃষ্ঠ করিল, এবং

স্তম্ভগুলির গাত্রের অন্ত খোদকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সরল রেখা সকল মাত্র রাখিল। ইহারা স্তম্ভ সকলকে প্রথমাবধি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল বটে, তথাপি আদৌ ব্যাস পরিমাণের চতুর্গুণের অধিক দীর্ঘ করে নাই এইরূপ হর্ম্ম্য-প্রণালীকে 'ডোরীয়' কহিয়া থাকে।

ইহার কিয়ৎকাল পরে গ্রীকেরা স্তম্ভ সকলের দৈর্ঘ্য ব্যাসপরিমাণের ৮ | ৯ গুণ করিত, স্তম্ভের নীচে সম-চতুরস্র পীঠিকা গ্রথিত করিত এবং স্তম্ভের মস্তক 'কান্-মোচড়া' করিত। এইরূপ করাতে হর্ম্ম্যের সৌন্দর্য্য যে অধিক হইবে, তাহার সন্দেহ কি? ইহাকে "আইও-নীয়" প্রথা কহে।

তৃতীয় প্রকার গ্রীক হর্ম্ম্যের স্তম্ভ সকল দৈর্ঘ্যে ব্যাসের দশ-গুণ হইত। তাহাদিগের পীঠিকার গঠন বিচিত্র এবং শিরোভূষণ পল্লবযুক্ত-বৃক্ষ-শিরোভাগের অনুরূপ হইত। এই প্রথাকে 'কোরিন্থীয়' কহা যায়।

গ্রীকদিগের দেশ অতি রমণীয়। তথায় ঝড় বৃষ্টির উৎপাত প্রায়ই হয় না। তথায় সমস্ত বৎসরই যেন ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজ করিতে থাকেন। এই হেতু অট্টালিকা সমস্তের দ্বার অতীব প্রশস্ত হইত, নাট্যশালা প্রভৃতি সাধারণ সমাগম-গৃহের ছাদ থাকিত না, এবং দেবালয় সকলের চতুর্দ্দিকেই অতি সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী সকল দৃষ্টিগোচর হইত। অতএব ইহাদিগের হর্ম্ম্য সকল মনু

ধিক শোভাসম্পন্ন হইবে, আশ্চর্য্য নহে। চমৎকারের বিষয় এই যে, গ্রীক জাতীয় লোকের মনের প্রকৃতি যখন যেরূপ হইয়াছিল, তাহাদের তাৎকাল-নির্ম্মিত হর্ম্ম্য সকল সেই সেই প্রকার মনের ভাব প্রকাশক হইয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যখন গ্রীক-জাতির প্রথম অভ্যুদয়কাল সুতরাং লোকমাত্রের মনে দৃঢ়তা, ঔদার্য্য এবং সারল্য-গুণের আধিক্য, তখন হর্ম্ম্য সকল সুদৃঢ় ডোরীয় প্রথায় বিনির্ম্মিত হয়। যখন তাহারা প্রবল পারসীক জাতিকে সম্মুখসংগ্রামে পরাভব করিয়া আপনাদের বল বিক্রম উত্তমরূপে অবগত হইল, এবং কাব্যরসের রসিক হইতে লাগিল, তখন শোভমান আইওনীয় প্রথায় উহাদিগের হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ হইতে লাগিল, পরে যখন উহারা চতুর্দ্দিক জয় করিয়া সাতিশয় অর্থশালী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইল, তখন নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা কোরীন্থীয় হর্ম্ম্য প্রণালী তাহাদের সমধিক আদরণীয়া হইল। গ্রীকেরা হর্ম্ম্যশিল্পের যে পর্য্যন্ত উন্নতি করিয়া গিয়াছে, অদ্যাপি পৃথিবীর অপর কোন জাতি তাহা অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট করিতে পারেন নাই। পরন্তু দেশভেদে হর্ম্ম্য-প্রণালীও নানারূপ প্রচলিত হইয়াছে। সঙ্ক্ষেপে তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইবে।

[চীনীয় হর্ম্ম্য প্রণালী।]

চীন দেশীয় লোকেরা মোগল-বর্ণ-সম্ভূক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। ইহারা চীনদেশে বাস করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান তাতারীয় লোকের ন্যায় পশুচারণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, তাহার সন্দেহ নাই। তখন উহারা বস্ত্র বা পশুচর্ম্মাদিনির্ম্মিত তাম্বু-মধ্যে অবস্থান করিত। অতএব যখন উহারা চীনদেশে স্থায়ী হইয়া বাস করিতে লাগিল, এবং পাশুপাল্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্যুপজীবী হইল, তখন কাষ্ঠাদিদ্বারা যে সকল আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিল, তাহাও অবিকল তাম্বুর ন্যায় হইল। ইহাদিগের হর্ম্ম্য সমস্ত অদ্যাপি সেইরূপই আছে। পর্য্যটকেরা কহেন যে, দূর হইতে চীনীয়দিগের নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেন কতকগুলি তাম্বু একত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে, এমত বোধ হইয়া থাকে। যেমন বস্ত্রের চন্দ্রাতপ খাটাইয়া দিলে মধ্যস্থান নিম্ন এবং পার্শ্বভাগ উন্নত হয়, চীনীয়-দিগের বাটীর ছাদ সকল অবিকল সেইরূপ দেখায়। মোগল জাতীয় লোকের অনুকরণ বৃত্তি কি প্রবল!— চীনীয়েরা কত সহস্র বর্ষ হইল সমাজবদ্ধ হইয়া সভ্য-রূপে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি বনবাসী পূর্ব্ব পুরুষদিগের তম্বুগুলি ভুলিতে পারে নাই—অদ্যাপি কাষ্ঠের তাম্বু নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছে।

[গথিক হর্ম্ম্য প্রণালী।]

অনুকরণ বৃত্তি যে ককেসীয়দিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না এমত নহে। অনুকরণ মনুষ্যমাত্রেরই সাহজিক ধর্ম্ম। বিশেষ এই যে, ককেসীয়েরা ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন, মোগল বর্ণের লোকেরা সেরূপ পারে না। ইউরোপের টিউটন জাতীয় লোকেরা এক্ষণে সুসভ্য এবং খৃষ্টানধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে উহারা বনচর এবং জড়োপাসক ছিল। সেই সময়ে উহারা নিবিড় বনমধ্যে পূর্ণচন্দ্রাতপতলে উপবিষ্ট হইয়া অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিত। অতএব কেহ কেহ বলেন যে, যখন উহারা খৃষ্টানহইয়া গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই গির্জ্জাও তাদৃশ বনস্থলীর অনুকরণে নির্ম্মিত হইবে আশ্চর্য্য কি? বৃক্ষের শাখায় শাখায় মিলিত হইয়া বনস্থলীর উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিলে যেরূপ দেখায়, উহাদের গির্জ্জা ঘরও সেইরূপ দেখাইয়া থাকে। গথিক্ গির্জ্জার খিলান সমস্ত ঠিক গোল হয় না, খিলানের মধ্যস্থলে এক একটী কোণ থাকে, এবং বহির্ভাগের প্রাচীরগুলি বৃক্ষের ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া ঊর্দ্ধে সূচাগ্র হইয়া উঠে। এই প্রকার গির্জ্জার বাতায়নে যে কাচ থাকে, তাহাও নানা বর্ণে চিত্রিত হওয়াতে ভিতরে আলোকের সম্পূর্ণ প্রবেশ হয় না। ইহাও বনস্থলীতে যেরূপ অস্ফুট আলোক দর্শন হয়, তাহারই অনুকৃতি মাত্র।

[মুসলমানীয় হর্ম্ম্য প্রণালী।]

যেমন ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক জাতীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা সচেতা ছিল, আসিয়া খণ্ডের মধ্যে আরব জাতিও সেইরূপ। ইহারা প্রথমতঃ তাম্বু মধ্যে বাস করিত, পরে মহম্মদ প্রণীত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একেবারে অতীব শৌর্য্যশালী এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিল। উহারা নানা দেশ জয় করিয়া সমৃদ্ধ সম্পত্তিশালী হইলে যে সকল হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণ করে, তাহা চীনীয়দিগের প্রিয় তাম্বুবৎ না হইয়া অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীক জাতীয়দিগের সদৃশ হইয়াছিল। বিশেষ এই যে, ইহারা তাম্বুর অনুকরণে অশ্বক্ষুরাকারে খিলান নির্ম্মাণ করিত এবং যেমন তাম্বুর অন্তর্ভাগ পুষ্প লতাদি দ্বারা সুশোভিত হইত, হর্ম্ম্য প্রাচীরেও সেইরূপ খোদকতার বাহুল্য করিত। অপিচ, তাম্বুর বিষ্কম্ভ সমস্ত যেমন অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হয়, ইহাদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকার স্তম্ভ সকলও সেইরূপ অধিক সূক্ষ্ম হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতিরিক্ত রোমীয়, টস্কান, বাইজান্‌সীয় প্রভৃতি কতিপয় হর্ম্ম্য-প্রথা আছে। কিন্তু সেই সকল প্রায়ই গ্রীক প্রথার অনুকৃতিমাত্র। অতএব উহাদিগের বিশেষ উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। যাহা বলা হইল, তাহাতে মনুষ্য জাতির মধ্যে হর্ম্ম্য-শিল্প কি প্রকারে প্রথম প্রবর্ত্তিত এবং ক্রমশঃ কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বোধ হইতে পারিবে।

ফলতঃ সকল শিল্পই মনুষ্যের সৃষ্ট। মনুষ্যদিগের যখন যেমন জ্ঞান, যেমন প্রকৃতি, তৎসৃষ্ট শিল্পেরও উৎকর্ষ তখন সেইরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

পঞ্চম অধ্যায়।

[অন্যান্য শিল্প এবং বিদ্যা-প্রণালী।]

সকল দেশেই সর্ব্বপ্রথমে কবিতার সৃষ্টি হয়। তখন কবিরাই ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, দর্শন-বেত্তা, ভূগোল-বেত্তা, ইতিহাস-বেত্তা—ফলতঃ তাঁহারাই তৎকালে জনসাধারণের একমাত্র শ্রদ্ধাস্পদ উপদেষ্টা হইয়া থাকেন, ইহাঁদিগের প্রণীত গ্রন্থ সমুদায় সামান্য কবিতা বলিয়া পঠিত হয় না। ইহা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি, লৌকিক ব্যবহারের যুক্তি, আচারগত বিশেষ বিশেষ নিয়ম, পুরাবৃত্ত-সম্পৃক্ত বহুবিধ প্রমাণ, সকলই জানিতে পারা যায়। আর ঐ সকল কবিতা এক্ষণকার কবিতার ন্যায় কেবল ছন্দোবন্ধে পঠিতমাত্র হয়, এমত নহে। পূর্ব্বে উক্ত কবি-গণ অথবা তাঁহাদিগের শিক্ষিত শিষ্যেরা তান লয়-বিশুদ্ধ-স্বরসংযোগে ঐ সকল কবিতা গান করিতেন। এইরূপে কবিতা এবং সঙ্গীত-বিদ্যা দুই একেবারে প্রবৃত্ত হয়। এমন অসভ্য কোন জাতিই নাই, যাহা-দিগের মধ্যে কিছুমাত্র সঙ্গীত এবং কাব্যের চর্চ্চা দেখা যায় না। ফলতঃ ইহাদিগের উভয়কে ভাষার সহজাত বলিলেই হয়। কাব্য এবং সঙ্গীতের কিছু বৃদ্ধি হইলেই

চিত্রবিদ্যার আবির্ভাব হয়, এবং চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্করীয় শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে।

যে পর্যান্ত জাতীয় ধর্ম্ম অত্যন্ত বিভীষিকা-জনক থাকে, তাবৎকাল চিত্রের বা ভাস্করীয় কার্য্যের গুণ সমুদায় বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। ক্রমে যখন কবিগণ রূপকালঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগের মনোগত বিবিধ ভাবের রূপ কল্পনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন শিল্পিগণ সেই সকল কল্পিত রূপের প্রতিরূপ প্রকাশ করিবার যত্ন করিতে থাকে। তাহাতে শিল্পকার্য্যের গৌরব বৃদ্ধি হয়। কারণ, দৃষ্ট পদার্থের অবিকল অকরণ করিতে পারিলেই যে শিল্পের প্রাধান্য হয় এমত নহে, চিত্রপট অথবা পাষাণময় মূর্ত্তিতে মানবের মনোগত ভাবপ্রকাশ করিতে পারিলেই শিল্পের যথার্থ তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়।

প্রাচীন জাতির মধ্যে গ্রীকেরা এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তাহারা হর্ম্ম্যশিল্পে যেমন সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিল, চিত্র এবং ভাস্করীয় কার্য্যেও সেইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করে। ঐ সকল বিষয়ে অদ্যাপি কেহই তাহাদিগকে অতিক্রম। করিতে পারে নাই।

অধুনা সুসভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে শিল্প শাস্ত্র মাত্রেরই বিশিষ্ট সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে ঐ সকল শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি সুশিক্ষা সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হয়েন না। পরন্তু

ইহাঁরা ঐ সকল শিল্পের যে প্রকার ভূরি ভেদ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বর্ণনযোগ্য নহে। এক্ষণে এই মাত্র বক্তব্য যে কবিতার প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া আসিলেই প্রায় মনোবিজ্ঞান কাণ্ডের চর্চ্চা অধিক হয়। সেই সময়ে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ প্রভৃতি শাব্দিকগণও বহুসংখ্যায় প্রাদুর্ভূত হন। তাহার পর প্রকৃত ইতিবৃত্ত লিখিবার কাল উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে প্রত্যক্ষ মূলক পদার্থতত্ত্বেরও আদ্যারম্ভ হয়। পদার্থতত্ত্বানুশীলন আরম্ভ হইলেই নানা প্রকারে বৈষয়িক কার্য্যের সুবিধান হইতে থাকে, এবং জনসাধারণ বিদ্যোৎসাহী হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[যুদ্ধ প্রণালী।]

অতি পূর্ব্বকালাবধি মনুষ্যগণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যত প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা যায়, ততই তাৎকালিক লোকদিগের বিগ্রহানুরাগ অধিক ছিল, বোধ হইতে থাকে। বন্যদশায় জীবিকোপার্জ্জন করাই কঠিন। সুতরাং আপনার প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য অন্যের নিকট থাকিলে বর্ব্বর ব্যক্তি যে তদধিকারীকে বিনাশ করিয়া সেই দ্রব্য লইবার চেষ্টা করিবে, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে। অধিকন্তু, সে সময়ে শাসনের পারিপাট্য ছিল না;

দেশও বিস্তীর্ণ ছিল না; সুতরাং জনে জনে, কুলে কুলে সমাজে সমাজে, অনুক্ষণ এইরূপে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। আবার যদি একবার কোন কারণে দুই পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইত, তবে সেই বৈরিতা পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক হইয়া চলিত। প্রায়ই এক পক্ষের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ না হইলে উহার শান্তি ছিল না। যখন রাজশাসন উত্তম না থাকে, তখন বৈরনির্যাতন একটী পরম ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়।

বোধ হয়, জনগণ প্রথমে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ দ্বারাই পশুবধ এবং পরস্পর যুদ্ধ করিত, তখন অন্য অস্ত্রশস্ত্রাদির ব্যবহার ছিল না। ক্রমে লগুড়, কাষ্ঠময় বা শিলাময় অস্ত্র, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। তৎকালেই কঠিন পশুচর্ম্মদ্বারা শরীর আবৃত করাও আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ক্রমে মনুষ্যসমাজের যেমন উন্নতি হইতে থাকে, যুদ্ধের উপকরণ সকলও তেমনি দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করে। ভূম্যধিকার-সম্পন্ন ধনশালী জনগণ বর্ম্মাদি শরীরত্রাণ প্রস্তুত করাইতে এবং যানবাহনাদি রাখিতে পারেন। সামান্য দুঃখী লোক সকল তাদৃশ অর্থ ব্যয়ে সমর্থ হয় না। যুদ্ধ সেই সময় হইতে একটী ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। ভূম্যধিকারিগণ আর কোন কর্ম্মই করেন না. যাহাতে শরীরের বল বাড়ে, অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে, অশ্ব হস্তী

রথাদি চালনে পটুতা হয়, এই সকল শিক্ষাই তাঁহাদিগের বাল্যাবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ রণদক্ষ-ব্যক্তিরা যে এক এক জনে নিরস্ত্র, অশিক্ষিত, দুর্ব্বল শত শত সৈনিকের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বোধ হয়, এই জন্যই সর্ব্বদেশীয় প্রাচীন কবিতার তাদৃশ যুদ্ধবিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। সেই সকল কাব্যে সহস্র অত্যুক্তি স্বীকার করিলেও ঐ বিবরণ যে একেবারে অমূলক, এমত বোধ হয় না। তখন এক এক জন মহারথ যে বহুসংখ্যক পদাতির নিপাত করিতে পারিত, এ কথা মিথ্যা নহে। যে সকল দেশ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় সেই সেই দেশেই রথের এবং গজের সমধিক ব্যবহার হইয়াছিল। যে সকলদেশ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর, তথায় ভূম্যধিকারিবর্গ অশ্বশিক্ষায় নিপুণ হইয়াছিলেন। আসিয়া খণ্ডের প্রাচীন দেশ মাত্রেই যুদ্ধের প্রথা এই পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। সেনাপতি যুদ্ধকালে রথী, অশ্বারোহ এবং গজারূঢ় যোদ্ধৃবর্গের উপরই বিশেষ লক্ষ্য করিতেন—পদাতিগণের প্রতি অধিক আদর করিতেন না।

গ্রীক জাতীয়দিগের যুদ্ধ প্রণালীও যে প্রথমতঃ এই রূপ ছিল, তাহা হোমার বিরচিত মহাকাব্য দর্শনেই প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রীকেরা অতি শীঘ্রই প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী অবধারিত করিলেন। তাহা করাতে

ভূম্যধিকারিবর্গের সম্মান লাঘব হইল। প্রজামাত্র ভূম্যধিকারী হইতে পারিল। সুতরাং তাহাদিগের নিতান্ত দারিদ্র্য দশা না থাকাতে সকলেই যুদ্ধের সজ্জা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া রাখিতে পারিল। বিশেষতঃ গ্রীসদেশ অত্যন্ত পর্ব্বতীয়; তাহা অশ্বারোহ সৈন্যেরও বিশেষ বিক্রমের স্থল নহে। অতএব তথায় অশ্বারোহগণ অপেক্ষাকৃত অনাদৃত এবং পদাতিকগণ অধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিল। যে স্থানে পদাতি সৈন্যের সমাদর তথায় রাজ্যশাসন-প্রণালীও নিতান্ত যথেচ্ছাচার, বিদূষিত হইতে পারে না।

রোমও স্বতন্ত্র-প্রজ দেশ ছিল। তথায় পদাতিক সৈন্যের সমধিক আদরও ছিল। গ্রীক এবং রোমীয় পদাতি সৈন্যের সম্মুখে তাৎকালিক কোন জাতীয় লোকেই সংগ্রাম করিতে পারে নাই। যে ঐ দুই জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই যেমন অনলে তূলা দগ্ধ হয়, তদ্রূপ অত্যল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যেও যুদ্ধ-প্রণালী অবিকল এইরূপ হইয়া আসিতেছে, দেখা যায়। যখন উঁহাদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারিবর্গের প্রাধান্য ছিল, তখন পদাতি সৈন্যের যথোচিত আদর ছিল না। ক্রমে যেমন শাসন-প্রণালীর উৎকর্ষ হইতে লাগিল, অমনি পত্তিগণেরও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইল।

পদাতির সমধিক গৌরব হইলে সমর-প্রণালীর আরও একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন রাজ্যের প্রথমাবস্থায় প্রজাগণ শান্তিকালে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে শস্ত্রধারী হইয়া রণস্থলে যায়। তৎকালে ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব ভূম্যধিকার হইতে ঐ সকল সেনা লইয়া গিয়া রাজার সহায়তা করেন। কিন্তু রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূম্যধিকারিগণ খর্ব্ব-গৌরব হইলে আর এইরূপ থাকে না। রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি ভৃতিভুক্ সেনা নিযুক্ত হয়। তাহারা রাজকোষ হইতে যাবজ্জীবন ভৃতি প্রাপ্ত হইয়া কেবল যুদ্ধই একমাত্র অবলম্বন করিয়া থাকে। এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই প্রকার হইয়াছে।

এক্ষণে যুদ্ধ একটী প্রধান বিদ্যার মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নাদি বিবিধ শাস্ত্র, শস্ত্র বিদ্যার সহকারী হইয়াছে। কোন অসভ্য জাতির এমত সামর্থ্য নাই যে, নব্য ইউরোপীয়দিগকে পরাভূত করিতে পারে। কিন্তু যেমন বিদ্যাবাহুল্য প্রযুক্ত এক্ষণে যুদ্ধের কৌশল বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি শান্তি রসেরও প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যুদ্ধের অনেকানেক ভয়ঙ্কর দোষেরও পরিহার হইয়াছে। এক্ষণে সুসভ্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, বনিতাগণের প্রতি নিরর্থ অত্যাচার হয় না—শক্রু শরণাপন্ন হইলে তাহার প্রাণ নাশ করা হয় না—প্রজা মাত্রকে দাসত্ব শৃঙ্খলে

বদ্ধ করা হয় না—ইউরোপীয় কোন রাজা প্রবল হইলে অমনি দিগ্বিজয় করিতে নির্গত হন না—এবং কোন কোন সদাশয় ব্যক্তির মনে এমত ভাবোদয়ও হইতেছে যে, কোনরূপে যদি একেবারে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেই ভাল হয়।

তৃতীয় প্রকরণ।

মিসরীয়দিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[মিসর দেশ এবং মিসরীয়দিগের প্রকৃতি।]

মিসর দেশ আফ্রিকা খণ্ডের ঈশান কোণে অবস্থিত। এই দেশ ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে যত প্রাচীন জাতি সুসভ্য হইয়া বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্ম-প্রণালী-সংস্থাপন এবং শিল্পনৈপুণ্যদ্বারা সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে, মিসরীয়েরা তাহাদিগের কাহা অপেক্ষাও কোন অংশে ন্যূন নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন মিসরীয়-দিগের আচার, ব্যবহার, রাজ্য শাসন এবং ধর্ম্ম-প্রণালীর সহিত আমাদিগের আচার ব্যবহারাদির এমত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন অতি পূর্ব্বকালে

এই উভয় জাতির যে বিশেষ সংস্রব ছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতে থাকে।

মিসর দেশের প্রকৃতি অতি চমৎকার। ইহাতে বৃষ্টি প্রায় হয় না। আর মধ্যে মধ্যে পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিক হইতে যে বায়ু প্রবহমাণ হয়, তাহাতে সমূহ বালুকা রাশি উড্ডীন হইয়া আইসে এবং সমুদায় দেশ-টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এক নীল নদীর গুণেই এই দেশে লোকের বাস হইয়াছে। ঐ নদীতে প্রতি বৎসর বন্যা হয় এবং সেই বন্যার জলে সমুদায় দেশটী উত্তমরূপে সিক্ত ও কর্দ্দমিত হওয়াতে ক্ষেত্র সকল অত্যন্ত উর্ব্বর হয়। কিন্তু নীল নদীর জল যে আপনা হইতেই সমুদায় দেশটী প্লাবিত করে, এমত নহে। স্বভাবতঃ উহার জল নদী গর্ভ হইতে কোথাও পাঁচ ক্রোশের অধিক দূর পর্য্যন্ত যায় না। কিন্তু প্রাচীন মিসরীয়েরা এত বাঁধ বান্ধিয়া এবং খাল কাটিয়া গিয়াছে যে, সেই সকল উপায় দ্বারা অদ্যাপি মিসর দেশে সমূহ শস্য উৎ-পাদিত হইতেছে। আধুনিক মিসরীয়দিগকে প্রায় কিছুই করিতে হয় না; বীজ বপন করিয়া পরে যথাকালে শস্য কাটিয়া আনিলেই স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। কিন্তু যখন ঐ সকল বাঁধ এবং জল-প্রণালী না ছিল, তখন যে লোক সকলকে কত পরিশ্রম ও নিরন্তর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ফলতঃ ঐরূপ পরিশ্রম এবং যত্ন করিতে

হইয়াছিল বলিয়াই প্রাচীন মিসরীয়েরা নানা সদ্‌গুণ-সম্পন্ন এবং অতীব বিভব ও কীর্ত্তিশালী হইতে পারিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে জীবিকার নিমিত্ত খাল কাটিতে, বাঁধ বান্ধিতে এবং সুবৃহৎ হ্রদাদি নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল, সুতরাং যখন আর ঐ সকল কর্ম্ম না করিতে হইল, তখনও অভ্যাস গুণে উহারা জগদ্বিখ্যাত অট্টালিকা এবং পিরামিড্ সকল প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ যাহারা পরিশ্রমী হয়, তাহারা কখনই কেবল নিতান্ত আবশ্যক কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিয়াই নিবৃত্ত থাকিতে পারে না।

ঐ সকল নির্ম্মাণের প্রধ্বস্তাবশেষ অদ্যাপি মিসরের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ থিবস, মেম্ফিস, কার্ণাক এবং লক্সর প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে যে সকল অত্যদ্ভুত শিল্পকৌশল দৃষ্ট হয়, বর্ণনাদ্বারা তাহাদিগের সৌন্দর্য্য হৃদ্গত করাইতে পারা যায় না। ঐ সকল নির্ম্মাণের স্তম্ভ প্রাচীরাদি নানা রূপ চিত্র দ্বারা পরিশোভিত। ঐ সকল চিত্র নিরর্থক নহে। প্রথমতঃ প্রাচীন মিসরীয়দিগের বর্ণময় অক্ষরমালা ছিল না। উহাদিগের বর্ণমালাই চিত্রময়। পশু পক্ষ্যাদির মূর্ত্তি জ্যোতিষ্কদিগের আকার মনুষ্য শরীরের বিশেষ বিশেষ অবয়ব, ইত্যাকার বিবিধ চিত্র দ্বারা মিসরীয়েরা লিপি কার্য্য সম্পন্ন করিত। এ পর্য্যন্ত প্রায় নয় শত প্রকার ঐ চিত্রময় অক্ষর দৃষ্ট হইয়াছে।

ঐ সকল চিত্রের যে, কখন অর্থ বোধ হইতে পারিবে, ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স দেশাধিপতি মহাবীর "নেপোলিয়ন বোনাপার্টির" সময়ে 'রসেটা' নামক নীল নদীর মুখবর্ত্তী দুর্গে এক খানি প্রস্তর ফলক উৎখাত হইয়াছে। সেই প্রস্তরটীতে একই বিষয় তিন প্রকার অক্ষরে লিখিত ছিল। সর্ব্বোপরি চিত্রময় অক্ষর, মধ্যে মিসরীয়দিগের সাধারণ অক্ষর এবং সর্ব্বনিম্নে গ্রীক অক্ষর। ঐ প্রস্তরফলক দেখিয়া 'সাম্পোলিয়ন্' নামা ফ্রান্স দেশীয় বিচক্ষণ পণ্ডিত, মিসরীয় চিত্রময় অক্ষর পাঠ করিবার উপায়াবধারণ করিয়াছেন।

প্রাচীন মিসরীয়দিগের প্রণীত গ্রন্থাদি অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই—আর 'পিরামিড' গর্ভ, অথবা অন্যান্য হর্ম্ম্য মধ্যে যে দুই খানি পাওয়া গিয়াছে, তাহারও অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে অর্থ বোধ হয় নাই—কিন্তু উক্ত হর্ম্ম্য সকলের গাত্রে নানা প্রকার চিত্র দৃষ্ট হয়, তাহার দ্বারাই মিসরীয়দিগের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা অনেক জানা যাইতে পারে। ঐ চিত্র সকলে কোথাও মিসরীয়দিগের দ্বারা হল চালান হইতেছে—কোথাও বীজ বপন হইতেছে—কোথাও শস্য কর্ত্তন হইতেছে—কোন স্থানে উহারা দ্রাক্ষালতার চাষ করিতেছে—কোন স্থানে মেষাদি পশু চারণ করিয়া বেড়াইতেছে—আর কোন স্থানে কুক্কুর বা পোষিত সিংহ

সমভিব্যাহারে করিয়া ধনুর্ব্বাণ এবং ফিঙ্গা হস্তে মৃগয়া করিতেছে। বিশেষতঃ ঐ সকল চিত্র দৃষ্টে বোধ হয় যে, মিসরীয়েরা মৎস্য ও পক্ষী ধরিতে সমধিক আনন্দ প্রকাশ করিত। আবার, নাগরিকদিগের যে সকল চিত্র বর্ত্তমান আছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোথাও মিসরীয়েরা কাষ্ঠ ফলকে খোদকতা করিতেছে, কোথাও বস্ত্রবয়ন করিতেছে, কোথাও চিত্রকর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া আছে, আর কোন কোন স্থলে সুবর্ণ, রজত, হীরকাদি যোগে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেছে। মিসরীয়েরা অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক শব রক্ষা করিত। ঐ সকল শবের গাত্রে যে বস্ত্রসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, উহারা বস্ত্রবয়নে অপরিসীম নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিল। উহারা কাচ প্রস্তুত করিতেও জানিত। আর এক প্রকার জলজ শর জাতীয় বৃক্ষের পত্র হইতে কাগজ প্রস্তুত করিতে পারিত।

পূর্ব্বোক্ত চিত্র সকল হইতে মিসরীয়দিগের গৃহোপকরণ এবং আহার বিহারের রীতিও অনেক জানিতে পারা যায়; ফলতঃ তদ্দর্শনে ইহা স্পষ্টই বোধ হয় যে, মিসরীয়েরা বাস্তবিক গম্ভীর প্রকৃতি এবং ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াও সাংসারিক সুখভোগে নিতান্ত বিরত ছিল না। তাহারা অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে অবরোধপিঞ্জরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিত না। গীত, বাদ্য পশুদিগের পরস্পর যুদ্ধ এবং মল্লযুদ্ধ দর্শন করিতে

স্ত্রী পুরুষ অনেকে মিলিত হইয়া পান ভোজনাদির বিলক্ষণ সমারোহ করিত।

মিসরীয়দিগের ভাস্করীয় শিল্প হইতে এতাবৎ সমুদায় অবগত হওয়া যায় এবং তাহারা এই শিল্পকার্য্যে যে কত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু উহাদিগের ভাস্করীয় কর্ম্ম সকল যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তাহা কখনই গ্রীকদিগের তুল্য হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানা প্রকার অদ্ভুত নির্ম্মাণ করাতেই মিসরীয় শিল্পগণ বিশিষ্ট মনোনিবেশ করিয়াছিল। সিংহের পা এবং মনুষ্যের মুখ মিলিত করিয়া উহাদিগের প্রসিদ্ধ 'স্ফিংস' নামক মূর্ত্তি সমস্ত নির্ম্মিত হইত। এইরূপ আরও অনেক ছিল। দ্বিতীয়তঃ যেখানে প্রকৃত মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে, সে স্থলেও উহারা মনুষ্যের আকারগত বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে পারে নাই। শরীর সংস্থান-বিদ্যায় অবগতিপ্রযুক্ত বর্ত্তমান ভাস্করগণ এবং প্রাচীন গ্রীক শিল্পিগণ যেরূপে অস্থি ও মাংসপেশী প্রভৃতির কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও নিম্নতা প্রদর্শন করিতে পারেন, উক্ত মিসরীয় শিল্পে তাহার কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না। মিসরীয়েরা যে প্রকৃতির যথোপযুক্ত অনুকরণদ্বারা শিল্প নির্ম্মাণ করিয়াছিল এমত অনুভব হয় না; উহারা যেন কতকগুলি কল্পিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই শিল্প নির্ম্মাণ করিত, ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয়। তৃতীয়তঃ মিসরীয়দিগের খোদিত

মূর্ত্তি সকলের মুখাবয়ব দেখিয়াও ঐরূপ বোধ হয়। মুখাবয়বগুলি সুন্দর এবং সুবিন্যস্ত বটে, কিন্তু উহার দ্বারা আন্তরিক ভাব কিছুই স্পষ্ট প্রকাশ পায় না।

মিসরীয়দিগের হর্ম্ম্যশিল্পও এই দোষে দূষিত। উহাদিগের নির্ম্মাণ সমস্ত অত্যন্ত বৃহৎ, দৃঢ় এবং অদ্ভুত বটে, কিন্তু সমুদায় সৌন্দর্য্যলক্ষণে লক্ষিত নহে। ফলতঃ মিসরীয়েরা যে অনেক নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনে সক্ষম ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা কোন কর্ম্মই তাদৃশ সমীচীন সহৃদয়তা সহকারে নির্ব্বাহিত করিতে পারিত না।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের আর এক প্রমাণ এই যে, মিসরীয়েরাই সর্ব্বপ্রথমে অক্ষরের সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহাদিগের অক্ষর চিত্রময়, তদ্দ্বারা লিখন পঠন সামান্য আয়াসসাধ্য নহে। উহাদিগেরই স্থানে শিক্ষা পাইয়া ফিনিসীয়েরা প্রকৃত বর্ণমালার সৃষ্টি করিল, এবং মিসরীয়েরা আবার উহাদিগেরই স্থানে বর্ণলিপির উপদেশ গ্রহণ করিল। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মিসরে দুই প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। একপ্রকার কেবল যাজকবর্গেরই ব্যবহার্য ছিল, তাহা চিত্রময়; আর একপ্রকার সর্ব্ব-সাধারণের ব্যবহৃত ছিল, তাহা ঐ ফিনিসীয় বর্ণেরই অনুকৃতি মাত্র এবং বর্ণময়। মিসরীয়দিগের গ্রন্থাদি সমুদায় চিত্রময় অক্ষরেই লিখিত হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের ধর্ম্ম প্রণালী।]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মিসরীয়েরা অতি গম্ভীর-প্রকৃতি এবং ধর্ম্ম পরায়ণ ছিল। অনুমান হয়, মিসরীয়েরা প্রথমে অদ্বৈতবাদী ছিল—অর্থাৎ উহারা জগৎকে ঈশ্বরময় জ্ঞান করিত। ক্রমে ঐ অদ্বৈত বাদ বিলুপ্ত হইয়া জনসাধারণ পৌত্তলিকতায় প্রবৃত্ত হয়। তাহার কারণ এই যে, মিসরীয় যাজকেরা ঐশী শক্তিকে নানা প্রকার প্রতিরূপ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল শক্তির ভিন্ন ভিন্ন নামও কল্পনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণ অজ্ঞ জনগণ ঐ সকল শক্তি এবং নামের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে অক্ষম হইয়া পরিশেষে যে উক্ত প্রতিরূপ গুলিকেই পূজার্হ জ্ঞান করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। এই রূপেই মিসরে পৌত্তলিকতার সঞ্চার হয়।

মিসরীয়দিগের মতে ঈশ্বর স্বয়ং দ্বিধাবিভক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই দুই শক্তির মধ্যে একটীর নাম 'নেফ্'। উহা অনন্ত কাল ব্যাপক এবং অধিকৃত—দ্বিতীয় শক্তির নাম 'পথা'; ইনিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আর 'আমন' নামক অপর শক্তি স্বতন্ত্র দেবতাবিশেষের আকারে সমুদায় জগৎপালন করেন। মিসরীয়দিগের আর দুইটী প্রধান দেবতা ছিল। 'অসিরিস্' এবং 'আইসিস্'। আমাদিগের দেশে শিব ভগবতী যে আ-

কারে পূজিত হন ইহাঁরাও সেইরূপে পূজিত হইতেন। বস্তুতঃ অসিরিস এবং আইসিস নামে মিসরীয়েরা প্রকৃতির প্রসব শক্তিরই পূজার বিধান করিত। আমরা রজোগুণাত্মক অসুরগণের সহিত যেরূপ দেবতাদিগের যুদ্ধবর্ণনা করি, মিসরীয়েরাও সেই প্রকার 'তাইফন' নামক অসুরের সহিত অসিরিস দেবের সংগ্রাম বর্ণনা করিয়াছেন। জন্তুর মধ্যে গো, কুক্কুর, বিড়াল, আইসিস নামক সারসবিশেষ, বাজপক্ষী, এবং কতিপয় মৎস্য, মিসরের সর্ব্বত্র পূজ্য হইত। অন্যান্য জন্তুর পূজা দেশ-সাধারণে প্রচলিত ছিল না। কোন প্রদেশে যে জন্তুর পূজা হইত, তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী অপর প্রদেশে উহাকে নিতান্ত অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য জ্ঞান করিত। এই প্রযুক্ত কখন কখন দুই প্রদেশের লোকে ঘোরতর বিবাদ এবং তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইত। কোথাও কোথাও মিসরীয়েরা কোন জন্তুর জাতি মাত্রকেই পূজ্য জ্ঞান না করিয়া বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত এক একটী পশুকে পূজা করিত। মেম্ফিস্ মহানগরীতে যে 'এপিস' দেবের পূজা প্রচলিত ছিল, তাহা এইরূপ। সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ কেবল ললাটদেশে ত্রিকোণাকার শ্বেত বর্ণের চিহ্নসংযুক্ত এবং পৃষ্ঠদেশে বাজপক্ষীর আকার চিহ্নিত, এমত লক্ষণযুক্ত গোকে 'এপিস' বলে *। এপিসের সেবকেরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালজ্ঞ হয়।

* এইরূপ গো পুরোহিতেরা কৌশলপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া দিতেন তাহার সন্দেহ নাই।

মিসরীয়েরা জন্মান্তর স্বীকার করিত, এবং স্বর্গ নরকও মানিত। তাহাদিগের মতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার জীবাত্মা ক্রমে ক্রমে ভূচর, জলচর, খেচর সকল প্রাণীর দেহ ধারণ করে, এবং পরিশেষে তিন সহস্র বর্ষের পর পুনর্ব্বার মানব শরীর প্রাপ্ত হয়। মিসরীয়দিগের যমলোকের নাম 'অমিস্থি'। অসিরিস সেই স্থানের অধিপতি। তিনি পুণ্য পাপ বিচার করিয়া মনুষ্যদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মের ভোগ প্রদান করেন। মিসরীয়েরা ইহলোকেও ঐ পারত্রিক বিচারের অনুকরণ করিত। তাহাদিগের মধ্যে এমত রীতি ছিল যে, কেহ মরিলে পর তাহার জীবদ্দশার সুকৃত দুষ্কৃত সমুদায়ের বিচার হইত। যদি তিনি পুণ্যাত্মা বলিয়া সপ্রমাণ হইতেন, তবে তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত করা যাইত, নচেৎ বিচারপতিগণ তাহাকে সমাধি প্রদান করিতে নিষেধ করিতেন। কি রাজা, কি যাজক, সকলেই এই বিচারের অধীন ছিলেন। এইরূপ বিচারের রীতি প্রচলিত থাকায় যে, মিসরীয়দিগের চরিত্র অবশ্যই পরিশোধিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। উহারা অনুমান করিত যে, দেহটী নষ্ট হইয়া গেলে জীবাত্মারও ধ্বংস হয়, আর যত দিন শরীরটী বজায় থাকে, তাবৎ উহার সহিত জীবাত্মার বিচ্ছেদ হইলেও আত্মার ধ্বংস হইতে পারে না। সুতরাং মিসরীয়েরা অনেক যত্ন করিয়া শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। এমত কি, তাহারা যে প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে, বোধ হয় তাহাদিগের অভ্যন্তরে শব রক্ষা করাই উহাদিগের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং দুষ্কর্ম্ম করিলে শব রক্ষিত হইবে না, এই ভয়ে জনগণ অবশ্যই সচ্চরিত্র হইবার বিশেষ চেষ্টা করিত, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রাচীন মিসরীয়েরা যে কত দূর পর্য্যন্ত আপনাদিগের বিদ্যোন্নতি করিতে পারিয়াছিল, তাহার নিশ্চয় নাই। এই মাত্র বোধ হয় যে, ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যা উহাদিগের দেশেই প্রথম সৃষ্ট হয়। উহারা জ্যোতিষও জানিত। উহারা বৎসরকে ১২ মাসে এবং প্রতিমাসকে ৩০ দিনে ভাগ করিয়াছিল, আর প্রতিবৎসরে পাঁচ দিন করিয়া ভুক্তি দিত। কিন্তু ইহাতেও প্রকৃত বার্ষিক কালের ছয় ঘণ্টা করিয়া ন্যূন থাকে, এবং ১৪৬০ বৎসরে উহা ঠিক একটী পূর্ণ বৎসর হয়, মিসরীয়েরা ইহাও জানিত, এবং উক্ত ১৪৬০ বর্ষের পর এক বৎসর অধিক গণনা করিত। চিকিৎসাশাস্ত্রেও উহাদিগের নৈপুণ্য ছিল। কিন্তু কাব্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে মিসরীয়েরা কখনই উৎকর্ষ লাভ করে নাই। ইহারা সংগীত বিদ্যারও চর্চ্চা করিত, কিন্তু তাহাতেও সমধিক পটুতা লাভ করিতে পারে নাই।

মিসরীয়দিগের ধর্ম্মপ্রণালী ও লৌকিক ব্যবহার সমুদায় অভিনিবেশপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে উহাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এই বোধ হয় যে, উহারা

আপনাদিগের মানসিক ভাব সকলকে অনায়াসেই রূপকালঙ্কারে ভূষিত করিয়া প্রকাশিত করিতে পারিত। ফলতঃ এই শক্তি প্রাচীন হিন্দু ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও যে সমধিক প্রবল ছিল, ইহা স্পষ্টই বোধ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা।]

প্রসিদ্ধ গ্রীক গ্রন্থকার 'হিরোডোটস্' এবং 'ডাইও ডোরসের' গ্রন্থ হইতে প্রাচীন মিসরীয়দিগের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাঁরা উভয়ে মিসরে পর্য্যটনকরিয়া প্রধান প্রধান যাজকদিগের প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বোধ হয়, এই জন্য উহাঁদিগের পুস্তক নানা অলীক বর্ণনে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। যাজকগণ যে আপনাদিগের পূর্ব্ববিবরণ সমুদায় ভিন্নদেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট অকপটহৃদয়ে প্রকাশ করিয়া বলিবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু 'মানিথো' নামে এক জন মিসরদেশীয় যাজক স্বয়ং গ্রীক ভাষায় একখানি ইতিহাস গ্রন্থ বিরচিত করিয়াছিলেন। যদি সেই গ্রন্থ সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তবে মিসরের ইতিহাস অনেক অবগত হওয়া যাইত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই পুস্তক সমুদায় পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে অন্যান্য গ্রন্থকারকর্ত্তৃক উহার যে

যে ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মিসরীয়দিগের স্থূল স্থূল আদিম বিবরণ যাহা যৎকিঞ্চিৎ জানা হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইবে।

মিসরীয়দিগের ইতিহাস লিখিতে হইলে প্রথমতঃ উহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল, এবং উহারা মনুষ্য-জাতির মধ্যে কোন্ বর্ণের লোক ছিল, ইহা নির্ণয় করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ বিষয়ের কোন প্রামাণিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নব্য ইতিহাসবেত্তারা নানা অনুসন্ধান দ্বারা এই মাত্র নিশ্চিত করিয়াছেন যে, প্রাচীন মিসরীয়েরা ককেসীয় বর্ণের অন্তর্গত সেমিটিক জাতীয় লোক, আর আফ্রিকার প্রকৃত অধিবাসী ইথি-ওপীয় লোক, এই দুই প্রকার লোকের যোগে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেমেটিকেরা, পারস্যের অন্তর্গত 'কুশস্থান' প্রদেশ হইতে আসিয়া আরবের নৈঋত কোন দিয়া লোহিত সাগর পার হইয়া প্রথমে নিউবিয়া দেশে যাইয়া বসতি করে। তথায় নীল নদীর দুই শাখার মধ্যভাগে উহাদিগের দ্বারা একটী রাজ্য সংস্থাপিহ হয়। সেই রাজ্যের রাজধানী, 'মেরো' নগর। ঐ নগরের প্রধ্বস্তাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই মাত্র শুনা যায় যে, মেরো রাজ্যে যাজক-তন্ত্রতা প্রচলিত ছিল, এবং তথাকার জনগণ অতি স্বল্পকালমধ্যে সভ্য-পদবীতে অধিরূঢ়, এবং অতীব পরাক্রান্ত হইয়া ক্রমে

ক্রমে উত্তর ভাগে আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। উহারা যত উত্তরে যাইতে লাগিল, ততই তদ্দেশীয় আদিম নিবাসীদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকিল।

এইরূপে প্রাচীন মিসরজাতির উৎপত্তি হয়। যখন কালক্রমে ধমরোনগর ক্ষীণবল হইয়া বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন থিব্‌স্ এবং মেম্ফিস অতিশয় প্রবল এবং বিবিধ শিল্পসৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া উঠিল। কোন ভিন্ন জাতীয় লোক আসিয়া অন্য দেশে বাস করিলেই বর্ণভেদের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকে, মেরো রাজ্যেও সেই প্রথা ছিল, মিসরেও তাহা রহিল।

মিসরের সকল লোক যাজক, যোদ্ধা এবং অন্যান্য কতিপয় জাতিতে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে যাজকেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং যোদ্ধারা তদ্দ্বিতীয় ছিলেন। এই উভয় জাতীয় ব্যক্তিরাই রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন। রাজাসনও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের অধিকৃত হইত। কিন্তু রাজা কদাপি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়মের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইত। ঐ সকল নিয়ম কর্ত্তা যাজকগণ রাজার নিয়ত উপদেষ্টা ছিলেন। সুতরাং রাজার সহিত যে তাঁহাদিগের মধ্যে মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে।

যাজকেরাও নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন

না। একাধিক দার পরিগ্রহ করা, তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত দোষাবহ হইত। তাঁহাদিগকে অবশ্যই কোন না কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত, এবং যাঁহারা দেব-সেবায় অপারগ হইতেন, তাঁহাদিগকে ভিষকের, অথবা স্থপতির, কিম্বা অশ্বশিক্ষাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইত। পরন্তু যেমন তাঁহাদিগের প্রতি ঐ সকল কঠিন নিয়ম প্রচলিত ছিল, তেমন তাঁহারা নিষ্কর ভূমি প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃত্তি পাইতেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে পারিত না, এবং তাঁহাদিগের দ্বারাই সমুদায় ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। যাজকেরা বলিতেন যে, আমরা যে সকল ব্যবস্থানুসারে বিচার করি, তাহা স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রণীত এবং অতীব পরিশুদ্ধ। মিসরীয়েরা প্রণিধি, কূটসাক্ষী এবং নরহত্যাকারী, এই তিনেরই প্রাণদণ্ড বিধান করিত।

মিসরীয় যোদ্ধৃগণও নিষ্কর ভূমিসম্পত্তি ভোগ করিত। তাহারা কোন প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়, এবং অস্ত্র-শিক্ষায় নৈপুণ্য জন্মে, চিরকালই এই চেষ্টায় থাকিত। ফলতঃ মিসরীয়েরা যে বিলক্ষণ যুদ্ধকুশল হইয়াছিল; তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উহাদিগের সৈন্যগণ লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম ধারণ করিত। ধনুর্ব্বাণ, ক্ষেপণক, শেল এবং করবাল ইহাই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল। দুর্গ নির্ম্মাণেও মিসরীয়েরা বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিল।

বস্তুতঃ কোন কোন সময়ে মিসরের রাজারা দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া বহু দেশ জয় করিয়া আসিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের স্বাধীনাবস্থার বিবরণ।]

মিসরীয়দিগের স্বাধীনাবস্থার বিবরণ প্রথমতঃ নানা অলীক অদ্ভুত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মিসরের অগ্রিম রাজারা কেহ দেবতা, কেহ দেবাবতার, কেহ বা উপদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপে ত্রিশটী রাজবংশের নাম উল্লিখিত আছে। ইহাঁরা সকলেই মনুষ্য বটেন, এবং ইহাঁদিগের সর্ব্বপ্রথমে 'মিনিস্' নামক মহাত্মা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী এবং সমুদায় সদ্গুণালঙ্কৃত ছিলেন। ফলতঃ এই সকল রাজাদিগের নামাদি যে সকলই কল্পিত, তাহা বোধ হয় না; কিন্তু বিশেষরূপে কিছুই নিশ্চয় করাও যায় না। কথিত আছে, ইহাঁদিগের মধ্যে 'সিসষ্ট্রীস' নামে এক জন পরাক্রান্ত মহীপাল এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চল সমুদায় এবং ইউরোপেরও কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। উপাখ্যানে ইহাঁর দিগ্বিজয়ের বিবরণ সবিস্তর বর্ণিত আছে। বিশেষতঃ কথিত আছে যে, ইনি একদা একান্ত বলদর্পিত হইয়া বহুল বিজিত ভূপাল দ্বারা আপনার শকট বাহিত করাইতেছিলেন, এমত সময়ে ঐ দুর্ভাগ্যদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি শকটচক্রের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে

অবলোকন করিতেছে দেখিয়া তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল "আমি দেখিতেছি যে, এই চক্রনেমির যে স্থান একবার সর্ব্বোপরি উন্নত হইয়া উঠে, আবার তাহাই পুনর্ব্বার নত হইয়া যায়"। বিচক্ষণ সিসষ্ট্রীস তৎক্ষণাৎ এই কথার গূঢ় তাৎপর্য্য-বোধে সমর্থ হইয়া নিজ সৌভাগ্যকেও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মানিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আপনার কুৎসিতা-চরণ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ভূপালসমূহের যথাযোগ্য গৌরব করিলেন।

মানিথো নামক পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসবেত্তা লিখেন যে, 'টিমেরস' রাজার অধিকারকালে 'হিক্সস্' নামক একজাতীয় লোক আরব হইতে আসিয়া মিসর দেশ আক্রমণ করে। ইহারা মেম্ফিস নগরে আপনাদিগের রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিল। ইহারা সেমেটিক বংশসম্ভূত হইবে। ইহাদিগেরই রাজ্যকালে য়িহূদীরা মিসরে আইসে এবং বহু সমাদরে পরিগৃহীত হয়। এই বংশীয় রাজগণ মেষপাল নামে বিখ্যাত ছিল। ইহারা পাঁচ শত একাদশ বৎসরকাল ব্যাপিয়া মিসরে রাজ্য করে; পরে মিসরীয়দিগের কর্তৃক পরাজিত এবং নির্ব্বাসিত হয়।

মেষ-পাল রাজাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া যে সকল পরাক্রান্ত মহীপাল মিসরে রাজত্ব করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে 'রামিসেস' নামা এক ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

প্রসিদ্ধ হয়েন। কথিত আছে, তিনি সমুদায় তুরুষ্ক দেশ স্বাধিকার সন্তুক্ত করিয়া কাম্পিয়ান্ হ্রদের তীর পর্য্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কাহার কাহার মতে ইনিই পূর্ব্বোক্ত 'সিসষ্ট্রীস'। ইহাঁর পর অনেকগুলি রাজা মিসরে রাজ্য করেন। থিব্স নগর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল, এবং উহাদিগেরই রাজ্যকালে মিসরী-য়েরা বিলক্ষণ শিল্পনিপুণ হইয়া প্রধান প্রধান পিরামিড ও অন্যান্য মহতী কীর্ত্তি সমস্ত সংস্থাপিত করে।

এই প্রকার সুখসচ্ছন্দতায় বহুকাল যাপন করিয়া বোধ হয় মিসরীয়েরা পুনর্ব্বার হীন-বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়-সুখ-পরায়ণ হইয়াছিল। সুতরাং ইথিওপিয়ার রাজা 'রাবাকো' অত্যল্প আয়াসেই তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার অধীন করিলেন। কথিত আছে, ইনি অতিশয় বিচক্ষণতা সহকারে পঞ্চাশৎ বৎসর রাজ্য করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক ইহার কিঞ্চিৎকাল পরে 'সিথস' নামে এক জন যাজক রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া যোদ্ধৃজাতীয় লোকের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন। কিন্তু নাগরিক, বণিক ও শিল্পী প্রজাগণ ইহাঁর অনুকূল পক্ষ হইয়াছিল। যখন খৃষ্টের ৭১২ বৎসর পূর্ব্বে 'আসিরিয়া' দেশের রাজা 'সেন্নাকেরিব' মিসররাজের বিরুদ্ধে আগমন করেন, তখন যোদ্ধৃজাতীয় কোন ব্যক্তিই রাজার সহায়তা করে নাই। প্রজা-সাধারণে অস্ত্রধারী হইয়া

যুদ্ধে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল। ফলতঃ এই সময়ের ইতিহাস অত্যন্ত অনিশ্চিত আছে। এই মাত্র বোধ হয় যে, 'সাবাকো' রাজা একবারে সমুদায় মিসর পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। ইহার দক্ষিণ ভাগ তাঁহার বংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল, কেবল উত্তরাংশ সিথস নামক যাজকের প্রভুত্ব স্বীকার করে।

'সিথসের, পর মিসরের শাসন-প্রণালী আরও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে দ্বাদশ জন রাজা একদা মিসরে রাজত্ব করেন। প্রথমে ইহাঁদিগের পরস্পর সন্ধি ছিল। পরে উহাদিগেরই অন্যতম 'সামেটিকস' নামক এক রাজা কতকগুলি গ্রীক সৈন্যের সহায়তায় প্রতিযোগী একাদশ রাজাকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং সমুদায় মিসরের অধীশ্বর হইলেন। ইনি প্রাচীন মিসরীয়দিগের ন্যায় বৈদশিক-দ্বেষ্টা ছিলেন না। যাহাতে গ্রীস হইতে গুণবান্ লোক সকল আসিয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করেন, তিনি নিরন্তর এমত চেষ্টা করিতেন। তিনি 'সাইরিণী' নামক স্থানে গ্রীক জাতির একটী উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশীয় গুণী লোকের এমত গৌরব করিয়াও 'সামেটিকস' আপনার জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণাক্ষরেও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই।

ইহাঁর পুত্র 'নেকো' পিতৃ প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া গ্রীক ও ফিনিকীয় নাবিকদিগের দ্বারা সমুদায়

আফ্রিকার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করাইয়াছিলেন। তিনি একটী সুবৃহৎ জল-প্রণালী খনন করাইয়া লোহিত সাগর এবং নীল নদ উভয়কে পরস্পর মিলিত করিয়া দেন। ঐ পয়ঃপ্রণালীর চিহ্ন অদ্যাপি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। ইনি খৃষ্টের ৬০৮ বৎসর পূর্ব্বে সিরিয়া দেশ আক্রমণ করেন, য়িহুদীদিগের রাজাকে পরাভূত করেন, এবং ক্রমে ক্রমে 'বেবিলন' সাম্রাজ্য জয় করিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়াছিলেন। কিন্তু 'বেবিলন' রাজ মহাবীর 'নেবুকডনেসর' কার্কেসিস্' নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ খৃষ্টের ৬০৪ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে।

নেকোর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র 'সামিস' এবং তৎপরে তাঁহার পুত্র 'এপ্রিস' মিসরে রাজা হয়েন। ইনি ফিনিকীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের অনেক স্থান স্বাধিকৃত করেন। কিন্তু তাঁহার ঐ সকল অধিকার অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। পরাক্রান্ত বেবিলন সম্রাটেরা অতি শীঘ্রই ঐ সকল স্থান গ্রহণ করিলেন। আর সাইবিণী উপনিবেশ-বাসী গ্রীকেরাও ঐ কালে 'এপ্রিসের' বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সেনাগণকে নিহত করিল। মিসরীয় প্রজাবৃন্দও রাজ্যের এই সকল দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া রাজবিরুদ্ধে মিলিত হইতে লাগিল। রাজা আপন প্রিয়পাত্র 'আমোসিসকে' এই বলিয়া পাঠাইয়া

দিলেন। 'তুমি গিয়া প্রজা সকলকে শান্ত কর'। প্রজারা ঐ আমোসিস্‌কেই রাজ্যোভিষিক্ত করিল।

'আমোসিস্' অতি নীচ বংশজাত এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজা হইয়া উত্তমরূপে রাজ্য শাসন করিলেন। গ্রীকদিগের সহিত তাঁহার সম্যক্ সৌহার্দ্দ হয়। বিশেষতঃ 'সেমস' দ্বীপের রাজা 'পলিক্রেটিস্' 'আমোসিসের পরম বন্ধু ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুর পর ইহাঁর পুত্র 'সামেনিটস' রাজা হয়েন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক কাল রাজ্য করিতে হয় নাই। পারস্য রাজ 'কাম্বাইসিস্' ছয় মাস মধ্যেই মিসর আক্রমণ করিলেন, এবং কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি মিসরীয়দিগের পূজ্যপাদসমূহকে আপন সৈন্যের সম্মুখভাগে রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে 'পেলুসিয়ম' নগর অধিকৃত করিলেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই সমুদায় মিসর দেশ তাঁহার হস্তগত হইল. ৫৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার ঘটে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের পরাধীনাবস্থার বিবরণ।]

পারস্য রাজ 'কাম্বাইসিস' মিসর জয় করিয়া তত্রত্য প্রজাসাধারণের যথোচিত দুর্দ্দশা করেন; বিশেষতঃ তিনি মিসরীয় দেবতাদিগের অতিশয় অগৌরব করিতেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি মেম্ফিস নগর

জয় করিয়া তথায় যে প্রসিদ্ধ 'এপিস্' দেব ছিলেন; তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আপন সৈন্যগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান করেন। মিসরীয়দিগের ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ নানা প্রকার অত্যাচার করাতে তাহারা পারসীক জাতির একান্ত দ্বেষ্টা হইয়াছিল, সুতরাং সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ করণে নিবৃত্ত হইত না।

যখন প্রথম 'দরায়ুস্' পারস্যের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে মিসরীয়েরা অতি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ করে। তিন বৎসরের পর, পারস্য-সম্রাট 'জরক্সেস' ঐ বিদ্রোহ দমন করেন। ইহার ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আর একটী বিদ্রোহ হয়। অবিরত পাঁচ বৎসর যুদ্ধের পর মিসরীয়েরা কিছু কাল স্বাধীন থাকে। সেই সময়ে 'আমিটিয়স' নামে এক ব্যক্তি তাহাদিগের রাজা হইয়াছিলেন। 'আমিটিয়সের' মৃত্যুর পর পারসীকেরা পুনর্ব্বার মিসর জয় করে। পুনর্ব্বার দ্বিতীয় 'নেক্টানিবস' নামক মিসরের রাজা বিদ্রোহ উত্থাপন করেন। কিন্তু পারসীকেরা অতি মহৎ উদ্যম করিয়া ঐ বিদ্রোহের দমন করিল, এবং ইতিপূর্ব্বে মিসরীয় রাজাবংশের প্রতি যেরূপ সদয়তা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগেরই হস্তে রাজ্য শাসনের ভার অর্পিত করিয়াছিল, এই বার আর তাহা করিল না। মিসররাজবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। এই অবধি 'আলেকজাণ্ডরের' আগমন পর্য্যন্ত মিসরে আর বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর সেনাপতিরা তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া লয়। মিসর দেশ 'টল-মিসোটর' নামক এক জন বিচক্ষণ সেনাপতির ভাগধেয় হইয়াছিল। ইনি অপরাপর সেনানীগণের ন্যায় নিরন্তর পরস্পর যুদ্ধে বলহানি করিয়া কেবল আপন রাজ্যের রক্ষা ও উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি 'আলেক-জান্দ্রিয়া' নগরে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া ঐ প্রদেশে একটী রত্নাকর এবং পুস্তকালয় প্রস্তুত করেন, এবং অতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও কবিগণকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে তথায় বাস করান। ইহাঁর পুত্র 'টলমী ফিলাডেল্‌ফস্‌' ও তৎপুত্র 'টলমী যুর্জেটীস্‌' উভয়েই ইহাঁর অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও দেশীয় জন-গণের বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে সমূহ যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা যুদ্ধেও ন্যূন ছিলেন না। সিরিয়া, সাইরিণী, ফিনিকিয়া প্রভৃতি তাবদ্দেশ ইহাঁদিগের অধিকার সম্ভুক্ত হইয়াছিল, এবং 'যুর্জেটীসের' সৈন্যগণ এক সময়ে বাক্‌ট্রিয়া পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিল।

বস্তুতঃ টলমী বংশীয় এই তিন রাজা বিবিধ সদ্গুণা-লঙ্কৃত ছিলেন, এবং যদি প্রাচীন মিসরীয়েরা নিতান্ত কুসংস্কারাবিষ্ট এবং একান্ত বৈদেশিকদ্বেষ্টা না হইত, বোধ হয়, তাহা হইলে উহারা গ্রীকদিগের স্থানে নানা সদ্বিদ্যার আলোচনা করিয়া পুনর্ব্বার সুসভ্য এবং পরাক্রান্ত হইতে পারিত। কিন্তু তাৎকালিক মিসরী-

য়েরা নানা দোষে দূষিত হইয়াছিল। উহারা পূর্ব্বকালগত মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া এমনি গর্ব্বিত হইয়াছিল যে, গ্রীকদিগের স্থানে কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে চাহিত না। যখন প্রজা সমুদায় বিদ্যোপার্জ্জনে পরাঙ্মুখ, তখন রাজা একাকী কি করিতে পারেন? ক্রমে ক্রমে রাজাও দেখিলেন যে, মিসরীয়দিগের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। সুতরাং তাঁহারা প্রথমে যেরূপ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা পরিহার করিয়া যাহাতে আপনারা নানা উপভোগ সুখে কালযাপন করিতে পারেন, তাহারই পথ দেখিতে লাগিলেন।

ফলতঃ প্রথম তিন জন 'টলমীর' পর ঐ বংশীয় অপর যে সকল রাজা মিসরে রাজ্য করেন, তাঁহারা অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য, জঘন্য এবং অতীব ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছিলেন। চতুর্থ টলমীর নাম 'ফিলপেটর' ইনি না করিয়াছিলেন এমন দুষ্কর্ম্মই নাই। ইহাঁর পুত্র 'এপিফেনিস্' অতি বালক কালেই রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। সিরিয়া এবং মাসিডোনিয়ার রাজারা মিলিত হইয়া ইহাঁর রাজ্যাপহরণের উপক্রম করে। তাহাতে ইহাঁর মন্ত্রিগণ রোমীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রোমীয়েরা ইহাঁর রাজ্য রক্ষা করেন, এবং সিরিয়া রাজকুমারী 'ক্লিওপাট্রার' সহিত ইহাঁর বিবাহ দিয়া সন্ধি বন্ধন করিয়া দেন। পরে ইহাঁর পুত্র 'ফিলোমিটর'

রাজাসন প্রাপ্ত হয়েন। যত দিন ইহাঁর মাতা 'ক্লিও-পাট্রা' জীবিতা ছিলেন, তাবৎ রাজ্যশাসনের এক প্রকার শৃখলা ছিল। কিন্তু ঐ বুদ্ধিমতী স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আর অত্যাচারের পরিসীমা রহিল না। রোমীয়েরা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইল, এবং পরবর্ত্তী 'টলমিগণ নিতান্ত মূর্খ ও দুষ্টপ্রকৃতিক হইলেন। সুতাং 'টলমী' বংশীয় সর্ব্বশেষ মহিষী 'ক্লিওপাট্রা' আত্মহত্যা করিলে পর রাজ্যটী খৃষ্টের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রোমীয়দিগের হস্তগত হইয়া গেল।

রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হওয়া অবধি মিসর দেশের আর স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। রোমীয়েরা ইহার এমত শাসন করিতে লাগিল যে,প্রজাব্যূহ এক বারও বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারিল না। যখন রোম রাজ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, মিসরীয়েরাও সেই সময়ে খৃষ্টান হইল, এবং যখন রোম সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইল, তখন মিসরীয়েরাও আরবদিগের অধীনতা স্বীকার করিল।

চতুর্থ প্রকরণ।

য়িহুদীদিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[পালেষ্টীন দেশের প্রকৃতি।]

পুরাবৃত্তে য়িহুদী জাতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের ইতিহাস প্রাচীন হইয়াও নিতান্ত অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ নহে! বিশেষতঃ ইহারা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং পৃথিবীর সকল দেশে বিকীর্ণ হইয়াও সর্ব্বত্র আপনাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম, ভাষা, রীতি, ব্যবহার প্রচলিত রাখিয়াছে। সুতরাং এই জাতির ইতিহাস পাঠে বিশেষ কৌতূহল জন্মে।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলে 'পালেষ্টীন' নামে একটী ক্ষুদ্র দেশ আছে। উহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে শত ক্রোশ পরিমিত এবং পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তার ২৫ ক্রোশের অনধিক। এই দেশ পর্ব্বতময়। পর্ব্বততলী সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীগণ প্রবাহিত হওয়াতে তৎসমুদয় স্থান উর্ব্বর হইয়া আছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে ঐ সকল স্থান যেমন উর্ব্বরা ছিল, এক্ষণে আর তেমন নাই। বোধ হয়, কৃষিকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা হওয়াতেই এইরূপ হইয়া থাকিবে।

এই দেশে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রণেতা যিশুখৃষ্টের জন্ম হয়। অতএব খৃষ্টানেরা ইহার অনেক স্থানকে পবিত্র পুণ্যতীর্থ-স্বরূপ জ্ঞান করেন। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীরাও পালে-ষ্টীনের অনেক স্থানকে তীর্থস্বরূপে মান্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ 'রোমান কাথলিক' সম্প্রদায়ের খৃষ্টানেরা পালেষ্টীনের প্রধান নদী 'জর্ডানের' জলের এমত পাবন শক্তি জ্ঞান করেন যে, প্রতিবর্ষে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ইউরোপের নানা দেশ হইতে যাইয়া তথায় স্নান দান করিয়া আইসেন। পালেষ্টীনের প্রধান নগর 'য়িরূসা-লেম, ও অতি বিখ্যাত পুণ্যধাম। যাত্রিকেরা তথাকার প্রসিদ্ধ মঠ এবং সমাধি-স্থান সকল সন্দর্শনাভিলাষে নানা দেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

তীর্থস্থান মাত্রেই নানাপ্রকার কৃত্রিম অদ্ভুত ব্যা-পার সমস্ত অবস্থাপিত হইয়া থাকে। পালেষ্টীনেও সেইরূপ চাতুর্য্যের অসদ্ভাব নাই। একটী স্থান আছে, তথাকার মৃত্তিকা, খড়িসংযোগে কিঞ্চিৎ শুভ্রবর্ণ দেখায়। কিন্তু রোমান কাথলিক যাজকেরা বলেন যে, য়িশুখৃষ্টের মাতা 'মেরিয়াম কুমারী' এক দিন য়িশুকে স্তন্যপান করাইবার সময়ে তাঁহার দুগ্ধ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, সেই দুগ্ধসংযোগেই ঐ মৃত্তিকা অদ্যাপি শুভ্রবর্ণ হইয়া আছে। উহাঁরা আরও বলেন যে, ঐ মৃত্তিকার এমত গুণ যে. স্বল্প দুগ্ধবতী প্রসূতিরা তাহা ধৌত করিয়া পান করিলে অচিরাৎ বহুদুগ্ধবতী, হইতে পারেন।

তথায় আর একটী গণ্ডশৈল আছে, যাজকেরা কহেন যে, ঐ স্থানের উপলখণ্ড সমুদায় স্বভাবতঃ আঙ্গুর, পেস্তা, দাড়িম্বাদি সুখাদ্য ফলের আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই বলিয়া তাঁহারা যাত্রীদিগের স্থানে পাতরের নুড়ি বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পালেষ্টীন দেশটী সমুদায়ই তীর্থস্থান। তথাকার পদে পদে এইরূপ আশ্চর্য্য দর্শন, এবং অতি অদ্ভুত কথা সকল শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়।

এই দেশের প্রকৃত আশ্চর্য্যদর্শনের মধ্যে 'মরুসাগর' সর্ব্বাগ্রেই বর্ণনীয়। এই সাগর তৈলাক্ত জলে পরিপূর্ণ। উহাতে মৎস্যাদি কোন জলজন্তু বাস করিতে পারে না, এবং উহার চতুর্দ্দিক্ জনশূন্য মরুভূমি—কোথাও একটী তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মরুসাগরে 'জর্ডান' নদীর জল পড়ে এবং ঐ সাগরের সহিত মহাসমুদ্রের কোন প্রকাশ্য সংযোগ নাই, অথচ ঐ সাগর কদাপি জলে পূর্ণ হইয়া উঠে না। ইহাতে কোন কোন ভূগোলবেত্তা অনুমান করেন যে, মরুসাগরের সহিত কোন প্রকারে পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়া মহাসমুদ্রের সংযোগ অবশ্যই আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[য়িহুদীয়েরা পালেষ্টীন জয় করে।]

কথিত আছে যে, নোয়ার মধ্যম পুত্র সেমের বংশে 'ইব্রাহিম' নামে কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন।

ইব্রাহিমের জন্মভূমি কাল্ডিয়া দেশ। কাল্ডিয়ার লোক সকল সেই সময়ে পৌত্তলিক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া সদসদ্‌জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়াছিল। ইব্রাহিম তাহাদিগের মতের দোষোদ্ঘোষণ করত জনসমূহকে ব্রহ্মবাদ এবং প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রণালী শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে লোক সকল তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তজ্জন্য মহাত্মা ইব্রাহিম নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করত পালেষ্টীন দেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে 'আইজাক' নামে তাঁহার পুত্র ঐ পালেষ্টীনেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু আইজাকের পুত্র 'য়াকব্‌' একদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পালেষ্টীন পরিত্যাগ করিয়া মিসর দেশে যাইয়া বাস করেন। যাকবের দ্বাদশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ 'যোসেফ' মিসর রাজ্যের মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়া নিজ অসাধারণ বুদ্ধিবলে রাজ্যের সমূহ উপকার এবং সোদরবর্গেরও ভাবি উন্নতির উপায় সাধন করিয়া যান।

য়াকবের দ্বাদশ পুত্র হইতে য়িহুদী জাতির দ্বাদশ গোত্র উৎপন্ন হয়। উহারা বহু কাল মহাসুখে মিসরে নিবাস করে। পরে মিসরীয়েরা উহাদিগের প্রাবল্য দর্শনে মৎসরভাবাপন্ন হইয়া উহাদিগকে বিবিধ প্রকারে পীড়া দিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে 'মুসা' নামে কোন মহানুভাব ব্যক্তি য়িহুদীদিগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বজাতীয় জনসমূহকে মিসরীয়দিগের হস্ত

হইতে পরিত্রাণ করিবার উপায় করেন। তিনি সমুদায় য়িহুদীগণকে সমভিব্যাবহারে করিয়া বর্ত্তমান 'কাইরো' নামক স্থানের নিকট যাত্রা করেন, এবং উহার দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক্‌স্থ 'গোসেন' নামক প্রদেশে উত্তীর্ণ হইয়া 'সুয়েজ' উপসাগর পার হইয়া আরবের এক স্থানে উত্তীর্ণ হন। ঐ প্রদেশ পর্ব্বতময় এবং ভয়ঙ্কর মরুভূমি-দ্বারা আকীর্ণ। য়িহুদীরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ভয়-ঙ্কর স্থানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পরি-শেষে যখন উহারা প্রায় সকলেই কালবশে লোকান্তর গমন করিল, এবং উহাদিগের সন্ততিগণ পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অতীব সাহসিক এবং বিক্রমশালী হইয়া উঠিল, তখন মুসা উহাদিগকে উত্তরাভিমুখে লইয়া গিয়া পালেষ্টীন দেশ দর্শন করাইলেন, এবং ঐ দেশ জয় করিবার আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

মুসার মৃত্যু হইলে পর 'জসুয়া' নামক এক জন যুদ্ধবীর য়িহুদীদিগের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শাসনকালে য়িহুদীরা পালেষ্টীন দেশের অনেক ভাগ জয় করে। ক্রমে ক্রমে উহারা তদ্দেশাধিবাসী 'কানা-নের' সন্তানগণকে বিনষ্ট, নির্ব্বাসিত বা দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া আপনারা সমুদায় দেশ অধিকার করে।

সমুদায় দেশ অধিকৃত হইলে য়িহুদীরা যেমন আপ-নারা দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত ছিল, তেমনি সমুদায় দেশ-

টীকেও দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করিয়া লইল। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, 'লেভির' বংশসম্ভূত যাজকসমূহ আপনাদিগের নিমিত্ত কোন স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড লইল না। তাহারা সমুদায় দেশের উৎপাদিত শস্যের দশাংশ প্রাপ্ত হইবে, এরূপ অবধারিত হইল। আর য়োসেফের দুই সন্তান হইতে যে দুই গোত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা উভয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভূমি প্রাপ্ত হইল; অপরন্তু ঐ দ্বাদশ ভাগ সমান হয় নাই। যে গোত্রে যত গুলি মনুষ্য ছিল, সেই গোত্রে তত অধিক বা অল্প ভূমিসম্পত্তি প্রদত্ত হইল। খৃষ্টের ১৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে য়িহুদীরা পালেষ্টীনে বাস করে, এবং তথন উহাদিগের লোকসংখ্যা ৬,০১,৭৩০ জন ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

[য়িহুদীরা প্রবল হইয়া ক্রমশঃ পুনর্ব্বার হীনবল হয়।]

য়িহুদীরা পালেষ্টীন জয় করিয়া প্রথমে এক প্রকার কুলতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করে। উহাদিগের বার গোত্রে বার জন বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। তাঁহারা স্ব স্ব গোত্রের সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যুদ্ধকালে তাঁহারা সেনাপতি হইয়া স্ব স্ব গোত্রের লোক সকলকে লইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইতেন, আর শান্তির সময়ে তাঁহারা নিজ নিজ গোত্রীয়দিগের ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি যাবতীয় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু

কোন সাধারণ বিপদ উপস্থিত হইলে ঐ দ্বাদশ গোত্রের লোক একত্র মিলিত হইয়া এক জন প্রধান সেনাপতিকে নিযুক্ত করিত। তিনি সাধারণের প্রয়োজনীয় কার্য্য সমস্ত নির্ব্বাহ করিতেন।

পরন্তু উক্ত বিচারপতিগণ স্ব স্ব গোত্রে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিতেন, এমত নহে। লেভিবংশসম্ভূত যাজকমণ্ডলীর মত লইয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইত। য়িহুদীদিগের এমন বিশ্বাস ছিল যে, ঐ যাজকেরা স্বয়ং জগদীশ্বরকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিচারপতিগণকে পরামর্শ প্রদান করেন। সুতরাং জনসাধারণের ঐরূপ বিশ্বাস থাকাতে পালেষ্টীনে যাজকমণ্ডলীর অসীম শক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব এই কালে য়িহুদীদিগের শাসন-প্রণালীকে যাজকতন্ত্রতা বলিলেও বলা যায়।

এইরূপ শাসন-প্রণালী ৩০০ বৎসর প্রচলিত থাকে; তন্মধ্যে য়িহুদীরা অনেক শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করে, এবং চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুসমূহকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিয়া দিন দিন প্রভূত সম্পত্তিশালী এবং বিলক্ষণ সভ্য হইয়া উঠে। পরে তাহাদিগের শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। 'সল্' নামে এক ব্যক্তি সমুদায় পালেষ্টীনের রাজা হইলেন। তাঁহার পর, 'দাউদ' রাজা হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ শত্রু সমুদায়কে জয় করত য়িহুদী নামের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। দাউদের পুত্র জগদ্বিখ্যাত

'সলিমান' ভূপতির রাজ্যকালে পালেষ্টীনের সমৃদ্ধির একশেষ হইল। য়িহুদীরা যেমন কৃষিকার্য্যে এবং যুদ্ধে নিপুণ হইয়াছিল, তেমন বাণিজ্যেও আপনাদিগের প্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ফিনিকীয়দিগের সহায়তায় নানাপ্রকার শিল্প কার্য্যেও মতিমান হইয়া উঠিল।

'সলিমান' রাজার মৃত্যুহইলেপর রাজ্যটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। তন্মধ্যে যে ভাগ উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল, তাহার নাম 'বস্রাইল্' হইল। আর দক্ষিণ দিকস্থ রাজ্যভাগ 'য়িহুদা' নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই দুই ভাগের রাজারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে অপর জাতীয় লোককর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্য্য এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। পরে খৃষ্টের ৭২২ বৎসর পূর্ব্বে 'নিনেবা' নামক বিখ্যাত নগরের রাজা ইসরাইল-রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং তত্রস্থ লোক সকলকে রণবন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। ঐ বন্দীকৃত দুর্ভাগ্যদিগের অন্তিম দশা যে কি হইল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

য়িহুদা রাজ্য ইহার পরেও কিছুকাল স্বাধীন অবস্থায় ছিল। পরে খৃষ্টের ৫৮৮ বৎসর পূর্ব্বে বেবিলন নগরীর রাজা নেবুকডনেসর য়িহুদা আক্রমণকরিলেন, রাজধানী য়িরুসালেম নগর বিনষ্ট করিলেন, এবং বহু সহস্র লোককে রণবন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। এই ঘটনার

৫০ বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টের ৫৩৮ বৎসর পূর্ব্বে, যখন পারস্য দেশের দিগ্‌জেতা মহীপাল 'সাইরস্' বেবিলন্ নগর জয় করিলেন, তখন তিনি য়িহুদীদিগকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেন। উহারা তাঁহার অনুমত্যনুসারে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার য়িরুসালেম নগর নির্ম্মাণ করে। পালেষ্টীন দেশ তদবধি পারস্য রাজাদিগের অধীন হইয়া থাকে। পরে আলেক্‌জাণ্ডর পারস্য জয় করিলে তৎসহ পালেষ্টীন দেশও তাঁহার অধীন হয়। যখন গ্রীক জাতির প্রাদুর্ভাব শেষ হইল, এবং রোমীয়েরা প্রবল হইয়া উঠিল, তখন পালেষ্টীন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। যখন পালেষ্টীনে রোমীয়দিগের অধিকার, সেই সময়ে য়িশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণ হয়। য়িহুদীরাই তাঁহার প্রাণবধে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিল। ইহার পর য়িহুদীরা পুনঃ পুনঃ স্বাধীন হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করে। রোমীয়েরা তাহাতে একান্ত বিরক্ত হইয়া পরিশেষে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপেই দমন করিল, এবং একেবারে য়িহুদী জাতিকে স্বদেশ হইতে নির্ম্মূল করিয়া পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশে বিস্তৃত করিয়া দিল। য়িহুদীরা সেই অবধি আর কখন আপনাদিগের দেশে মিলিত হইতে পারে নাই। কিন্তু উহারা যে যেখানে থাকুক না কেন, সকলেই এমত প্রত্যাশা করে যে, জগদীশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার একত্র করিয়া স্বদেশে স্থান দান করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

[য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী এবং জাতীয় প্রকৃতি।]

য়িহুদীদিগের রাজ্যশাসন-প্রণালীর বিবরণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে উহাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। য়িহুদীদিগের প্রধান ধর্ম্ম ব্রহ্মবাদ। উহারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিত, এবং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অত্যন্ত দূষ্য বোধ করিত। য়িরুসালেম নগরে সলিমান-বিনির্ম্মিত প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে একটী বেদীর উপর একটী দেব-দূতের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, এবং তদুভয়ের মধ্যে যে শূন্য স্থান ছিল, তথায় জগদীশ্বর স্বয়ং আবির্ভূত থাকিতেন। যাজকেরা কোন বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বর সেই স্থান হইতে তাহার প্রত্যুত্তর করিতেন, এবং অন্যান্য বিবিধ অদ্ভুত ব্যাপার সমস্তও সেই স্থানে সংঘটিত হইত।

য়িহুদীরা ঈশ্বরকে 'যেহোভা' নামধেয় করিয়াছিল। যাহারা যেহোভার উপাসনা না করিয়া অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিত, তাহারা উহাদিগের মতে ম্লেচ্ছ বলিয়া গণ্য হইত। অগ্নিতে হোম ও পশূপহার প্রদান করাই ঐ উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। কিন্তু সকল পশুর মাংস শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। য়িহুদীরা শূকরমাংসকে অত্যন্ত অপবিত্র জ্ঞান করিত। বাল্যকালে ত্বক্‌চ্ছেদ করা য়িহুদীদিগের প্রধান সংস্কার ছিল।

য়িহুদীরা মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী নানাজাতীয় লোকের অনুকৃতিপরবশ হইয়া কখন কখন অন্যান্য দেব দেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্মপুস্তকে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে যে, যখন্ তাহারা এইরূপ করিয়াছে, তখনই শত্রুর নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে, ও অন্যান্য প্রকারেও বিস্তর দুঃখ হইয়াছে।

য়িহুদীদিগের মনে মনে এইরূপ পরকীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়তর বিদ্বেষ থাকাতে উহারা কখনই অন্য জাতীয় লোকদিগের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই। উহারা যেমন সকল ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করিত, অন্য সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বীরাও সেইরূপ উহাদিগের প্রতি দ্বেষ করিত। সুতরাং য়িহুদী জাতিটী প্রথমাবধি আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীর অপর সকল লোকের ঘৃণা এবং অবজ্ঞার পাত্র হইয়া আছে।

য়িহুদীদিগের ধর্ম্মপুস্তকের নাম 'বাইবল্'। ইহার সমুদায় অংশ কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক, অথবা কোন এক সময়ে বিরচিত নহে। য়িহুদীজাতির ইতিহাস দেখাই ইহার কোন কোন ভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হয়, আর কোন কোন অংশে তজ্জাতীয়দিগের আচার-ব্যবহারাদির নিয়মনির্দ্দেশও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ইহার কোন কোন খণ্ড অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা সমষ্টে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। এই পুস্তকের কোন্ অংশ

কাহা কর্ত্তৃক কোন্ সময়ে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা সমুদায় সবিশেষ নির্ণীত হয় নাই। এই মাত্র বক্তব্য যে, ইহার কোন কোন ভাগ খৃষ্টের অন্যূন তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হয়, আর কোন কোন অংশ খৃষ্টের তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া খৃষ্টানদিগের 'নূতন বাইবল্' এবং মুসলমানদিগের 'কোরাণ' প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানেরা য়িহুদী বাইবলের মতানুযায়ী অনেক আচার ব্যবহারও গ্রহণ করিয়াছেন। খৃষ্টানেরা প্রায়ই ঐ সকল আচারগত নিয়ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, য়িহুদীরা এই জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়া মানবসাধারণের কি উপকার করিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্যই উত্তর করা যাইতে পারে যে, উহারাই ইউরোপ প্রভৃতি পৃথিবীর পশ্চিমাঞ্চলে একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তিত করে। ঐ সকল দেশের পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কদাপি ঐ ধর্ম্ম প্রবল হইতে পারে নাই; অর্থাৎ পূর্ব্বে উহা জাতীয় ধর্ম্ম ছিল না, য়িহুদীরাই ব্রহ্মবাদকে জাতীয় ধর্ম্ম করিয়া যায়।

পঞ্চম প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[ফিনিকিয়া দেশ এবং ফিনিকীয় লোকের প্রকৃতি ।]

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলে, ফিনিকিয়া দেশ ছিল। এক্ষণে ঐ স্থান তুরুস্করাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। এই দেশ অতি ক্ষুদ্র। দক্ষিণে 'টাইয়র' নগরী হইতে উত্তরে 'আরাডস্' নগর পর্য্যন্ত উহা দৈর্ঘ্যে ৬০ ক্রোশ পরিমিত এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্ব্বে 'লিবানস্' পর্ব্বত পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার ১০ ক্রোশের অনধিক ছিল। এই দেশের জল বায়ু অতি উত্তম, ভূমিও সাতিশয় উর্ব্বরা। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী লিবানস্ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া ইহার ভিতর দিয়া যায়। সময়ে সময়ে তাহাদিগের জল বৃদ্ধি হইয়া উভয় কূল প্লাবিত করে। তন্মধ্যে 'আডোনিস্' নামক নদী সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ।

ফিনিকিয়ার প্রান্তবর্ত্তী সমুদ্রভাগে একপ্রকার মৎস্য জন্মিত। সেই মৎস্য হইতে প্রাচীন ফিনিকীয় লোকেরা অতি সুন্দর লাল রং প্রস্তুত করিত। এক্ষণে হয় ত, সেই মৎস্য আর জন্মে না, অথবা কেহই তাহার তাদৃশ গুণ অবগত নহে। ফলতঃ প্রাচীন ফিনিকীয়দিগের ন্যায়

এক্ষণে কোথাও তাদৃশ লাল রং প্রস্তুত করিতে পারে না। ফিনিকিয়ার সমুদ্রকূলের বালুকা হইতেও অতি উত্তম কাচ প্রস্তুত হইত। লিবানস্ পর্ব্বতের খনি হইতে তাম্র এবং লৌহও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আর দেবদারু জাতীয় সরল শাল প্রভৃতি অনেক প্রকার উত্তমোত্তম কাষ্ঠও ঐ পর্ব্বতে জন্মে। পূর্ব্বোক্ত স্রোতস্বতী-যোগে অতি অল্প পরিশ্রমেই ঐ সকল কাষ্ঠ সমুদ্রতীরে উপনীত করা যায়, এবং তথায় পোতাশ্রয় সকল এমত প্রশস্ত ও সামুদ্রিক উৎপাতশূন্য যে, তাহাতে অব্যাঘাতে অর্ণবযান নির্ম্মিত ও সুরক্ষিত হইতে পারে। এই সকল কারণে প্রাচীন ফিনিকীয়েরা সর্ব্বত্রই বণিক্‌বৃত্তির সোপান অবলম্বন করিয়াছিল।

বিশেষতঃ তাহাদিগের দেশ তাৎকালিক সমুদায় সুসভ্য জনপদকর্ত্তৃক পরিবৃত ছিল। পূর্ব্বদিকে সাই-রিয়া, বেবিলন্, পারস্য; দক্ষিণ ভাগে জুডিয়া এবং মিসর; উত্তরে ফ্রাইজিয়া, লিডিয়া এবং গ্রীস, আর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের দুই দিকে পৃথিবীর দুই খণ্ড। অতএব স্থলপথে পূর্ব্ব অঞ্চলের দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া জল-পথে যতদূর ইচ্ছা, সেই সকল দ্রব্য লইয়া যাইবার নিমিত্ত ফিনিকীয়দিগের বিলক্ষণ সুবিধা ছিল। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে ফিনিকিয়াই পৃথিবীর পূর্ব্ব এবং পশ্চি-মাঞ্চলের বাণিজ্যের দ্বারস্বরূপ হইয়াছিল। প্রাচীন ফিনিকীয় লোক সকল ককেসীয়বর্ণসম্ভুক্ত সেমেটিক

জাতীয় ছিল। অতএব বুদ্ধি, বিদ্যা, অধ্যবসায় প্রভৃতি কোন গুণেই অন্য কোন জাতি অপেক্ষা তাহারা হীন ছিল না। বর্ত্তমান য়িহুদী এবং প্রাচীন ফিনিকীয় উভয়েই প্রায় এক প্রকার লোক। উহাদিগের ভাষা এক জাতীয়, লিপিও এক প্রকার, এবং আকারও সমান ছিল।

ফিনিকীয়েরা অধিকাংশই বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর সমস্তে আসিয়া বাস করিত। তদিতর স্থানে অতি অল্প লোকের বাস ছিল। ফিনিকীয়ার প্রধান নগর ছয়টী; যথা আরাডস্, ট্রিপলিস, বাইব্রস, বেরাইটস, সাইডন্ এবং টাইয়র্। তন্মধ্যে টাইয়র নগর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল নগরের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল ট্রিপলিস্ এবং বেরাইটস বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বকালে যে টাইয়র নগরীর গৌরবের ইয়ত্তা ছিল না, যাহাকে কবিগণ স্থবর্ণময়ী বলিয়া বর্ণন করিতেন, যাহার এক একজন বণিক্ অপরাপর দেশীয় রাজাদিগের অপেক্ষাও প্রভূত সম্পত্তিশালী ছিল, এক্ষণে সেই টাইয়রের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। তথায় এক্ষণে যে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র আছে, তাহার অধিকাংশ লোকেই জালজীবী—তাহারা আপনাদিগের বাসস্থানকে 'সুর' বলে।

নব্য পর্য্যটকেরা ফিনিকিয়ার প্রাচীন নগর সমস্তের

প্রধ্বস্তাবশেষ দেখিয়া বলেন যে, ইতিহাসে এই দেশের যে প্রকার গৌরব প্রকাশিত আছে, তাহার কিছুই অত্যুক্তি নহে, সমুদায়ই স্বরূপ বর্ণন।

পরন্তু ফিনিকীয়দিগের এই সকল কীর্ত্তির অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও ক্রমে ক্রমে যাইতেছে। কিন্তু তাহারা বুদ্ধিবলে যে কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছে, তাহা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে। ফিনিকীয়েরাই ইউরোপে বর্ণ-লিপি-জ্ঞান প্রচারিত করে, তাহারাই প্রথমে মুদ্রার ব্যবহার শিক্ষা করায়, উহাদিগের দ্বারাই পরিমাণ-নিয়ম প্রকাশিত হয়, এবং উহারাই নানা দেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়া চতুর্দ্দিকে বণিক্ বৃত্তির বীজ বপন করে। প্রাচীন ফিনিকীয় জাতি, মনুষ্য-সমাজের এইরূপ উপকার করিয়া গিয়াছে বলিয়াই সকলে তাহাদিগের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে অদ্যাপি সমুৎসুক হইতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[ফিনিকীয়দিগের রাজ্য-শাসন এবং ধর্ম্মপ্রণালী।

ফিনিকীয় জাতির রাজ্যশাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা সবিশেষ জানা যায় নাই। এই মাত্র অবগতি আছে যে, প্রথমে ঐ দেশের নগরে নগরে এক এক জন কর্ত্তৃত্ব করিতেন, পরে টাইয়র নগরী অন্য সর্ব্বাপেক্ষা

প্রবলতর হইয়া উহাদিগের সকলকেই আপনার অধীন করিয়াছিল। কিন্তু টাইয়রের প্রাধান্যের পরেই হউক, কি পূর্ব্বেই হউক, ফিনিকিয়াতে কখন কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্তৃত্ব করিতে পারেন নাই। শাসন-কর্তৃগণ সর্ব্বকাল আঢ্য প্রজামণ্ডলীর মতানুবর্ত্তী হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত আছে যে,কোন সময়ে ফিনিকীয়েরা আপনাদিগের শাসন-কর্তৃগণের রাজোপাধি রহিত করিয়া উহাদিগকে 'সফেতী' অর্থাৎ 'প্রধান শান্তি-রক্ষক অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহাতেই বোধ হয় যে, এসিয়া খণ্ডের অপরাপর দেশে যে প্রকার রাজ-তন্ত্রতা চির-প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, বণিক্‌বৃত্তি-পরায়ণ ফিনিকীয়দিগের মধ্যে সেরূপ হইতে পারে নাই।

পরন্তু রাজ্য-শাসন-প্রণালী এমত উৎকৃষ্ট হইলেও প্রাচীন ফিনিকীয়দিগের ধর্ম্মপ্রথা যে প্রকার বর্ণিত আছে, তাহা তাদৃশ উত্তম বলিয়া বোধ হয় না। উহা-দিগের মধ্যে অনেক দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে 'বেল্‌সীমন্‌' 'আষ্টার্টি' এবং 'মেলিকর্টস' এই তিনটী দেবতাই প্রধান। বেল্‌সীমন শব্দের অর্থ স্বর্গাধিপতি, অর্থাৎ সূর্য্য। আমাদিগের সন্ধ্যাবন্দন কালে সূর্য্যোপস্থানের প্রথা যেরূপ, বেলসীমনের উপা-সনাও অবিকল সেই রূপে নির্ব্বাহিত হইত। এই বেল-

সীমনের আরও অনেক গুলি নাম ছিল, যথা—'থামজ্' 'আডোনিস' ইত্যাদি। আষ্টার্টি শব্দের অর্থ স্বর্গাধীশ্বরী। প্রাচীন জাতীয় অনেক লোকেই স্নিগ্ধ-রশ্মি-চন্দ্রকে স্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফিনিকীয়েরা চন্দ্রকেই আষ্টার্টি দেবী বলিয়া পূজা করিত। কিন্তু আষ্টার্টির অনেক রূপভেদ ছিল। যেমন আমাদিগের ভগবতীর নানারূপ, ফিনিকীয়দিগের আষ্টার্টিরও সেই প্রকার নানারূপ কল্পিত হইয়াছিল। প্রতি নূতন বৎসরের প্রথম দিনে অত্যন্ত সমারোহ পূর্ব্বক এই দেবীর পূজা হইত। কথিত আছে, সেই দিন স্ত্রীলোকেরা সকলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া ইহাঁর পূজা করিত। তন্মধ্যে যে স্ত্রী কেশমুণ্ডনে সম্মতা না হইত, তাহাকে বেশ্যাবৃত্তিদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া দেবীর পূজা করিতে হইত, তাহা না করিলে প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইত না।

ফিনিকীয়া দেশে আডোনিস্ নামে একটী নদী ছিল। বর্ষাকালে ঐ নদীর জল ঘোর রক্তবর্ণ হয়। তাহার কারণ, বিলানস্ পর্ব্বতে এক প্রকার গিরিমাটি আছে; বর্ষার জলে সেই মৃত্তিকা ধৌত হইয়া নদীতে পড়ে। কিন্তু ফিনিকীয়েরা ইহার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তাহারা বলিত যে, একদা বেলসীমন দেবের অবতারস্বরূপ পরম সুন্দর আডোনিস্ নামা কোন পুরুষকে সন্দর্শন করিয়া 'বীনস্' দেবী তাঁহার

রূপে একান্ত মোহিত হয়েন। বীনসের স্বামী 'মার্শ' দেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বনশূকরের মূর্ত্তি ধারণ করত ঐ আডোনিসকে নষ্ট করেন। আডোনিস্ মরিয়া যমলোকে গমন করিলে, তথাকার দেবী 'প্রসর্পান্' তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু আডোনিস মরিলেও বীনস্ তাঁহার প্রতি অনুরাগশূন্য হয়েন নাই। তিনিও আডোনিসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যমলোকে গমন করিলেন। তথায় প্রসর্পানের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ হইল। পরে উভয়ের সম্মতিক্রমে এই নির্দ্ধারিত হইল যে, আডোনিস ছয় মাস বীনসের সহবাস করিবেন, আর ছয় মাস প্রসর্পানের নিকট থাকিবেন। ফিনিসীয়েরা কহিত যে, বন্য বরাহের দন্তবিদ্ধ আডোনিসের শরীর হইতে যে শোণিত প্রসৃত হইয়াছিল, তাহাতেই নদী রক্তবর্ণ হয়। অতএব ঐ সময় তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার শোক সন্তাপ প্রকাশ করিত।

এই স্থলে পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এই পৌরাণিক বৃত্তান্তের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। আডোনিস অর্থে সূর্য্য, বীনস অর্থে উত্তরায়ণ এবং প্রসর্পান অর্থে দক্ষিণায়ন আর বন্য শূকর অর্থে হেমন্ত ঋতু। অতএব সূর্য্য হেমন্ত ঋতু কর্ত্তৃক দক্ষিণায়নে প্রেরিত হইয়া ছয় মাস প্রসর্পানের সহিত বাস করেন, আবার সেই ছয় মাস অতীত হইলে উত্তরায়ণ অর্থাৎ বীনস দেবীর সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন।

মেলিকর্টস্ দেবের উপাসনা এই সকল হইতেও অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। অর্ণবযান চড়ায় ঠেকিয়া বদ্ধ হইলে, কিম্বা প্রতিকূল বায়ু কর্তৃক বাণিজ্য কার্য্যের কোন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইলে অথবা অন্য কোন প্রকারে কোন দুর্দৈব ঘটিলে, ফিনিকীয়েরা এই দেবতার উদ্দেশে নরবলি প্রদান করিত। অন্যের কথা কি, পিতা মাতা স্বয়ং আপনাদের প্রিয়তম সন্তানদিগকে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মেলিকর্টস্ দেবের তুষ্টি সম্পাদনদ্বারা দুর্দৈব নিবারণের চেষ্টা পাইতেন।

ফলতঃ প্রাচীন ফিনিকীয়গণ জাতীয় ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই; তাহারা বাণিজ্য কার্য্যেই আপনাদিগের মন, প্রাণ, সমর্পণ করিয়া তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। উহারা স্থলপথে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত লোক প্রেরণ করিয়া এতদ্দেশীয় পণ্য সামগ্রী সমুদায় লইয়া যাইত, আর আপনারা জলপথে ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরে 'বৃটন'এবং কদাচিৎ বাল্টিক সাগর পর্য্যন্ত গমন করিত। স্পেইনের স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু সমস্ত—ইংলণ্ডের রঙ্গ—বাল্টিক সাগরের অম্বর—'সরকেসিয়ার' সুদৃশ্য দাস দাসীগণ—আর্ম্মেনিয়ার অশ্ব এবং অশ্বতর সমূহ—ভারতবর্ষের বস্ত্র, হস্তিদন্ত, আবলুস কাষ্ঠ—প্যালেষ্টাইনের শস্য, মধু, তৈল এবং গঁদ—সিরিয়ার উর্ণা এবং এইরূপ নানা দেশের নানাপ্রকার উপাদেয় দ্রব্য, ফিনিকীয়ায় প্রেরিত হইত।

ফলতঃ ফিনিকীয় জাতি ব্যতিরিক্ত প্রাচীন কালে আর কেহই এমত বিস্তীর্ণ বাণিজ্য-প্রণালী উন্মুক্ত করিতে পারে নাই। পাছে অন্য কেহ সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ শিখে, এই হেতু উহারা বিশেষ সতর্ক থাকিত। অন্য কোন লোকের অর্ণবযান তাহাদিগের জাহাজের সম-ভিব্যাহারী হইয়াছে দেখিলেই তাহারা যে প্রকারে পারুক, ছলে বলে ঐ জাহাজকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা পাইত। যদি কিছুতেই উহাকে সঙ্গ-ছাড়া করিতে না পারিত, তবে পরিশেষে আপনারা মৃত্যু স্বীকার করিয়াও বিপথে চলিয়া যাইত, অথবা আপনাদিগের জাহাজ ডুবাইয়া দিত, ইহাতে পরকীয় অর্ণবপোতও স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে না পারিয়া অকূল সমুদ্রমধ্যে বিনষ্ট হইত।

এইরূপে ভূমণ্ডলের তাৎকালিক সমুদায় বাণিজ্য কার্য্যই উহাদিগের হস্তগত হওয়াতে ফিনিকীয়েরা যে অর্ণব গমনে বিশিষ্ট নিপুণ হইবে, তাহার সন্দেহ কি? সেই সময়ে কোন দেশের রাজা যদি অর্ণবযান প্রস্তুত করিবার মনন করিতেন, তবে ফিনিকীয় কারুগণের দ্বারাই তৎকর্ম্ম সম্পন্ন কারইতেন। যদি সমুদ্রপথে কোন দূর দেশে যাইবার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলেও ফিনিকীয় নাবিকদিগের সহায়তা গ্রহণ না করিলে হইত না। নেকো নামা মিসুর দেশীয় মহীপাল আফ্রিকা খণ্ডের দক্ষিণ ভাগ কিরূপ ইহা জানিবার ইচ্ছা করিয়া

ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে কতকগুলি ফিনিকীয় নাবিক নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। উহারা লোহিত সাগরে অর্ণবযান আরোহণ করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ মুখে গমন করত উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া পুনর্ব্বার উত্তর মুখে আসিয়া জিব্রাল্টর-প্রণালী দ্বারা ভূমধ্য-সাগরে প্রবিষ্ট হয়, এবং এইরূপে মিসর দেশীয় নীল নদীর মুখে অর্ণবপোতে পুনরায় গমন করে। এই কর্ম্মে উহাদিগের পূর্ণ তিন বৎসর গত হইয়াছিল।

ফলতঃ ফিনিকীয়েরা যদিও অর্ণবগমনে প্রাচীন কালের সকল লোক অপেক্ষা অধিক পটু হইয়াছিল, তথাপি চুম্বক প্রস্তরের গুণ তাহাদিগের জানা ছিল না, এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যাতেও এক্ষণকার ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উহাদিগের জ্ঞান জন্মে নাই, বিশেষতঃ উহারা এক্ষণকার জাহাজের ন্যায় সুবৃহৎ তরি নির্ম্মাণ করিতে পারিত না, এই সকল কারণে উহারা কদাপি অকূল সমুদ্রের মধ্য দিয়া পোত চালন করিতে সাহস করিত না। যেখানে যাউক না কেন, ক্রমাগত কূলের নিকট দিয়াই যাইত। একবার কূল অদৃশ্য হইলে অমনি পথিভ্রান্ত হইয়া মারা পড়িত। এই হেতু উহাদিগের সমুদ্র বাণিজ্যে অত্যন্ত দীর্ঘকাল লাগিত।

পোত গমনে দীর্ঘকাল লাগিলেই একবারে অধিক খাদ্য সামগ্রী লইবার আবশ্যকতা হয়। কিন্তু তরী সকল ক্ষুদ্র হইলে তাহাতে একবারে অধিক পণ্যদ্রব্য ও

সমধিক খাদ্য সামগ্রী ধরিতে পারে না। ফিনিকীয়-দিগের উক্ত দুই দোষই ছিল; সুতরাং তাহাদিগের পথিমধ্যে অনেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করিতে হইয়া-ছিল। ঐ ঔপনিবেশিকেরাও অতি অল্পকাল মধ্যে স্ব স্ব অবস্থানের চতুর্দ্দিকে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া সাতিশয় প্রবল ও অর্থশালী হইয়াছিল। ফিনিকীয়দিগের উপ-নিবেশ নানা স্থানে সংস্থাপিত হয়; তন্মধ্যে আফ্রি-কাতে 'কার্থেজ' এবং 'উটিকা' আর স্পেইন দেশে 'কেডিজ' এই তিনটী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আবার এই সকল উপনিবেশ হইতেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ফিনিকিয়া অতিশয় ক্ষুদ্র দেশ, কিন্তু ইহাদের বাণিজ্য এবং উপনিবেশ-বিস্তার যে প্রকার এবং প্রজাগণ যেরূপ সম্পত্তিশালী এবং বিবিধ কারুকার্য্য ও গণিত জ্যোতি-ষাদি প্রয়োজনীয় বিদ্যায় যেরূপ নিপুণ হইয়াছিল, তৎসমুদায় বিবেচনা করিয়া ঐ দেশকে কোন বর্ত্তমান দেশের সহিত তুলনা করিতে হইলে, কেবল ইংলণ্ডের সহিতই তুলনা করা যায়। যেমন এক্ষণে আমরা কোন সুন্দর শিল্প দেখিলেই তাহাকে 'বিলাতী' বলিয়া অভি-হিত করি, সেইরূপ প্রাচীন কালের লোকেরাও কোন সুন্দর শিল্প দর্শনকরিলে তাহা সাইডোনীয়, অর্থাৎ সাইডন্-প্রস্তুত বলিয়া আদর করিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

[ফিনিকীয়দিগের আদিম পৌরাণিক বৃত্তান্ত।]

ফিনিকীয় জনগণ অতি পূর্ব্বকালাবধি আপনাদিগের বিবরণ সমস্ত লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে 'কাবিরি' নামক একটী পণ্ডিত বংশ ছিল। উঁহারা অতি যত্নপূর্ব্বক স্বদেশের প্রাচীন বৃত্তান্ত সমুদায় লিখিয়া রাখিত। কিন্তু তাহাদিগের সমুদায় লিপি একাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। তাহারই কিয়দংশ মাত্র 'সাঙ্কোনিয়োথো' নামক অতি প্রাচীন ফিনিকীয় পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সংগ্রহেরও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যৎকিঞ্চিন্মাত্র 'ফাইলো' নামক কোন গ্রীক জাতীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক গ্রীক্ ভাষায় অনুবাদিত হয়। ঐ গ্রীক পুস্তকের যতদূর ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহারই সারাংশ এই অধ্যায়ে সঙ্কলিত হইল।

সাঙ্কোনিয়োথো বলেন যে, পৃথিবী ও পশু পক্ষ্যাদি সমুদায়ের সৃষ্টি হইবার পর 'প্রোটোগোনস্' অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট, এবং 'ইয়ন্' অর্থাৎ জীবন নামা আদিম দুই নরনারীর সৃষ্টি হয়। বৃক্ষের ফল যে মনুষ্যের অদনীয়, তাহা ইয়নই প্রথম প্রকাশ করেন। ইহাঁদিগের 'জিনস' নামক এক পুত্র এবং 'জিনিয়া' নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ইহারা কোন সময়ে পিপাসার্ত্ত হইয়া বেলসীমন (সূর্য্য)

দেবের প্রতি হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিয়াছিল। বেল্‌সীমন্‌ তাহাদিগকে জলদান দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই জিনস্‌ এবং জিনিয়ার তিন সন্তান হয়। তাহাদিগের নাম ফস্‌ ('আলোক') প্লর্‌ (তাপ) এবং 'ফ্লক্স' (অগ্নিশিখা)। ইহারা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করণের উপায় প্রকাশ করে, এবং বায়ু ও অগ্নির পূজা আরম্ভ করে। কথিত আছে, ইহাদিগের সন্তান সকল অতি প্রকাণ্ডকায় হইয়াছিল। তাহাদের নামেই লাইবেনস্‌ প্রভৃতি পর্ব্বত সকলের নামকরণ হয়। এই সকল অসুরগণের সন্তানেরা সর্ব্ব প্রথমে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, পশুচর্ম্ম পরিধান করে, এবং ভেলায় অধিরোহণ করিয়া জলে ভাসমান হয়। ইহাদিগের ষষ্ঠ পুরুষে যাহারা জন্মে, তাহারা মৃগয়া এবং মৎস্য ধারণ করিতে শিখে। সপ্তম পুরুষীয় লোকেরা প্রথমে লৌহের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করে, এবং ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। অষ্টম পুরুষে টালি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। নবম পুরুষে ভূমিকর্ষণ আরম্ভ হয়। দশম পুরুষে পাশুপাল্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। একাদশ পুরুষে 'যুরেন্স' (আকাশ) নামক পুত্র এবং 'জি' (পৃথিবী) নাম্নী কন্যা জন্মে। ইহাদিগের সন্তান 'ক্রোনস্‌' (শনৈশ্চর) এবং আষ্টার্টি (চন্দ্র) ক্রোনসের আর তিনটী বৈমাত্রেয়ী ভগিনী ছিল, যথা; 'এমার্মীন' 'হোরা' এবং

'রীয়া' (অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট, সৌন্দর্য্য এবং বিশুদ্ধ-মতি) ইহাদিগের গর্ভে ক্রোনসের অনেক সন্ততি হয়। ক্রোনস্ আপনার যে সন্তানকে যে দেশে রাজ্যাভিষিক্ত করেন, তিনি সেই দেশের প্রধান দেবতা। ক্রোনসের প্রধান মন্ত্রীর নাম 'থথ্' ছিল। উনিও এক দেবতার আদেশানুসারে এই সকল গুহ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ এবং উক্ত দেবতা সমস্তের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন। ক্রোনস্ দেবের মূর্ত্তি এই প্রকার ছিল,—তাঁহার চারি চক্ষু, দুই সম্মুখে, দুই পশ্চাদ্ভাগে; তন্মধ্যে দুইটী উন্মীলিত, দুইটী নিমিলিত; তাঁহার পৃষ্ঠে চারি খানি পক্ষ, তন্মধ্যে দুইটীমাত্র বিস্তৃত, অপর দুইটী সঙ্কুচিত। ক্রোনসের মস্তকেও দুইটী পক্ষ ছিল।

সঙ্কোনিয়োথো বলেন, এইসকল কথার গূঢ় তাৎপর্য্য কোন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ জানিতেন। তাঁহার স্থানে সুবিজ্ঞ ফিনকীয় পণ্ডিতেরা শিক্ষা করেন; সেই সকল তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ হইবার নহে; স্ব স্ব আচার্য্য সন্নিধানে প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমুদায় অবগত হইয়া থাকেন। ফলতঃ যদিও ঐ সকল গূঢ় অর্থ জানিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু বিদ্যা-প্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত এই সকল বৃত্তান্তের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এবং ফিনিকীয়দিগের পৌরাণিক বিবরণ যে, অপরাপর লোকদিগের তুল্য, তাহাতেও সন্দেহ থাকে না। কতক প্রকৃত বিবরণ, কতক মতু-

পদেশমূলক উপাখ্যান এইরূপ নানাপ্রকার কথা একত্র সম্বদ্ধ হইয়া সর্ব্ব জাতিরই প্রাচীন বিবরণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ফিনিকীয়ার সর্ব্ব প্রথম রাজার নাম 'আজিনর'। তিনি মিসর হইতে এই দেশে আসিয়া সাউডন নগরী নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে যে, ক্রীট দ্বীপের 'যুপিটর' নামক রাজা, আজিনর্ ভূপতির 'ইউরোপা' নাম্নী পরমা সুন্দরী কন্যাকে হরণ করিয়া লয়েন। তাহাতে আজিনর্ আপন পুত্র 'কাডমস্‌কে' অনুমতি করেন, তুমি যাইয়া ইউরোপার উদ্ধার কর; যত দিন তাহাকে প্রত্যানয়ন করিতে না পারিবে, আমার নিকট আসিও না। কড্‌মস্ স্বীয় স্বসার উদ্ধারে আপনাকে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া কতকগুলি সহচর সমভিব্যাহারে স্বদেশ পরিত্যাগ করত গ্রীসের অন্তর্গত বিওসিয়া প্রদেশে যাইয়া একটী উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন। তাহার নির্ম্মিত নগরীর নাম কিছুকাল পরে 'থিব্‌স' হইল। গ্রীস দেশের ইতিহাসে এই নগর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই কড্‌মস্ যাইয়াই গ্রীসের অসভ্য লোক সকলকে কৃষিকর্ম্মের উপদেশ দেন এবং তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখান।

আজিনরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র 'ফিনিকস্' রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে লাল রং প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কৃত

করেন। বোধ হয়, তিনি অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকিবেন, যেহেতু সমুদায় দেশ তাঁহারই নামানুসারে 'ফিনিকিয়া' অভিহিত হইয়াছিল।

ফিনিকসের পর যে, কোন্ ব্যক্তি রাজ্যাধিকারী হইয়াছিল, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গ্রীক জাতীয় প্রধান কবি হোমর তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যখন গ্রীকেরা 'ট্রয়' নগর আক্রমণ করে, তখন সুবিখ্যাত ফিনিকীয় রাজা 'কালিস্' তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী রাজার বিবরণ গ্রীকদিগের গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহার সহিত এত অলীক গল্প মিশ্রিত আছে যে, উদ্ধৃত ভাগও সম্পূর্ণ সত্য বটে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে; এই হেতু উহা ফিনিকীয়দিগের পৌরাণিক বিবরণের সহিত একত্র নিবদ্ধ হইল। প্রামাণিক বিবরণ পর অধ্যায়ে কথিত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

[ফিনিকিয়ার রাজাদিগের পুরাবৃত্ত।]

কোন জাতীর পৌরাণিক বৃত্তান্ত এবং প্রাচীন প্রকৃত বৃত্তান্ত, এই উভয়ে তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে সকল দেশেরই পৌরাণিক বিবরণ স্পষ্ট এবং পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। পুরাণ কর্ত্তারা দেবানুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁহারা অনন্যসহায় হইয়াও অক্লেশে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় জানিতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত বিবরণ লিখেন, তাঁহাদিগকে প্রাচীন পুস্তক সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়—ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মতের ঐক্য করিতে হয়—জীর্ণ কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং পুরাতন মুদ্রাদি লইয়া অনেক অনুসন্ধান এবং অনেক বিচার করিতে হয়—এই সকল করিয়াও তাঁহারা বহু স্থলে অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকেন। কারণ বহু স্থলে প্রাচীন পুস্তকাদি কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না—প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য হইয়া উঠে না—আর কীর্ত্তিস্তম্ভাদিও সকল সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং তাঁহাদিগের লিখিত প্রকৃত বিবরণের অনেক স্থানই অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকে।

ফিনিকীয়দিগের পৌরাণিক বিবরণ, যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইল, থথ্ দেবের অনুগ্রহে তাহার সর্ব্ব স্থানই প্রায় সম্পূর্ণ রহিয়াছে, বলিলে বলা যায়। প্রথম নগরীর স্থাপনকর্ত্তার নাম ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের পুরুষানুক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ সকল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ ফিনিকীয়দিগের প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে অনুসন্ধান করিলে তদ্দেশীয় রাজাদিগের নাম ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে, নোয়ার প্রপৌত্র 'সাইডন' কর্ত্তৃক ফিনিকীয়ার সাইডন্ নগরী স্থাপিত হয়। এই ব্যাপার

খৃষ্টের ১৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে। কিন্তু ইহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত সাইডন্ নগরের আর কোন রাজার কোন বিবরণই নাই; একবারে শুনা যায় যে, খৃষ্টের ৪৮১ বৎসর পূর্ব্বে একজন সাইডোনীয় মহীপাল পারস্য সম্রাট্ জরক্সেসের সমভিব্যাহারে গ্রীস দেশে জৈত্র যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার পর আবার কিছু কাল সাইডনের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। খৃষ্টের ৩৫১ বৎসর পূর্ব্বে একজন সাইডোনীয় রাজা, পারস্য মহীপাল দরায়ুস্ অকসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন। ফলতঃ এইরূপ বিবরণ লিখিয়া কোন ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। কতকগুলি মৃত রাজার নাম মাত্র মুখস্থ করায় কি উপকার হইতে পারে? অতএব যে কয়েকটী প্রকৃত বিবরণ পাঠে সদুপদেশ বা তাৎকালিক ফিনিকীয়দিগের রীতি, চরিত্রের বিষয় বোধ হইবার সম্ভাবনা তাহাই সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

১০৪৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'হাইরাম' নামক এক রাজা টাইয়র নগরীতে রাজ্য করিতেন। ইনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সময়ে পালেষ্টীনের রাজা সলিমানও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। এই দুই রাজায় অত্যন্ত সম্প্রীতি হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে উভয়কে অতি কঠিন সমস্যা সকল পূরণ করিতে দিতেন। কথিত আছে, যিনি পূরণ করিতে না পারিতেন, তাঁহাকে অর্থ দণ্ড স্বীকার করিতে হইত।

ফলতঃ পূর্ব্বকালে বাক্‌কূট লইয়া যে বিশিষ্ট আমোদ করা হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। তখন হেঁয়ালীর অর্থ করাই পাণ্ডিত্যের প্রধান পরীক্ষা ছিল। সে যাহা হউক, এই দুই রাজার লিখিত দুইখানি পত্রিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেই পত্রিকা দৃষ্টে তাৎকালিক ফিনিকীয়দিগের শিল্প নৈপুণ্যের উত্তম প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ফিনিকীয় কারুগণের সাহায্যেই পালেষ্টীনের রাজা তাঁহার রাজধানী যিরুসালেম নগরে তত্রত্য জগদ্বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হাইরাম স্বদেশেও অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ এবং সাধারণের প্রয়োজনীয় জল-প্রণালী প্রভৃতি প্রস্তুত করেন।

৯৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'পিগ্মেলিয়ন' নামে এক ব্যক্তি টাইয়রের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীপতি, মেলিকার্টস দেবের পুরোহিত ছিলেন। তিনি পৌরো-হিত্য দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। রাজা সেই সমুদায় অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে ভগিনীপতিকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনী 'সাইডো' সেই সমুদায় অর্থ লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করত কার্থেজ নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় গিয়া বাস করিলেন। এই কার্থেজ নগরী পরে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল।

৭৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ইলুইলিয়স্' নামে একজন রাজা

টাইয়রে রাজ্য করিতেন। তৎকালে আসিরীয় মহীপাল বিক্রান্ত 'সলমানসর' ফিনিকিয়া দেশ আক্রমণ করেন। তিনি ষাইট খানি যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিয়া টাইয়রীয়-দিগের সহিত অর্ণব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্র যুদ্ধ-কুশল টাইয়রীয়গণ বার খানি মাত্র জাহাজ লইয়াই তাঁহাকে পরাভব করে। 'সলমানসর' তাহাতে ভীত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

৫৭২ পূঃ খৃষ্টাব্দে বেবিলনের রাজা 'নেবুকডনেসর' টাইয়র নগর আক্রমণ করেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অতি বিপুল ছিল। তথাপি টাইয়রীয় লোকেরা ত্রয়োদশ বর্ষ কাল ক্রমাগত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে। পরিশেষে তিনি ঐ টাইয়র নগরের বহির্ভাগে এক দিকে এমত সুবৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ প্রস্তুত করিলেন যে, তাহা নগরের প্রাচীর অপেক্ষাও উচ্চতর হইয়া উঠিল। ঐ মৃত্তিকা-স্তূপের উপরিভাগ হইতে তাঁহার সৈনিকেরা নগর মধ্যে অবিরত অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন টাইরীয়েরা আর নগর মধ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া আপনাদিগের অর্ণবযান যোগে পলায়ন করিয়া অনতিদূরে একটী দ্বীপ মধ্যে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিল। এই নগরীর নাম 'নবটাইয়র'। পরন্তু ঐ নবটাইয়রের লোকেরা নেবুকডনেসরের সমীপে অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিল,এবং সেই অবধি ফিনিকীয় দেশ আসিরিয়া

রাজ্যের অধীন হইয়াছিল। সুতরাং যখন পারসীকেরা বেবিলন সাম্রাজ্য জয় করিল, তখন তৎসহ ফিনিকিয়া দেশও তজ্জাতির অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু পারস্য ভূপালেরা চিরকাল ফিনিকীয়দিগের বিশিষ্ট গৌরব করিতেন। ফিনিকীয় কারুগণের দ্বারাই তাঁহাদিগের রণতরী সমস্ত প্রস্তুত হইত, এবং তজ্জাতীয় নাবিকেরাই সমুদ্রে ঐ সকল তরী বাহন করিত। পরন্তু আসিরীয় কি পারসীক উভয় জাতিরই রাজত্ব কালে ফিনিকীয় জাতীয় এক এক ব্যক্তিরই কর্তৃত্বাধীনে তদ্দেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। উক্ত দেশীয় সম্রাটেরা কখনই স্বজাতীয় কর্ম্মচারী দ্বারা ফিনিকীয়ার রাজকার্য্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করেন নাই।

৪৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ষ্ট্রেটো' নামা এক জন রাজা ফিনিকীয়ায় রাজ্য করিতেন। তিনি যেরূপে রাজা হন, তাহা কথিত হইতেছে। টাইয়র নগরের লোকেরা বাণিজ্য-কার্য্যদ্বারা প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়াছিল। ধন সম্পত্তি হইলে লোকের সুখাভিলাষ এবং শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা হইয়া থাকে। ফিনিকীয়েরা ক্রমে ক্রমে ক্লেশাসহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমের কর্ম্ম ক্রীত দাসগণের দ্বারাই নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাতে তাহাদিগের প্রধান নগরী টাইয়রের মধ্যে দাসসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, একদা ঐ দাসগণ একত্র পরামর্শ করিয়া এক রাত্রি

মধ্যেই সকল নাগরিকদিগকে বধ করিল, এবং স্ব স্ব গৃহস্বামিনীগণের পাণিগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব প্রভুর বাটীর কর্ত্তা হইয়া বসিল। দাসগণের মধ্যে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। অতএব তাহারা একজনও প্রকৃত নাগরিককে রক্ষা করে নাই। কেবল ষ্ট্রেটোর দাস আপন প্রভুর প্রাণরক্ষা করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত গোপন ভাবে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিল। দাসেরা এইরূপে সমুদায় নগরের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া আপনাদিগের মধ্যে কাহাকে রাজা করিবে এই চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহাদিগের এই মন্ত্রণাবধারণ হইল যে, আমরা সকলে রাত্রি দুই প্রহরের সময় আসিয়া নগরের পূর্ব্বভাগে যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে, সেই স্থানে মিলিত হইব, এবং পরদিবস প্রাতে সূর্য্যদেব যাহাকে সর্ব্বাগ্রে দর্শন দিবেন, তাহাকেই রাজা করিব। ষ্ট্রেটোর নিজ দাস প্রভুকে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করিলে তিনি বলিলেন, তুমি ঐ মাঠে যাইয়া পশ্চিমমুখ হইয়া নগরের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিও, সর্ব্বাগ্রে তোমারই সূর্য্যদর্শন হইবে। দাস তাহাই করিল, এবং পূর্ব্বদিকে সূর্য্য দর্শন না হইতে হইতেই টাইয়রের অভ্রচ্চ প্রাসাদ সকলে সূর্য্যরশ্মি আসিয়া লাগিয়াছে, ইহা সকলকে দেখাইল। তখন অন্য দাসগণ চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, এ ব্যক্তি কখনই আপনা হইতে এইরূপ সুবুদ্ধির কর্ম্ম করে নাই—ইহার উপদেষ্টা আর কেহ অবশ্যই আছে।

এই ভাবিয়া তাহারা ঐ দাসকে অনেক উপরোধ করিলে সে সমুদায় স্বীকার করিল। তখন দাসগণ বিবেচনা করিল, যিনি এমত সমূহ বিপদ হইতেও রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহার অদৃষ্ট অবশ্যই অত্যন্ত প্রশস্ত হইবে; অতএব তাঁহাকেই আমাদিগের রাজা করা উচিত। ষ্ট্রেটো এইরূপে রাজপদাভিষিক্ত হইলেন।

কিছুকাল এই ষ্ট্রেটোর বংশীয় রাজারা টাইয়রে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করেন। পরে ৩৩৩পূঃ খৃষ্টাব্দে আলেক্জণ্ডর টাইয়র নগরীর নিকট আসিয়া সেই নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। নগরবাসীরা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। টাইয়রনগর দ্বীপমধ্যে অবস্থিত ছিল। সুতরাং জল পথে ভিন্ন তাহাতে যাইবার উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু অর্ণব যুদ্ধে ফিনিকীয়েরা অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং আলেক্জণ্ডর অনন্যোপায় হইয়া পরিশেষে অনেক কষ্টে সমুদ্রে একটী সেতুবন্ধন করিলেন, এবং সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া টাইয়র নগর আক্রমণ করিয়া স্বকরকবলিত করিলেন। তাঁহার সেই সেতু অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এবং তাহা থাকাতেই টাইয়র নগর পূর্ব্বে যেমন দ্বীপ রূপে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। উহার তিন দিকে জল এবং একদিকে আলেক্জণ্ডরের নির্ম্মিত সেতু রহিয়াছে। আলেক্জণ্ডর এই প্রকারে টাইয়র জয় করিয়া ঐ নগরকে একেবারে ধ্বংস করিয়া

ফেলিলেন। কথিত আছে যে, এই যুদ্ধের আরম্ভেই টাইয়রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শত্রুপক্ষে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাগরিকেরা আপনাদিগের পুরোহিতের স্থানে তাহা বুঝিতে পারিয়া উক্ত দেবতাকে স্বর্ণ শৃঙ্খলের দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখে। আলেক্‌জণ্ডর টাইয়রে প্রবেশ করিয়া ঐ দেবতার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, এবং স্বহস্তে তাঁহার বন্ধনমোচন করিয়া দিলেন।

আলেক্‌জণ্ডরের 'হেপিষ্টিয়ন' নামা একজন প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। আলেক্‌জণ্ডর ফিনিকিয়ার অন্তর্গত সাইডন নগর জয় করিয়া তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, তুমি যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া এই নগরের রাজা কর। যে দিন এই কথা হয়, হেপিষ্টিয়ন তাহারই পূর্ব্ব দিবস একজন ফিনিকীয় ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকেই রাজপদ দিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি রাজ্যলোভে মুগ্ধ না হইয়া বলিলেন, মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন; আমি রাজবংশীয় নহি, অতএব রাজ্যগ্রহণ করা আমার পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য হয় না। হেপিষ্টিয়ন ঐ ব্যক্তির সাধুতা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, ভাল তুমি যদি স্বয়ং রাজা হইতে অস্বীকার কর, তবে রাজবংশীয় অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীতকরিয়া দেও, আমি তাঁহাকেই রাজা করিব। ঐ ব্যক্তি 'বলেমিমস' নামক এক মহাত্মার

নাম করিলেন। তিনি রাজবংশোদ্ভব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এমন দরিদ্র দশা হইয়াছিল যে, স্বহস্তে কৃষকের কর্ম্ম করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। যখন হেপিষ্টিয়নের প্রেরিত দূত সকল তাঁহার সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিল এবং রাজপরিচ্ছদে ভূষিত করিল, তখন তিনি জীর্ণ চেল খণ্ড মাত্র পরিধান করিয়া স্বয়ং কূপ হইতে জলগ্রহণ করিতেছিলেন। পরন্তু হঠাৎ তাদৃশ উচ্চ পদাভিষিক্ত হইলেও তাঁহার প্রকৃতির কি আকারের কিছু মাত্র বিকার লক্ষিত হইল না। প্রজাগণ পূর্ব্বাবধি তাঁহার সাধুপ্রকৃতিকতা বিষয়ে বিশিষ্টরূপে পরিচিত ছিল। অতএব তাদৃশ ব্যক্তি রাজা হওয়াতে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[আসিরীয় এবং বেবিলোনীয়দিগের বিবরণ।]

প্রকৃত আসিরিয়া দেশ টাইগ্রীস নদীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত ছিল। আসিরিয়ার অধিকাংশই এক্ষণে কুর্দ্দিস্থান প্রদেশ সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আসিরীয়েরা

টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটীসের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দেশ আর ইউফ্রেটীসের পশ্চিম পারবর্ত্তী কিয়দ্ভাগ আপনাদিগের সাম্রাজ্য সম্ভুক্ত করে। সুতরাং আসিরিয়া বলিলে কখন কখন উক্ত জনপদ সমুদায়ই বুঝায়।

টাইগ্রীস্ নদীর পূর্ব্ব পারবর্ত্তী দেশ 'আর্য্য' জাতির বাসস্থান এবং ঐ নদীর পশ্চিম পারে সেমেটিক জাতির আদি নিবসতি ছিল। অতএব আসিরীয় সাম্রাজ্য মধ্যে দুই জাতীয় লোক বাস করিত। তন্মধ্যে আর্য্যেরা কোন সময়ে সমধিক প্রবল হইয়া সমীপবর্ত্তী সেমেটিক লোক সমূহকে আপনাদিগের অধীন করে। ঐ আর্য্য-দিগের রাজধানীর নাম 'নিনেবা' নগর। এক্ষণে আসিরিক তুরস্কের মধ্যে যে স্থলে 'মোসল' নগর দৃষ্ট হয়, উহারই নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নিনেবা রাজধানী সন্নিবেশিত ছিল। 'বটা' নামক একজন ফরাসী গ্রন্থকার এবং 'লেয়ার্ড' নামক একজন ইংরাজ ইহাঁরা উহার নানা স্থান খনন করিয়া প্রাচীন নিনেবা নগরের অনেক চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত সেই অতি পূর্ব্বকালের ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তি ও অন্যান্য নির্ম্মাণ সমস্ত দেখিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে যে, কোন কালে নিনেবা নাগরিকেরা অতিশয় শিল্পনিপুণ হইয়াছিল। উক্ত নির্ম্মাণ সকলে পূর্ব্বকালিক অনেকানেক বিবরণও খোদিত আছে। ঐ সকল অক্ষরের শিরোভাগ সূক্ষ্ম এবং নিম্ন দিক্ অপেক্ষাকৃত স্থূল। এই জন্য তাদৃশ

অক্ষরগুলিকে সূচাগ্র বলা যায়। অদ্যাপি 'সূচাগ্রবর্ণ' সমস্ত পাঠ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বোধ হয়, তাহার কোন উপায় প্রকাশিত হইলে আসিরীয় জাতির প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনেক অংশ সুস্পষ্ট হইবে। অধুনা আসিরীয়দিগের বিবরণ নিতান্ত অপরিজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে।

য়িহুদী জাতির সুপ্রসিদ্ধ বাইবল গ্রন্থে লিখে যে, 'আশর' নামে কোন ব্যক্তি বেবিলন হইতে গমন করিয়া নিনেবা নগর সংস্থাপিত করেন। কিন্তু গ্রীক গ্রন্থকারেরা কহেন যে, নিনেবা নগর বেবিলনেরও পূর্ব্বে সংস্থাপিত হয়। তাঁহাদিগের মতে ইহার সংস্থাপন কর্ত্তা 'নাইনস্' নানা দেশ জয় করিয়া পরিশেষে 'বাক্‌ট্রা' নগর আক্রমণ করেন। তথায় তিনি সমূহ বিপদে পড়িয়াছিলেন। কেবল তাঁহার একজন সেনানীর পত্নী 'সেমিরেমিসের' বুদ্ধি কৌশলে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন। নাইনস্ তৎকৃত সেই মহোপকার স্মরণ করিয়া অচিরাৎ সেমিরেমিসের পাণিগ্রহণ করত আপন মৃত্যুকালে বুদ্ধিমতী পত্নীকেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া যান। সেমিরেমিস্ কর্ত্তৃক বহু দেশ বিজিত এবং প্রসিদ্ধ বেবিলন নগর নির্ম্মিত হয়।

গ্রন্থকারবর্গের এইরূপ মতভেদ প্রযুক্ত আসিরীয়দিগের আদিম বৃত্তান্ত অবগত হইবার কোন উপায় নাই। বাইবল গ্রন্থদৃষ্টে বোধ হয় যে, আসিরীয়েরা

অতীব বিক্রমশালী হইয়া বেবিলন, সিরিয়া, পালেষ্টীন, ফিনিকিয়া প্রভৃতি নানাদেশ জয়লব্ধ করত সময়ে সময়ে মিসরের প্রতিও আক্রমণ করিত। কথিত আছে যে, 'ফল' নামে এক জন আসিরীয় মহীপাল পশ্চিমে পালেষ্টীন পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা 'টিগ্লথ্ পাইলেসর্' সিরিয়ার রাজধানী ডামাস্কস নগর অধিকৃত এবং য়িহুদীদিগের স্থানে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পর 'সলমানস্থর' নামে কোন রাজা ফিনিকিয়া প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করিয়া ইস্রাইল রাজ্য নষ্ট করেন, এবং তদ্দেশ নিবাসী য়িহুদীদিগকে বন্দীকৃত করিয়া লইয়া যান। এই রাজার উত্তরাধিকারী 'সান্‌হেরিব্' মহীপাল মিসর আক্রমণ করেন। তৎপরে 'আসারহাডন্' নামে কোন রাজা নিনেবা নগরীতে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়াবধি আসিরীয়দিগের বল বিক্রম ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। পরিশেষে বেবিলন নগরের অধিপতি 'নবপালাসর'এবং মিডিয়ার রাজা 'কাইয়াক্সারস' উভয়ে মিলিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করত একেবারে নিনেবা নগরকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। খৃষ্টের ৬০৫ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা হয়।

বাইবল গ্রন্থ হইতে আসিরীয় রাজ্যের এই সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীক গ্রন্থকারেরা বলেন যে, সেমিরেমিস্ নানা দেশ জয় করিয়া পরিশেষে ভারতবর্ষ

আক্রমণ করেন। কিন্তু মহাপরাক্রান্ত ভারতবর্ষীয় ভূপাল 'ইষ্টাব্রোবেটিস্' কর্ত্তৃক পরাজিত হন। সেমিরেমিস্ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ এবং হীনবল হইয়া বেবিলন নগরে প্রত্যাগমন করিলে পর তাঁহার পুত্র পাপাত্মা 'নিনিয়াস্' মাতৃহত্যা করে। নিনিয়াস্ এইরূপে রাজা হইয়া কেবল ভোগ সুখেই কাল যাপন করিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী আর ঊনত্রিংশৎ জন রাজাও ঐরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। বিশেষতঃ সর্ব্বশেষে 'সার্ডনাপালস্' নামা যে ব্যক্তি রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় অকর্ম্মণ্য এবং কেবল ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ মহীপাল কখন কোন দেশে জন্মে নাই। সে স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ ভূষা করিত, সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই থাকিত, এবং কোন রূপ রাজকার্য্য বুঝিতও না দেখিতও না। সুতরাং বেবিলনের এবং মিডিয়ার শাসন কর্ত্তৃদ্বয় ঐ সুযোগে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। সার্ডানাপামিস্ যুদ্ধ না করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ইহাতেই নিনেবার প্রাধান্য নিঃশেষিত হইয়া গেল।

আসিরিয়ার এই দুই বিবরণের মধ্যে বাইবল প্রণীত বিবরণই অধিক শ্রদ্ধেয় বোধ হয়। কারণ গ্রীক প্রণীত আসিরীয় বৃত্তান্তের মধ্যে অনেক ভাগে উপাখ্যানদোষ দৃষ্ট হয়। সেমিরেমিস এবং নাইনস্ যে বাস্তবিক কোন দুইটী ব্যক্তি ছিল, তাহাই সম্ভব বোধ হয় না। বস্তুতঃ

নাইনস্ কেবল নিনেবা নগরেরই প্রতিরূপ স্বরূপ, এবং সেমিরেমিস্ সিরিয়া দেশের আরাধ্যা দেবী বিশেষ। উঁহাদিগের যে দিগ্বিজয়ের বিবরণ তাহাও আসিরীয় জাতির পূর্ব্বকালিক প্রাধান্য সূচকমাত্র—উহা ব্যক্তি বিশেষের কীর্ত্তি বর্ণন নহে।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, বাইবলের মতে বেবিলন নগর নিনেবা অপেক্ষা প্রাচীন। জলপ্লাবনের অত্যল্প কাল পরেই এই নগর সংস্থাপিত হয়। ইহার প্রথম রাজা 'নিম্রদ্' অভিষেক্ত ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে এই নগর নিনেবা নগরীয় রাজাদিগের অধীন হইয়াছিল। এই রূপে পাঁচ শত বৎসরেরও কিঞ্চিদধিককাল আসিরীয়দিগের অধীন থাকিয়া পরে বেবিলন স্বাধীন হয়। আসিরীয়েরা পুনর্ব্বার এই নগর জয় করে। পরিশেষে খৃষ্টের ৬০৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহার রাজা নবপলাসর নিনেবার ধ্বংস করিয়া স্বাধীন হন।

নবপলাসরের পুত্র 'নেবুকডনজর' অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সরসেমিসমের যুদ্ধে মিসর রাজ 'নেকোকে' সম্পূর্ণরূপে পরাভব করেন; তৎপরে জুডা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান য়িহূদীদিগকে রণবন্দী করিয়া লইয়া যান। তাহার পর ফিনিকিয়া ও তৎপরে মিসর দেশ ইহাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হয়। কিন্তু নেবুকডনজরের পরবর্ত্তী রাজারা তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী হয়েন নাই, সুতরাং

'বালথাজারের' রাজ্যকালে পারস্য দেশের সম্রাট সাইরস্ বেবিলন জয় করিলেন।

বেবিলন নগর অতি সুবিস্তৃত ছিল। এই নগরের আকার সম চতুষ্কোণ ক্ষেত্র। ইহার মধ্যভাগে ইউফ্রেটিস নদী প্রবাহিত হইত। ইহার চতুর্দ্দিক ইষ্টকময় প্রাচীর ও তদ্বহির্ভাগে সুবিস্তৃত পরিখা দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল। নগরের পরিধি ৩০ ক্রোশের ন্যূন ছিল না। ইহার মধ্য দেশে অতি সুরম্য উদ্যান সকলও ছিল। বিশেষতঃ অত্যুচ্চ ছাদ সমস্তের উপরিভাগে যে নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপিত করিয়া একটী কেলিকানন প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা জগতের কতিপয় আশ্চর্য্য দর্শনের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য। কথিত আছে, নেবুকডেন্সর রাজা মিডিয়াধিপতির কন্যা 'আমুহিয়া' নিজ প্রেয়সীর প্রীতির নিমিত্ত ঐ কেলিকানন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু উহা সেমিরেমিসের 'অনবলম্বোদ্যান' নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। বেবিলনের আর একটী পরম শোভা তত্রত্য বিলস্ দেবের মন্দির। উহা অন্যূন তিন শত ফিট উচ্চ, এবং মিসরীয় পিরামিডের আকারে নির্ম্মিত ছিল। অদ্যাপি বেবিলন নগরের প্রধ্বস্তাবশেষ সমুদায় পর্য্যটকগণের দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষতঃ ইউফ্রেটিসের পশ্চিম পারে পিরামিডের আকারে যে একটী ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হইয়াছে, কেহ কেহ উহাকেই বিলস দেবের মন্দির বলিয়া অনুমান করেন।

বেবিলোনীয়েরা অধিকাংশই সেমেটিক জাতীয় লোক ছিল এবং এক প্রকার আরামীয় (সিরিয়া প্রচলিত) ভাষায় কথোপকথন করিত। তাহাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় লোক ছিল, উহাদিগকে কাল্ডীয় কহিত। তাহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন তৎপর হইয়া চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ গণনা করিতে পারিত, ও চান্দ্র ও সৌর বৎসরের যেরূপ প্রভেদ হয়, তাহা বুঝিত; নক্ষত্রমণ্ডলকে দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত করিয়াছিল, এবং গ্রহগণের সঞ্চার গণনা করিতে পারিত।

প্রাচীন কালে যাহারা প্রকৃত সিদ্ধান্তজ্যোতিষের অনুশীলন করিত, তাহারা অপ্রকৃত ফলিত জ্যোতিষের অনুশীলনেও নিবৃত্ত হইত না। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের জ্ঞান থাকিলে জ্যোতিষ্কঘটিত অনেক ভাবী বিবরণ নিশ্চয় করিতে পারা যায়। কিন্তু জনসাধারণ অনুমান করে যে, তাদৃশ জ্ঞান কদাপি দৈবশক্তি ব্যতিরেকে সমুদ্ভূত হইতে পারে না। এই ভাবিয়া তাহারা জ্যোতির্জ্ঞদিগের স্থানে আপনাদিগের ভাবী শুভাশুভ জানিবার চেষ্টা পায়। জ্যোতির্জ্ঞেরাও দেখেন যে, ঐ ভ্রম থাকিলে প্রজাগণ তাঁহাদিগের একান্ত বাধ্য এবং বশীভূত থাকিবে। সুতরাং তাঁহারা উক্ত ভ্রম সংশোধন করিবার চেষ্টা পান না। বরং এমত কৌশল করিয়া চলেন, যাহাতে ঐ ভ্রমসংস্কার আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়। প্রাচীন জ্যোতির্জ্ঞদিগের ঐরূপ চেষ্টা-

তেই ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র জন্মে, তাহার সন্দেহ নাই।

কাল্ডীয় পণ্ডিতেরা এই ফলিত জ্যোতিষকে বহু শাখায় বিস্তৃত এবং বদ্ধমূল করেন। ইহাঁদিগের মতে শুক্র এবং বৃহস্পতি, শুভ, এবং মঙ্গল ও শনি, অশুভ গ্রহ বলিয়া গণ্য হইত। আর বুধ গ্রহ স্বয়ং কোন বিশেষ শক্তিমান নহেন—শুভের সঙ্গে থাকিলে উনিও শুভ হন, অশুভের সংযোগে অশুভোৎপত্তি করেন। এবম্বিধ অনেক কাল্পনিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া কাল্ডীয়েরা জনগণের ভাবী শুভাশুভ গণনা করিত।

ইহারা কালনিরূপণের নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে জলঘড়ী নির্ম্মাণ করে; এবং দ্রব্যের পরিমাণের নিমিত্ত বিবিধ পরিমাণ সূত্র নির্দ্দিষ্ট করে।

অনেক গ্রন্থকর্ত্তা অনুমান করেন যে, কাল্ডীয়েরা সেমেটিক জাতীয় লোক ছিল না। উহারা আর্য্যবংশীয় ছিল। অন্যান্য আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় উহারা প্রথমতঃ পৌত্তলিক ছিল না—চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির পূজা করিত। পরিশেষে উহারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যকে 'বিলস্' দেব নামে এবং চন্দ্রকে 'মিলিতা' দেবী নামে পূজা করিতে আরম্ভ করে।

সপ্তম প্রকরণ।

পারসীকদিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

এসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগে যে অধিত্যকা দৃষ্ট হয়, তাহাই আর্য্য বা ইরানী জাতির আদি নিবাস স্থান। ঐ অধিত্যকা তুরস্কের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া আছে। মিডিয়া, ফার্শ এবং বাক্ এই তিনটী প্রদেশ উক্ত অধিত্যকার অংশ বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে ফার্শ প্রদেশে যে আর্য্য-জাতি বাস করিত, তাহাদিগকে পারসীক কহা যায়।

প্রাচীন পারসীকদিগের বংশীয়েরা অদ্যাপি পারস্য দেশে নিবাস করিতেছে। কিন্তু এক্ষণকার পারসীকেরা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, এবং কোন বিশেষ কীর্ত্তি-শালীও নহে। কিন্তু একবাটানা, সুসা, পার্শিপালিস প্রভৃতি প্রাচীন পারসীক নগর সমস্তের ভগ্নাবশেষ দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তন্নির্ম্মাতৃগণ কোন সময়ে অতীব কীর্ত্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী ছিল।

বোধ হয়, প্রথমে পারস্য দেশ আসিরিয়া রাজ্যের অধীন থাকে, পরে মিডিয়া দেশের রাজা আসিরিয়া রাজ্য ধ্বংস করিলে ইহা মিডিয়ার অধীন হয়। কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যেই সাইরস নামক কোন মহাত্মা এই দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধন করিলেন। কিন্তু তিনি কেবল পারস্য দেশকেই স্বাধীন করিলেন এমত নহে। অতি শীঘ্র দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া বেবিলন, মিডিয়া, আর্ম্মিনিয়া এবং আসিয়িক তুরক্কের পশ্চিমাংশ সমুদায়, যাহাকে আসিয়া মাইনর বলে, তাহাও নিজ অধিকারসম্ভুক্ত করিলেন। পরিশেষে সাইথীয় বা তাতার জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি হত হন। এই ব্যাপার খৃষ্টের ৫২৯ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে।

সাইরসের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পুত্র কাম্বাইসিস্ পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইহাঁ কর্ত্তৃক মিশর দেশ বিজিত এবং পারস্য-রাজ্য-সম্ভুক্ত হয়।

কাম্বাইসিসের পর ১ম দরায়ুস্ পারস্যের রাজা হই-লেন। তিনি গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু পরা-জয়করণে সমর্থ হন নাই। ভারতবর্ষের কিয়দ্ভাগ (বোধ হয়, সমুদায় পঞ্জাব) ইহাঁর অধিকার সম্ভুক্ত হয়। দরায়ুস্ রাজা পারস্যের শাসন-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া যান। তিনি সমুদায় সাম্রাজ্যকে বিংশতি 'সেট্রাপীতে' (মণ্ডলরাজ্যে) বিভাজিত করেন। ঐ

সকল খণ্ড রাজ্যের অধিপতিগণ 'সেট্রাপ' (মণ্ডলেশ্বর) উপাধি বিশিষ্ট হইয়া স্ব স্ব অধিকারে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতেন; কেবল বর্ষে বর্ষে সম্রাটের নিকট নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কর প্রদান করিলেই হইত। সম্রাট প্রতি সেট্রাপির কর আদানের নিমিত্ত এক এক জন দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দিতেন। সেই ব্যক্তি সম্রাটের গূঢ় চর স্বরূপে সেট্রাপের নিকটে অবস্থান করিয়া তদাদিষ্ট কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু সেট্রাপ এবং তাহার দেওয়ান এই দুই জন মাত্র হইতেই কদাপি কোন প্রদেশের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত না। ইহাঁরা আবার প্রতি গ্রামের, প্রতি নগরের, প্রতি জমিদারীর প্রধান প্রধান ব্যক্তি নিকরের হস্তে আপনাদিগের শক্তির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ অর্পিত করিয়া সমুদায় প্রদেশ শাসনাধীন করিতেন। ফলতঃ পারস্য রাজ্যের বিস্তীর্ণ অধিকার সমস্ত পরস্পর দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ ছিল না। এক সেট্রাপির প্রজার সহিত অন্য সেট্রাপির প্রজা সর্ব্বতোভাবে নিঃসম্পর্ক হইয়া থাকিত। সুতরাং পারস্য রাজ্য মিশরাদি পূর্ব্বোক্ত সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা বহু দেশ বিস্তৃত এবং সমধিক পরাক্রান্ত হইয়াও বস্তুত যথোচিত দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয় নাই।

১ম দরায়ুস্ রাজার পর তাঁহার পুত্র জরক্সিস্ পারস্যের রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু গ্রীকদিগের পরম সাহসিক মহোৎসাহশালী বীর

সমূহ কর্ত্তৃক পারস্য সৈন্য-নিকর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। এই সময় অবধি গ্রীক এবং পারস্য জাতির চির বৈরিতা সংস্থাপিত হইয়া যায়। এই বৈরিতাপ্রযুক্ত গ্রীকেরা পুনঃ পুনঃ পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। পরিশেষে 'মাসিডোনিয়ার' রাজা মহানুভাব আলেক্জণ্ডর গ্রীস দেশান্তর্গত নানা জনপদ নিবাসী সৈনিকগণকে মিলিত করিয়া পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিলেন। পারসীকেরা তাঁহার নিকট পরাজিত হইল, এবং এসিয়া খণ্ডে ইউরোপীয়দিগের সেই প্রথম প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইল।

আলেক্জণ্ডরের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে পূর্ব্ব প্রদেশে 'বাক্ট্রিয়া' নামে যে রাজ্য সংস্থাপিত হয়, পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষের সহিত উহার বিশিষ্ট সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অনুমান হয় যে ঐ 'বাক্ট্রিয়া' দেশের গ্রীক রাজারাই আমাদিগের পুরাণে 'যবন' বা 'কাল-যবন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বাক্ট্রিয়ার গ্রীক রাজাদিগের মধ্যে 'যুক্রেটিডাস্' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। ইনি খৃষ্টের ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিতেন। এই যবন রাজগণের কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কেবল ইহাঁদিগের নামাঙ্কিত ও কীর্ত্তিবিবরণ সম্বলিত মুদ্রা সমস্ত দর্শনে কথঞ্চিৎরূপে ইহাঁদিগের বিবরণ অবগত হওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী এবং ভাষা যে প্রকার ছিল, তাহা এক্ষণে কেবল একখানি গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। ঐ গ্রন্থের নাম 'ভেস্‌ডা'। উহা জেন্দ ভাষায় লিখিত ছিল। এই হেতু ঐ গ্রন্থকে জেন্দা-ভেস্‌ডা কহে। জেন্দ ভাষা সংস্কৃত মূলক না হউক, কিন্তু সংস্কৃত এবং জেন্দ উভয়েই যে এক মূল হইতে উৎপন্ন তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; আর ভেস্‌ডা-প্রণীত ধর্ম্ম প্রণালী যদিও সর্ব্বতোভাবে বেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের সমান না হউক, তথাপি উভয় ধর্ম্মই যে এক-প্রকৃতিক, ইহাও নিঃসন্দেহ।

ভেস্‌ডার মতে 'জবৈন অকরণ' (অর্থাৎ অনাদ্য-নন্ত কাল) হইতে 'অর্ম্মস্‌দ্‌' এবং 'অহ্রিমান' জন্মে। সেই দুই জনে নিরন্তর বিবাদ হয়। অর্ম্মস্‌দ্‌ হইতে আলোক, জ্ঞান, তাপ, বুদ্ধি, ক্রিয়া, গার্হস্থ ধর্ম্ম সমুদায় সমুৎপাদিত হয়। অহ্রিমান হইতে অন্ধকার, মৌর্খ্য শৈত্য, জড়তা, বন্ধ্য দশা, প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। অর্ম্ম-স্‌দের পারিষদ অমর সকলের নাম 'অম্‌সম্পন্দ'। এই অম্‌সম্পন্দদিগের অধীন সামান্য দেবতানিকর জগতের সকল স্থানেই এক এক জন অধিষ্ঠাতৃ স্বরূপে অবস্থিতি করেন। অহ্রিমানের পারিষদ দৈত্যগণ সর্ব্বদা অর্ম্ম-সদের অনুচর সমূহকে স্থানভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করে।

এইরূপে জগতে ঐ দুই দলে অনুক্ষণ বিবাদ চলিতেছে। কিন্তু পরিশেষে অর্ম্মসদ, অহ্রিমানকে জয় করিয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে সুখ জ্ঞানও আলোক বিস্তৃত করিবেন।

জ্যোতিষ্কগণ সকলেই আলোক ধারণ করে। অতএব পারসীকেরা উহাদিগকে সাক্ষাৎ অর্ম্মসদের প্রতিরূপ ভাবিয়া পূজা করিত। অগ্নিও সেই কারণে তাহাদিগের পূজ্য ছিল। পারসীকেরা কোন মন্দির বা অন্য দেবালয় মধ্যে মূর্ত্তি বিশেষের উপাসনা করিত না। উহারা বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যভাগে বা পর্ব্বতশিখরে প্রাতে বা মধ্যাহ্নে জ্ঞান ও আলোক প্রদাতা অর্ম্মসদের উদ্দেশে সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া স্তুতি বন্দনাদি করিত।

পারসিকদিগের ধর্ম্ম যে কত প্রাচীন, তাহা কেহই অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু অনুমান হয় ঐ ধর্ম্মের সংহিতা নিবন্ধকার জরদস্ত বা জোরোয়াষ্টর খৃষ্টের ১০০০ বর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। জোরোয়াষ্টর স্বয়ং মিডিয়া দেশে জন্ম গ্রহণ করেন।

অষ্টম প্রকরণ।

গ্রীকজাতির বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[গ্রীস দেশের প্রকৃতি এবং প্রদেশ বিভাগ।]

গ্রীস্ একটী প্রায়োদ্বীপ। ইহা ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে যে সমুদ্র শাখা আছে, তাহার নাম 'ইজিয়ান্' সাগর এবং পশ্চিম দিকে যে সমুদ্র, তাহার নাম 'আইয়োনিয়ান্' সাগর। গ্রীস দেশটী পর্ব্বতময়। ঐ সকল পর্ব্বতের কোন কোন শৃঙ্গ এমত উচ্চ যে, তাহাদিগের শিখর-দেশ চির নীহার-মণ্ডিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের দ্রোণীভূমি সমুদায় অতিশয় উর্ব্বরা, এবং সর্ব্ব স্থানেরই জল বায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। গ্রীসের উপকূল ভাগে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগর-শাখা প্রবিষ্ট হওয়াতে দেশটী বণিক্ বৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হইয়া আছে।

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত এবং সাগর-শাখা কর্ত্তৃক বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাজিত হওয়াতে গ্রীস দেশ অতি পূর্ব্ব কালাবধি নানা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হইয়া আছে। ইহার দক্ষিণ ভাগ 'পিলোপনিসসের' মধ্যে সাতটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। উহাদিগের নাম 'করিন্থ' 'আর্গলিস্' 'লাকোনিয়া' 'মেসিনা' 'ইলিস্' 'আর্কেডিয়া' ও 'একেয়া'। মধ্য-গ্রীসের মধ্যেও আটটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ ছিল। উহাদিগের নাম 'মিগা-রিস্' 'আর্টিকা' 'বিওসিয়া' 'ফোসিস্' 'লোক্রিস্' 'ডোরিস্' 'ইটোলিয়া' এবং 'আকার্ণানিয়া'। উত্তর গ্রীসও 'থেসালি' 'ইপাইরস' এবং 'মাসিডোনিয়া' এই দেশত্রয়ে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে 'মাসিডোনিয়া' প্রদেশ প্রথমে গ্রীসের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচ্য হইত না।

গ্রীক মহাদেশ এইরূপে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এতদতিরিক্ত গ্রীসের উভয়োপকূলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহাও পূর্ব্বকালে গ্রীসের অন্তর্নিবেশিত বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে 'রোডস্' 'সাইপ্রস্' 'সাইক্লেডিস্ পুঞ্জ' 'সিফালোসিয়া' 'সি-থরা' 'ক্রীট' 'কর্সাইরা' প্রভৃতি কতিপয় দ্বীপ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রীকেরা সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তার সহকারে অনেকানেক দূর দেশে আপনাদিগের উপ-নিবেশ সমস্ত সংস্থাপিত করে। বিশেষতঃ 'এসিয়া-

মাইনরে' 'সিসিলী' দ্বীপ, 'ইটালির' দক্ষিণভাগে এবং মিসরের বায়ু কোণে ইহাদিগের কতিপয় অতি প্রসিদ্ধ উপনিবেশ ছিল।

গ্রীস এইরূপে নানা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হওয়াতে সুতরাং উহার ইতিহাসও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সকল জনপদনিবাসিগণ এক ধর্ম্মাক্রান্ত এবং এক বর্ণোদ্ভব এবং প্রায় সকলেই এক ভাষা ভাষী হইয়াও আপনারা সকলে যে এক জাতি তাহা প্রথমে স্বীকার করে নাই। এমন কি উহারা আপনাদিগের সমুদায় দেশটীর কোন একটী নাম প্রদান করে নাই। ক্রমে যখন উহাদিগের অধিকতর সম্মিলন হইল, তখন ইহারা আপনাদিগকে 'হেলেনীয়' এবং স্বদেশকে 'হেলাস্' অভিহিত করে। 'রোমীয়েরা' প্রথমে এই দেশকে গ্রীস বলে, তদনুকরণে ইউরোপীয় বর্ত্তমান লোক সকলেও ইহাকে গ্রীস বলিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[গ্রীসের প্রাচীন বিবরণ—পৌরাণিক বৃত্তান্ত—হরকুলিস—থিসিউস্—কল্‌চিস্ এবং ট্রয়ে যুদ্ধ যাত্রা।]

খৃষ্টের ১৮০০ শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে গ্রীসদেশের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু প্রথম ৯০ বর্ষের ইতিহাস যদিও সম্পূর্ণরূপ অলীক না হয়, তথাপি নানা অদ্ভুত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ

ঐ ভাগ সমুদায় গ্রীকদিগের পুরাণ সমস্ত হইতে সংগৃহীত।

উক্ত পুরাণ মতে গ্রীসের প্রাচীন অধিবাসিগণ 'পিলাসজী' নামে আখ্যাত ছিল। ইহারা নিতান্ত অসভ্যাবস্থায় থাকিয়া পর্ব্বতগুহা মধ্যে বাস করিত, মৃগয়া লব্ধ মাংসে উদরপূর্ত্তি করিত, এবং পশু চর্ম্মে অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিয়া কথঞ্চিৎ শীতাতপ এবং লজ্জানিবারণ করিত। এইরূপে বহুকাল গত হইলে মিসর হইতে 'য়ুরেনস্' নামা কোন 'মিসরীয়' রাজপুত্র গ্রীসে আসিয়া তথায় সভ্যতার বীজ বপন করিলেন। কিন্তু তিনি নিজ ঔরসজাত 'টাইটান' নামক পুত্রগণকর্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন। ঐ টাইটানদিগের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ 'সাটরণ্' সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, পাছে আপনিও নিজ পুত্রগণ কর্তৃক অবমানিত হন, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে জাতমাত্র বধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার 'যুপিটর' নামক একটী পুত্র জন্মিল। তিনি নিজ মাতা কর্তৃক অপহৃত হইয়া 'ক্রীট' দ্বীপে নীত হইলে তথায় প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়া পুনর্ব্বার 'গ্রীসে' প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অতি শীঘ্রই নিজ পিতা ও তৎপক্ষ টাইটানদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকারী হইলেন। কিন্তু যুপিটর আপনি সমুদায় রাজ্য একাকী গ্রহণ করেন নাই। তিনি 'নেপচুন্' এবং 'প্লুটো' নামক সোদর দ্বয়ের সহিত সমুদায় রাজ্য বিভাগ করিয়া অত্যন্ত বিচ

ক্ষণতা ও পরিণামদর্শিতা সহকারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

এই পৌরাণিক বিবরণের যে কত ভাগ সত্য তাহা এক্ষণে নিশ্চয় করা যায় না। 'যুপিটর' 'সাটরন্' প্রভৃতি যাঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইল উহাঁরা সকলেই দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। আর পূর্ব্বোক্ত বিবরণ যে, রূপকালঙ্কারে বিভূষিত, তাহারও সন্দেহ নাই। 'সাটরণ' দেব বাস্তবিক কালের প্রতিরূপ। কাল যেমন যাহা আপনি উৎপাদন করে, আবার আপনিই তাহার ধ্বংস করিয়া থাকে, সাটরণও সেইরূপে নিজ সন্ততিগণকে বিনাশ করিতেন। অতএব উক্ত বিবরণের যদিও কোন ঐতিহাসিক মূল থাকে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এসিয়া হইতে কোন অনির্দেশ্য বহু প্রাচীনকালে 'হেলেনীয়' নামে এক জাতি আসিয়া গ্রীসের পূর্ব্ব নিবাসী 'পিলাসজীয়' দিগকে যুদ্ধে পরাভূত করত অনেককে বিনষ্ট এবং নির্ব্বাসিত করে। আর কতকগুলি 'পিলাসজীয়' উহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। হেলেনীয়েরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। ঐ তিন ভাগের মূল ভাষা এক ছিল। কিন্তু অবান্তর ভেদে উহাদিগের নাম ভেদ হইয়াছিল। এক প্রকার ভাষার নাম 'ইয়োলিয়' দ্বিতীয় প্রকারের নাম 'ডোরীয়' এবং তৃতীয় প্রকারের নাম 'আইয়োনীয়'।

হেলেনীয়দিগের আগমনের বহুকাল পরে ১৮৫৬পূঃ খৃঃঅব্দে 'ইনেকস্' নামা এক ব্যক্তি 'ফিনিকীয়া' হইতে আসিয়া 'আর্গস' নামে একটী নগর সংস্থাপিত করেন। ইহার ৩০০০ বৎসর পরে, ১৫৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দে 'সিক্রপ্স' নামে এক জন 'মিসরী' রাজপুত্র 'আটিকা' প্রদেশে উপস্থিত হইয়া তথায় 'এথেন্স' নগর স্থাপিত করেন। 'কাড্মস' নামে আর এক ব্যক্তি ১৪৯৩ পূঃ খৃঃ অব্দে 'ফিনিকীয়া' হইতে আসিয়া 'বিয়োসিয়া' প্রদেশে 'থিবন' নগর নির্ম্মাণ করেন। ১৫২০ পূঃ খৃঃ অব্দে 'সিসিফস্' নামক কোন মহাত্মা 'করিন্থ' নগরীর মূল পত্তন করেন। ঐ সময়ে 'লিলেক্স' নামক এক ব্যক্তি মিসর হইতে আসিয়া 'লাকোনিয়া' প্রদেশে 'স্পার্টা' নগরের আদ্যারম্ভ করিয়া যান। ১৪৮৫পূঃ খৃঃ অব্দে 'ডানায়স' নামে আর একজন 'মিসরীয়' রাজা গ্রীসে আসিয়া 'আর্গস' নগরে অবস্থান প্রাপ্ত হন।

১৩৫০ খৃঃ 'ফ্রিজিয়া' দেশের অধিপতি 'পিলপ্স'- গ্রীসে আইসেন। তিনি এবং তাঁহার বংশীয়েরা ক্রমে ক্রমে এমত প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের দ্বারা প্রায় গ্রীসের সকল প্রদেশই অধিকৃত হয়। বোধ হয়, তজ্জন্য গ্রীসের দক্ষিণভাগ সমুদায় 'পিলপ্সের' নামানু- সারে 'পিলপনিসস্' নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

'পিলপ্সের' বংশে জগদ্বিখ্যাত 'হরকুলিস' নামক মহাবীরের জন্মগ্রহণ হয়। কথিত আছে, 'মাইসিনি'

নগরাধিপের কন্যা ‘আল্কমীনার’ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া দেবরাজ ‘যুপিটর’ তাঁহার কৌমারহরণ করেন। যুপিটরের ঔরসে ‘হরকুলিস’ জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু যুপিটরের পত্নী ‘জুনো’ দেবী নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া সপত্নীসন্তানের প্রাণবিনাশার্থ দুইটী অজগর সর্প প্রেরণ করেন। ‘হরকুলিস’ সূতিকাগারেই সর্প-দ্বয়কে নিধন করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি কখন শরাক্রান্ত সিংহকে মল্লযুদ্ধে বিনাশ করেন, কখন বা বহুশীর্ষ ভয়ঙ্কর বিষধরকে পরাভূত করেন, কদাচিৎ অতি অপরিষ্কৃত পূতি গন্ধ-পূর্ণ পীড়াকর স্থানে নদীমুখ নির্ম্মুক্ত করিয়া দিয়া তৎসমুদায় পরিষ্কৃত করেন, এবং এইরূপে বিবিধ প্রকারে লোকসাধারণের হিতসাধন ও দিগ্‌বিজয় করিয়া পরিশেষে সস্ত্রীক স্বদেশে আগমন করিলে পর, তাঁহার পত্নী তাঁহাকে স্ববশীভূত করণাভি-প্রায়ে এমত একটী বিষাক্ত অঙ্গাবরণ পরিধান করিতে দেন যে, তদ্ধারণে নিতান্ত যন্ত্রণাযুক্ত ও অধীর হইয়া ‘হরকুলিস’ জ্বলন্ত চিতারোহণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। ‘যুপিটর’ দেব তৎক্ষণাৎ দিব্য রথ প্রেরণকরিয়া তাঁহাকে স্বর্গারূঢ় করাইলেন।

গ্রীসের আর একটী প্রসিদ্ধ মহাবীর ‘থিসিউস’। ইনি ‘এথেন্স’ রাজ ‘ইজিউসের’ পুত্র ছিলেন। কোন সময়ে এথেন্স বাসীরা ‘ক্রীট’ রাজ ‘মাইনসের’ সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি

এথেনীয়দিগকে বর্ষে বর্ষে সাতটী অনূঢ়া কুমারী এবং তৎসংখ্যক কুমারকে ক্রীট দ্বীপে করস্বরূপে প্রেরণ করিতে হইত। বোধ হয়, তাহারা ক্রীটের রাজা-কর্তৃক দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইত। কিন্তু 'এথেন্স' নগরের লোকেরা বলিত যে,ক্রীটদ্বীপে 'গ্রিডালস্' নামক কোন শিল্পিকর্তৃক যে রাক্ষসগৃহ প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে গো-নরাকার 'মিনোটার' নামে একটী অসুর বাস করে। ঐ অসুরের 'আহারের নিমিত্তই উক্ত কুমারকুমারীগণ প্রেরিত হয়। রাজকুমার থিসিউস স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া ক্রীট দ্বীপে গমন করিলেন, এবং মল্লযুদ্ধে 'মিনোটারকে নিহত করিয়া রাজকুমারী 'আরিয়াড্নীকে' বিবাহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি রাজা হইয়াও দেশের মঙ্গলোন্নতি সাধনের নিমিত্ত সমূহ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফলতঃ ইনিই এথেন্স নগর-বাসিগণের ভাবি সভ্যতার মূলপত্তন করিয়া যান। ইঁহার পূর্ব্বে এথেন্স নগর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র পল্লীতে বিভক্ত ছিল। ইনি উহাদিগকে একত্র করিলেন, এবং প্রজা সমুদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ধনবানদিগকে শাসনকর্তৃত্ব, মধ্য-বিত্তদিগকে শিল্পকর্ম্ম এবং দীন প্রজাবৃন্দকে কৃষিকার্য্য অর্পণ করিলেন।

থিসিউসের এই প্রধান কীর্ত্তি ব্যতীত গ্রীক পৌরা-ণিকেরা তাঁহার আরও অনেক অদ্ভুত কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে 'আর্গো' নামক জল-যানা-

রোহণে 'কৃষ্ণসাগর' পারে কলচিস দেশ গমনের যে অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ আছে, তাহা অতীব চমৎকার-জনক। কিন্তু এই ব্যাপারে 'থিসিউসের' প্রধান কর্ত্তৃত্ব ছিল না; 'থেসালী' প্রদেশের রাজা 'জেসন্' ইহাতে সর্ব্বাধ্যক্ষস্বরূপ ছিলেন। কথিত আছে, থিব্‌স নগরের রাজকুমার 'ফ্রিক্সস্' এবং তাঁহার সহোদরা 'হেলি' বিমাতার ঈর্ষায় পরিপীড়িত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিবার বাসনা করিলে দেবরাজ 'যুপিটর' তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সুবর্ণ লোম-যুক্ত এক অলৌকিক মেষ প্রেরণ করেন। 'হেলি' এবং ফ্রিক্সস্' উভয়ে ঐ মেষপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া আকাশপথে গমন করিতে করিতে কুমারী হঠাৎ মহাভয়ে ভীত হইয়া স্খলিত হইয়া পড়িল। সে, যে স্থানে পড়ে, সেই সমুদ্রভাগের নাম অদ্যাপি 'হেলিস্পণ্ট' বলে। 'ফ্রিক্সস্' নির্ব্বিঘ্নে 'কৃষ্ণ সাগর' পার হইয়া কল্‌চিস্ দেশাধিপতির নিকট অব-স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু 'কলচিস্' দেশাধিপতি 'ফ্রিক্সসের' সুবর্ণময় উর্ণা পাইবার লোভে তাঁহাকে নষ্ট করিলেন।

'জেসন্,' 'কলচিস' রাজকৃত ঐ অপরাধের দণ্ড-বিধানার্থ 'গ্রীস' দেশীয় মহাবীর সকলকে একত্রিত করিয়া আর্গো নামক জল-যানারোহণে কলচিস দেশে গমন করেন, এবং তথা হইতে ঐ সুবর্ণময় উর্ণা এবং রাজকন্যা 'মিডিয়াকে' সমভিব্যাহারে আনয়ন করেন।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, 'জসনের' সমুদ্রযাত্রা ১২৬৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

ইহার কিছুকাল পরে, অর্থাৎ আনুমানিক ১১৮৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আর একবার সমুদায় গ্রীস দেশের রাজগণ একমত হইয়া একত্র যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ যাত্রাকে 'ট্রয়ের-যুদ্ধ-যাত্রা' কহে। ইহা মহাকবি 'হোমার' প্রণীত জগদ্বিখ্যাত 'ইলিয়ড' নামক মহাকাব্যে সবিস্তার বর্ণিত আছে। ইহার সংক্ষেপ বিবরণ এই যে, 'স্পার্টার' রাজা 'মেনিলেয়সের' পত্নী অপরূপ রূপবতী 'হেলেনা' ট্রয় রাজকুমার 'পারিস' কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, উক্ত 'মেনিলেয়স' আপন ভ্রাতা আগামেম্‌নন' ও অন্যান্য গ্রীক রাজাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। ইহাঁরা সকলে একমত হইয়া অন্যূন লক্ষ সৈনিক পুরুষ সমভিব্যাহারে গিয়া এসিয়া মাইনরের অন্তর্ব্বর্ত্তী 'ট্রয়নগর' আক্রমণ করিলেন। একাদিক্রমে দশ বৎসর কাল নিরন্তর যুদ্ধ হইলে পর ট্রয়নগর পরাজিত হইল, এবং গ্রীকেরা তত্রত্য সকল লোককে বিনষ্ট, নির্ব্বাসিত, বা দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া নিবৃত্ত হইল।

কিন্তু যে গ্রীক রাজারা ট্রয়নগর ধ্বংস করিলেন, তাঁহারা সুখসচ্ছন্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। অনেকে পথিমধ্যেই নানা ক্লেশ পাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন, আর যাঁহারা প্রাণে প্রাণে

দেশে আসিয়া পৌঁছিলের তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিতে শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া অধিকার সমস্ত আপনাদিগের হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে—আর পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই।

যাহা হক, 'ট্রয়' যুদ্ধের অশীতিবর্ষ পরে 'গ্রীস' দেশে আর' একটী ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটে। হর্‌কুলিসের বংশীয়েরা আপনাদিগের কুলপতির মৃত্যুর পর 'ডোরিস্' প্রদেশে যাইয়া বাস করে। তথায় 'ডোরীয়' দিগের আশ্রয় লাভে উহারা দিন দিন প্রবল হইতেছিল। প্রথমে 'হরকুলিসের' জ্যেষ্ঠ পুত্র 'হাইলস্' 'ডোরিস্' হইতে আসিয়া 'পিলোপনিসস্' অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার পর আরও একবার তদ্বংশীয়েরা ঐরূপ উদ্যম করেন। কিন্তু ঐ দুই বারই উহারা ব্যর্থ-প্রযত্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে ১১০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'টিমিনস্' 'ক্রেস্ফণ্টিস্' এবং 'আরিষ্টডিমস্' নামক 'হাইলেসের' পৌত্রত্রয় 'আর্কেডিয়া' ভিন্ন 'পিলপনিসসের' অন্য সমুদায় অংশ অধিকার করিয়া লইলেন। 'টিমিনস্' 'আর্গসের' রাজা হয়েন। 'ক্রেস্ফণ্টিস্' মেসিনিয়া প্রদেশে রাজ্য পায়েন। এবং 'আরিষ্টোডিমসের' দুই পুত্র 'যুরিস্থিনিস্' এবং 'প্রোক্লিস' উভয়ে মিলিত হইয়া 'স্পার্টার' সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ডোরীয়েরা যে যে দেশ জয় করে, তথাকার ভূমি-

সম্পত্তি সমুদায়ও আপনাদিগের হস্তগত করে। তাহাতে পূর্ব্ব অধিবাসিগণ দলে দলে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'আসিয়া মাইনরের' উপকূলভাগে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া বাস করিতে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

[গ্রীসে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী এবং মেলা সংস্থাপনের বিবরণ।]

ডোরীয়দিগের আগমন হওয়াতে পিলোপনিসসের পূর্ব্ব অধিবাসিগণ অনেকেই এসিয়া মাইনরের উপকূলভাগে গিয়া নিবাস করে। কিন্তু কতকগুলি লোক মধ্যগ্রীসের অন্তর্গত এথেন্স নগরে যাইয়া শরণ লয়। এথিনীয়েরা উহাদিগকে বাসস্থান এবং অভয়প্রদান করাতে ডোরীয়েরা ক্রুদ্ধ হইয়া এথেন্স নগর আক্রমণ করে। কিন্তু পরাক্রান্ত এথিনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিলে পরিণামে জয় পরাজয় কিরূপ হইবে, ইহা জানিবার নিমিত্ত ঐ সময়ে ডোরীয়েরা, ডেল্‌ফীর সুপ্রসিদ্ধ 'আপলো' দেবতার সন্নিধানে আপনাদিগের দূত প্রেরণ করিয়াছিল। দূতের প্রতি এই আদেশ হইল যে, যদি ডোরীয়েরা এথিনীয় ভূপালের প্রাণ সংহার না করে, তাহা হইলেই উহারা শত্রুকে বিজয় করিতে পারিবে, নচেৎ আপনারাই পরাজিত হইবে। এই দৈবাদেশ শ্রুতিপরম্পরায় এথিনীয়দিগের কর্ণগোচর হইল। তাহাতে উহাদিগের রাজা সুবিখ্যাতনামা

'কোড্রস্' নিতান্ত স্বদেশহিতৈষিতাপরবশ হইয়া শত্রু-দ্বারা আত্মনিধনের সংকল্প করিলেন। তিনি এক জন সামান্য কৃষকের বেশধারণপূর্ব্বক ডোরীয়দিগের শিবিরে প্রবেশ করিয়া কোন সৈনিকের সহিত ঘোরতর বিবাদ করত অচিরাৎ তৎকর্ত্তৃক হত হইলেন। ডোরীয়েরা সকলেই শীঘ্র জানিতে পারিয়াছিল যে, এথিনীয় রাজা নিহত হইয়াছেন। অতএব তাহারা অবশ্য পরাজিত হইবে জানিয়া আর যুদ্ধ করিতে সাহস করিল না। অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

এথেন্সবাসীরা ঐ সময়ে স্বদেশে প্রজা-তন্ত্র-শাসন প্রণালী সংস্থাপিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল। অতএব এই সুযোগ পাইয়া তাহারা কহিল যে, কোড্রসের তুল্য উৎকৃষ্ট রাজা আর কেহ হইবে না; বস্তুতঃ অদ্যাবধি দেবরাজ যুপিটরই আমাদিগের রাজা হইবেন। আর শান্তিরক্ষার ভার কোড্রসের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'মিডনের' প্রতি সমর্পিত হইবে। পরন্তু তাঁহার উপাধি রাজা না হইয়া 'আর্কন' (অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা) হইবে। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, এথিনীয়েরা প্রথমে কতিপয় ব্যক্তিকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত 'আর্কন' পদাভিষিক্ত করে, কিন্তু কিছু কাল পরে উক্ত আর্কনেরা দশ বর্ষ মাত্র প্রভুত্ব করিতে পাইতেন, এবং তৎপরে আর্কনের পদ প্রতিবর্ষেই পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতি সমর্পিত হইত।

কোড্রসের মৃত্যুর পর প্রায় দুই শত বর্ষ কাল গ্রীসে নানা উপদ্রব ও রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিতে লাগিল। ঐ সময়ের ইতিবৃত্ত সুস্পষ্ট বা সুনিশ্চিত কিছু নাই। যেমন কোন বাটী নির্ম্মাণের আরম্ভ হইলে সেই স্থান ধূলিময় এবং নিতান্ত অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারই মধ্যে ক্রমশঃ নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, এবং পরিশেষে সুন্দর সৌধ বিশেষ তথায় উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক সুশোভিত করে, গ্রীসের এই সময় ঠিক্ তদ্রূপ হইয়াছিল। ইহারই মধ্যে নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ দুষ্কর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম সমূহ সংঘটিত হইয়া পরিশেষে সমুদায় গ্রীসে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়া উঠিল।

গ্রীসের প্রজাতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ঐকমত্য সংস্থাপনেরও এই সময়ে প্রথম সূত্রপাত হয়। তাহার একটীর বিবরণ এই। পিলোপনিসসের নৈঋত ভাগে ‘ইলিস’ নামে একটী ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। তথাকার রাজা মাহাত্মা ‘ইফিটস’ আপন রাজধানী ‘ওলিম্পিয়া’ নগরে যুপিটর দেবের এক মন্দির এবং প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া ডেল্‌ফির আপলো দেবের স্থানে এইরূপ প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিলেন যে, প্রতি চতুর্ব্বর্ষান্তর গ্রীসীয় সকল নগর হইতে শ্রাবণ মাসে ওলিম্পিয়া নগরে দূত গমন করিবে, এবং তথায় যুপিটর দেব ও হরকুলিসের উদ্দেশে যাত্রিকেরা পাঁচ দিবস নানাপ্রকার ক্রীড়া

কৌতুক করিবে। যদিও কোন দুই জাতির পরস্পর বিবাদ থাকে, তাহা ঐ পাঁচ দিন নিবৃত্তি থাকিবে, এবং ওলিম্পিয়া সাক্ষাৎ দেবভূমি ও সাধারণের নির্ব্বিবাদ স্থান বলিয়া গণ্য হইবে। এই নিয়ম গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া ৮৮৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্রথম ওলিম্পীয় মেলা হইল। এই মেলা হইতেই গ্রীসীয়েরা আপনাদিগের অব্দ গণনা করে। গ্রীক ইতিহাসবেত্তারা কোন ঘটনার কাল নির্দ্দেশ করিতে হইলে উহা প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ইত্যাদি কোন্ মেলার মধ্যে ঘটিয়াছিল, তাহাই লেখেন।

ওলিম্পীয় মেলা সংস্থাপিত হইলে পর ক্রমে ক্রমে করিন্থ, ডেল্‌ফি এবং আর্গাস্ এই তিনটী স্থানে আরও তিনটী মেলা সংস্থাপিত হয়। এই চারি মেলাতে মল্লক্রীড়া, অশ্বক্রীড়া, রথচালন, সংগীত, বাদ্য, কবিতা ইত্যাদি বিবিধ রমণীয় ব্যাপারের গুণাগুণ পরীক্ষিত হইত। যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহাকে সর্ব্বজনসমক্ষে পত্রবিনির্ম্মিত মুকুট প্রদান করা যাইত। তাহাতে তাঁহার যেরূপ গৌরব হইত, স্বর্ণমুকুট বিভূষিত কোন চক্রবর্ত্তী রাজারও তেমন গৌরব হইত না, বস্তুতঃ ঐ সময় গ্রীক জাতির অভ্যুদয়কাল। তখনকার লোক সকল একান্ত অস্বার্থপর উদারচরিত্র এবং যশোলুব্ধ হইয়া সৎক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেন। ধন বই যে আর কিছুই কিছু নয়—গাছের পাতার মুকুটে যে কোন

উপকারই নাই—ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। যাহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য, কেবল তাহাদিগেরই এইরূপ বুঝিবার ক্ষমতা হয় যে, ধন-সঞ্চয় করাই মানবজন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তৎকালে গ্রীস্‌জনপদ-মাত্রের লোক নাগরিক, গ্রাম্য, এবং দাস এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যে যে প্রদেশে প্রজা-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তথাকারও কেবল নাগরিকেরাই প্রবল ছিল; গ্রাম্য লোক এবং দাসেরা রাজ-শক্তির সহিত কোন সম্পর্কই রাখিত না। গ্রাম্য লোকেরা স্বাধীন ছিল এবং কৃষি বাণিজ্যাদি ব্যবসায়দ্বারা দিন পাত করিত। কিন্তু দাসেরা প্রভুদিগের নিতান্ত অধীন ছিল; এমন কি, কোথাও কোথাও তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলেও প্রভুগণকে দণ্ডার্হ হইতে হইত না।

চতুর্থ অধ্যায়।

[লাইকর্গস্ এবং সোলন।]

গ্রীস দেশের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র-বিপ্লব এবং তুমুল অন্তর্ব্বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে স্পার্টা নগর সর্ব্বপ্রথমে বিমুক্ত হইয়া আপনার শ্রী এবং গৌরব সাধনে সমর্থ হইল। কথিত আছে যে, একজন মহানুভব পুরুষের প্রযত্ন এবং ধর্ম্মপরায়ণতা দ্বারাই এই কল্যাণকর ব্যাপার সমুৎপাদিত হইয়াছিল। ইহাঁর নাম 'লাইকর্গস্'। ইনি ক্রীট ও আসিয়া-মাইনর প্রভৃতি

নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করত বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই সকল দোষের আকর। কোন লোক যদি কখন ইন্দ্রিয়সুখসাধনে নিতান্ত তৎপরমতি না হয়, তবে তাহাদিগের গৌরবের কদাপি হানি হইতে পারে না। অতএব স্পার্টার লোক সকল লাইকর্গসকে আপনাদিগের দেশের নিমিত্ত ব্যবস্থা-প্রণালী নিরূপিত করণে অনুরোধ করিলে, তিনি এই কয়েকটী অদ্ভুত-পূর্ব্ব নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। প্রথমতঃ তিনি স্পার্টার সকল লোকের সম্পত্তি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন, তাহাতে কেহ সম্পন্ন কেহ দরিদ্র এমত প্রভেদ রহিল না। দ্বিতীয়তঃ তিনি ধন-সঞ্চয় নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে মুদ্রার ব্যবহার রহিত করিলেন। এক প্রকার লৌহময় বৃহদাকার অর্গ-লই কেবল মুদ্রার স্বরূপ প্রচলিত হইতে লাগিল। তৃতী-য়তঃ স্পার্টার নাগরিকেরা কেহ অপনাপন বাটীতে যথেচ্ছ পান ভোজনাদি করিতে পারিত না—সকলকেই সাধারণ ভোজন-গৃহে আসিয়া সাধারণ পাকশালায় প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিতে হইত। চতুর্থতঃ পিতা মাতা নিজনিজ ইচ্ছাক্রমে আপনাপন সন্তান সন্ত-তির প্রতিপালন করিতে পাইতেন না; কৌমারাবধি শিশুগণ সাধারণ শিক্ষাচার্য্য এবং ধাত্রীগণের নিকট সমর্পিত হইত। উহারা যথানিয়মে সকলের লালন পালন এবং সুশিক্ষা সম্পাদন করিত। লাইকর্গস ইহাও

নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, কোন শিশু বিকলাঙ্গ অথবা নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে তাহাকে প্রতিপালন না করিয়া 'টেজিটস্' পর্ব্বতের গুহামধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

লাইকর্গসের ব্যবস্থাপিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কিয়ৎকাল থাকিতে থাকিতেই স্পার্টানগর আপনাদিগকে অন্যাপেক্ষা এমত প্রবল পরাক্রান্ত বোধ করিতে লাগিল যে, অনতিবিলম্বে উহারা আর্গস এবং মেসিনিয়া এই দুই দেশের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। আর্গস্‌রাজ 'ফেটন্' অতি বিচক্ষণ এবং সমরদক্ষ ছিলেন। অতএব স্পার্টীয়েরা তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না। কিন্তু মেসীনীয়েরা উহাদিগের কর্ত্তৃক পরাভূত হইল। স্পার্টানিবাসিগণ মেসিনীয়দিগের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করিয়াছিল। এই হেতু ইহার কিছু কাল পরেই মেসিনীয়েরা বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ তাহাদিগের সেনাপতি যুদ্ধবীর 'অরিষ্টমিনিস্' অতি উদারস্বভাব এবং ধর্ম্মশীল ছিলেন। তাঁহার কৌশলে এবং বিক্রমে বহুকাল অবধি স্পার্টার জনগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও ভয়ব্যাকুল হইয়াছিল। পরিশেষে তিনিও যুদ্ধে নিহত হইলেন, এবং তাঁহার অনুচরবর্গ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইটালীর দক্ষিণাংশে এবং শিশিল দ্বীপের উত্তর ভাগে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। মেসিনীয়দিগের ঐ উপনিবেশ-স্থান অদ্যাপি 'মেসিনা' নামে বর্ত্তমান আছে।

এইরূপে স্পার্টা নগর সাতিশয় পরাক্রান্ত হইলে পর মধ্যগ্রীসের অন্তর্গত আটীকা প্রদেশের রাজধানী এথেন্স নগরীও অতি শীঘ্র প্রসিদ্ধিলাভ করিল। এথেন্স নগরে পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া পরিশেষে "সাইলন" নামা কোন ব্যক্তি কতকগুলি নীচ প্রজাকে স্বদলস্থ করিয়া আপনি সর্ব্বাধিপত্যলাভের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন। ইহাতে নাগরিক কুলীনবর্গ তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া উঠেন। সাইলন উহাঁদিগের সহিত সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে কতিপয় অনুচর সমেত প্রাণভয়ে পলায়ন করত দেবমন্দিরে শরণ লই-লেন। গ্রীকজাতির মধ্যে এমত প্রথা ছিল যে, কেহ দেবতার শরণ হইলে তিনি সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও ঐ দেবতার মন্দির মধ্যে কদাপি দণ্ডার্হ হই-তেন না। কিন্তু সাইলনের শত্রুপক্ষীয়েরা নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া ঐ প্রথার বিপরীতাচরণ করিলেন। সানুচর সাইলন্ দেবালয় মধ্যেই নিহত হইল।

কিন্তু অত্যল্প কাল পরেই আবার প্রজা সাধারণ প্রবল হইয়া উঠিল, এবং যে সকল কুলীনগণ ঐ রূপ বিধর্ম্মাচরণ সহকারে সাইলনের প্রাণবধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। এই রূপে দুই প্রতিপক্ষ দলের পরস্পরের প্রতি বিবিধ অত্যা-চার হওয়াতে প্রজামাত্রেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া 'ডেকো' নামক এক মহাত্মাকে ব্যবস্থাপকের পদে অভিষিক্ত

করিল। ড্রেকো পরম জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিতেন না যে, লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি সাধারণের যেরূপ দ্বেষ হওয়া আবশ্যক, তাহা কোন প্রকারেই না হইয়া বরং তাদৃশ অনুচিত ব্যবস্থার প্রতিই বিরাগ জন্মে। এইটী না বুঝিয়া ড্রেকো এই নিয়ম করিলেন যে, দোষী মাত্রেরই প্রাণদণ্ড বিধেয় হইবে। ঈদৃশ কঠিন ব্যবস্থা প্রণালী যে কখন কোন দেশে প্রচলিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য।

এথিনীয়েরা অত্যল্প কাল মধ্যেই ড্রেকোর প্রণীত নিয়ম সকল অপ্রচলিত করিয়া "সোলন্" নামক কোন অতীব বিচক্ষণ ব্যক্তিকে আপনাদিগের ব্যবস্থাপকরূপে বরণ করিল। সোলন্ ব্যবস্থাপক পদে অভিষিক্ত হইয়া যে সকল নিয়ম প্রচলিত করিলেন, তাহার গুণেই এথেন্স নগর গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ এথিনীয়দিগের সাধারণী সভাতে কেবল বংশ-মর্য্যাদানুসারে সভ্যগণের অধিষ্ঠান হইত। সোলন তৎপরিবর্ত্তে উক্ত সাধারণী সভাকে বিভবানুসারিণী করিলেন। ইহা করাতে উচ্চ পদবীলাভ সকল ব্যক্তিরই স্ব স্ব যত্নের অধীন হইয়া আসিল। সোলন্ এথিনীয় নাগরিকদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। তন্মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রধান শ্রেণী সম্ভুক্ত ছিল, তাহারা প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইত। যাহারা দ্বিতীয় শ্রেণী-

সম্ভুক্ত, তাহারা অশ্বারোহণে যুদ্ধে গমন করিত। তৃতীয় শ্রেণীর লোক সকল বর্ম্মধারী পদাতিক হইত। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা লঘু অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ করিত। এই শ্রেণীচতুষ্টয় মিলিত হইয়া যে সভা হইত, তাহাতে প্রতি শ্রেণীরই সমান শক্তি ছিল। প্রথম শ্রেণীর লোক-সংখ্যা অল্প বলিয়া যে সেই শ্রেণীর অভিমত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইবে এমন ছিল না। এই মহতী সভাতে রাজকীয় সকল বিষয়েরই বিচার এবং মীমাংসা হইত, কিন্তু ইহা ভিন্ন এথেন্সে আর দুইটী প্রসিদ্ধ সভা ছিল। তাহার একটীর নাম 'বুলি' বা 'চতুঃশতের সমাজ'। সাধারণ সভাতে যেমন সকল বিষয়ের বিচার হইবে, কি কি নিয়ম প্রস্তাবিত হইবে, কোন্ কোন্ প্রাচীন বিধি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রসঙ্গ হইবে, উক্ত বুলি নামক সভাতে তাহাই নির্দ্ধারিত হইত। দ্বিতীয় সভার নাম 'এরিওপেগস্'। এই সভাতে দেওয়ানী এবং ফৌজ-দারী উভয় প্রকার অভিযোগেরই নিষ্পত্তি হইত। কিন্তু সকল সভা হইতেই সাধারণী সভাতে 'আপীল' অর্থাৎ পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা হইতে পারিত। সুতরাং ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সকল শক্তিই সাধারণী সভার হস্ত-গত হইয়া পড়িল।

কিন্তু প্রথমেই সেই রূপ হয় নাই। প্রত্যুত 'পিসি-ষ্ট্রেটস' নামক কোন ব্যক্তি কৌশল করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় রাজশক্তি আপনার করকবলিত করত এথেন্সে

রাজ্য করিতে লাগিলেন। পরন্তু তাঁহার অন্যায়োপাত্ত রাজশক্তি ন্যায়পরায়ণতা সহকারে কার্য্যকারিণী হইয়াছিল। তাঁহার শাসনাধীন হইয়া এথিনীয় প্রজাগণ বহু কালের পর সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিয়াছিল। তিনি বিদ্বান্ লোকদিগের অতিশয় গৌরব করিতেন, এবং স্বয়ং কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তির সহাতায় মহাকবি হোমর-প্রণীত কাব্যের সন্দর্ভ শোধন করিয়া উহাকে বর্ত্তমান আকার করেন।

পিসিষ্ট্রেটসের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র 'হিপিয়াস' এবং 'হিপার্কস্' এথেন্স নগরে নির্ব্বিবাদে রাজা হইলেন। কিন্তু এথিনীয়েরা চিরকাল অস্থির-মতি ছিল। বিশেষতঃ উহারা পরাধীনতার নাম গন্ধও কখন সহ্য করিতে পারিত না। অতএব একটী সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল, এবং হিপার্কসকে বধকরিয়া হিপিয়াসকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিল। হিপিয়াস স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পারস্যরাজ প্রথম দরায়ুসের শরণাপন্ন হইলেন। দরায়ুসের সহিত এথিনীয়দিগের বিবাদের অন্য সূত্রও সেই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব তিনি হিপিয়াসের সমীপে অঙ্গীকার করিলেন যে, গ্রীসদেশ জয় করিয়া তাঁহাকে সেই দেশের রাজা করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

[গ্রীকদিগের সহিত পারসীকদিগের যুদ্ধ।]

গ্রীকদিগের সহিত পারস্যরাজ দরায়ুসের বিবাদের প্রথম সূত্রপাত ইহার বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কথিত হইয়াছে যে, গ্রীস হইতে সময়ে সময়ে অনেকানেক লোক যাইয়া এসিয়া মাইনরের উপকূলভাগে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। ঐ সকল উপনিবেশস্থান অতি শীঘ্রই ধনে জনে সমৃদ্ধি লাভকরিয়া বিদ্যাচর্চ্চায় এবং শিল্প নৈপুণ্যে গ্রীস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর হইয়া উঠিল। ফলতঃ যেমন কলমের গাছে মূল বৃক্ষ অপেক্ষাও শীঘ্র ফল ধরে, উপনিবেশ মাত্রেই প্রায় তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু গ্রীক ঔপনিবেশিকেরা তাদৃশ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াও আপনাদিগের পরস্পর বিবাদ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। উহারা কখনই ঐকমত্যাবলম্বন করিল না। প্রত্যুত ডোরীয়, আইওনীয় এবং ইয়োলীয়দিগের মধ্যে স্বদেশে যেরূপ বিবাদ ছিল, উপনিবেশ মধ্যেও সেইরূপ বিবাদ রহিয়া গেল। সুতরাং উহারা প্রতিবেশী 'লিডিয়া' রাজ 'ক্রীসস্' কর্ত্তৃক একে একে পরাজিত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া রহিল।

ক্রীসস্ পারস্যরাজ সাইরসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সেই অবধি গ্রীক-

দিগের উপনিবেশ সমস্তও পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীকেরা সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিত, কোন সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহাচরণ করিয়া স্বাধীন হয়। কিয়ৎকাল পরে একদা দরায়ুস্ 'ডন্' নদীর তীরবর্ত্তী 'সিথীয়' জাতির বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আসিলে, উক্ত গ্রীকেরা তাঁহাকে হীনবল বোধ করিয়া বিদ্রোহাচরণ করে, এবং আপনাদিগের সাহাষ্যার্থ প্রথমে স্পার্টার এবং তৎপরে এথেন্সের আশ্রয় প্রার্থনা করে। এথিনীয়েরা উহাদিগকে আশ্রয় দান করিবার নিমিত্ত কতকগুলি রণতরী প্রেরণ করিয়াছিল। তত্রত্য যোদ্ধৃগণের সহায়তায় বিদ্রোহীরা 'সার্ডিস্' নগর আক্রমণ করিয়া অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিল। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই দরায়ুস্ ঐ বিদ্রোহ দমন করিলেন।

দরায়ুস্ সেই অবধি গ্রীকজাতির প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব এথেন্স রাজ হিপিয়াস্ তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে সাতিশয় সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সমুদায় গ্রীস দেশ জয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমে তিনি স্বীয় জামাতা 'মার্ডোনিয়স্কে' সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া বহুসংখ্যক রণতরী এবং স্থলচর সেনা প্রেরণ করেন। কিন্তু 'থ্রেসের' দক্ষিণ উপকূল ভাগে "এথস্" পর্ব্বতের সন্নিধানে এক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবায়ু উত্থিত হইয়া অনেক রণতরী ও তৎসহ

বহু সৈনিক বিনষ্ট হয়। সুতরাং ঐ যুদ্ধযাত্রা সর্ব্বতোভাবে বিফল হইয়া যায়।

কিন্তু দরাযুস্ এইরূপ দৈবাঘাত দর্শনে ভীত হইলেন না। তিনি ৪৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর যত্ন সহকারে এক মহতী সেনা সংগ্রহ করিলেন, এবং 'ডেটিস্' ও 'আর্টাফর্নিস' নামক দুই জন সেনাপতির প্রতি তৎপরিচালনের ভার সমর্পিত করিয়া গ্রীসে প্রেরণ করিলেন। এই সেনা-কর্তৃক গ্রীসের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দ্বীপ পরাজিত হইল, এবং পরিশেষে এথেন্সের সমীপবর্ত্তী 'ইউবিয়া' দ্বীপও অধিকৃত হইল। এথিনীয়েরা এই আসন্ন বিপৎ কালে স্পার্টার স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু অদূরদর্শী ও একান্ত স্বার্থপর স্পার্টা-বাসীরা আপনাদিগের উপর তৎকালে কোন বিপৎপাতের শঙ্কা নাই, দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল না। যাত্রার দিন শুভ নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল। এথিনীয়েরা কি করে, শত্রু সমুপস্থিত দেখিয়া আপনারাই যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইল। উহাদিগের সর্ব্বশুদ্ধ দশ হাজার লোক ছিল, পারসীকেরা তিন লক্ষের ন্যূন নয়; সুতরাং পারসীকেরা বিবেচনা করিল, আপনারা অবশ্যই জয়ী হইবে। কিন্তু এথিনীয়দিগের সেনাপতি 'মিলটাইডিস' আপন সেনাদিগকে 'মারাথন্' নামক স্থানে এমত সুকৌশলে ব্যবস্থাপিত করিলেন, এবং তাহারাও আপনা-

দিগের ধন, ধর্ম্ম, স্বাধীনতাদি রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব শৌর্য্য প্রকাশ করিল যে, পারসীকেরা অল্পক্ষণ মধ্যেই ক্ষত বিক্ষত এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়ন করিল।

দরায়ুস্ এই ঘটনার সংবাদ পাইয়াও নিরুদ্যম হইলেন। তিনি গ্রীস বিজয়ের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে মিশরীয়েরা বিদ্রোহ উত্থাপন করাতে গ্রীসের প্রতি শীঘ্র দ্বিতীয় আক্রমণ করিতে পারিলেন না, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে গ্রীস দেশ পূর্ণ দশ বর্ষকাল নিরুপদ্রব রহিল। ঐ সময়ের মধ্যে এথেন্স এবং স্পার্টার সৈন্যগণ মিলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পারসীকদিগের অধিকৃত সমুদয় গ্রীসের দ্বীপ আক্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীন করিয়া দিল।

পরে ৪৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দে দরায়ুসের পুত্র জরক্সিস অন্যূন বিংশতি লক্ষ সেনা এবং তদুপযুক্ত রণপোতসমূহ লইয়া গ্রীস দেশ আক্রমণ করিলেন। উত্তর ভাগের সমুদায় গ্রীসীয় নগর তাঁহার নিকট জল মৃত্তিকা প্রেরণদ্বারা অধীনতা স্বীকার করিল। কিন্তু মধ্য এবং দক্ষিণ গ্রীসের জনগণ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্ব প্রথমে থেসালি প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে 'থর্ম্মপিলি' নামক একটী দুর্গম গিরিসঙ্কটমধ্যে কতকগুলি পিলোপনিসীয় সেনা স্পার্টার রাজা 'লিওনিডাস'

কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া জরক্সিসের গতিরোধ করিল। ইহারা এমত সাহস পূর্ব্বক করিয়াছিল যে, এক জন বিধর্ম্মী গ্রীক একটী গোপনীয় পথদ্বারা পারসীক সৈন্যকে উহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে আনয়ন না করিলে, বোধ হয়, এই স্থানেই জরক্সিসকে পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত। যাহা হউক, পারসীকেরা রহস্য বর্ত্ম প্রাপ্ত হইয়া গ্রীক বীরগণের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল, এবং স্পার্টা-মহীপতি স্বদেশ-প্রচলিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করা একান্ত অবজ্ঞাস্পদজ্ঞানে সানুচর নিহত হইলেন।

জরক্সিস এইরূপে থর্মপিলি উত্তীর্ণ হইয়া অতি দ্রুতগমনে এথেন্স নগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। এথিনীয়েরা তাদৃশ ভয়ঙ্কর বিপক্ষের হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করা নিতান্ত অসাধ্য জ্ঞানে বিজ্ঞবর 'থেমিষ্টক্লিসের' পরামর্শানুসারে সপরিবারে জাহাজারোহণ করিয়া 'সালামিস্' 'ট্রেজিন্' এবং 'ইজাইনা' প্রভৃতি উপনিবেশে প্রস্থান করিল। জরক্সিস তাহাদিগের শূন্য নগর অধিকার করিয়া অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন।

এই সময়ে পারসীকদিগের রণতরী সকল গ্রীকদিগের যুদ্ধ-পোত সমস্তকে আক্রমণ করিল। সালামিস দ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্রে এই যুদ্ধ হয় বলিয়া ইহাকে সালামিসের যুদ্ধ বলে। ইহাতে পারস্যেরা থেমিষ্টক্লিসের কৌশলে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় প্রাপ্ত হইল, এবং তাহা-

দিগের সম্রাট্ উপকূলভাগে একটী গণ্ডশৈলের উপর অবস্থিত হইয়া স্বচক্ষে আপন রণতরী ও সেনাসমূহের নিপাত দেখিলেন। ঐ সময়ে গ্রীকজাতীয়দিগের বিক্রম দর্শনে তাঁহার মনে এমত ভয়ের উদ্রেক হইল যে, তিনি আপন সেনাপতি 'মার্ডোনিয়সের' পরামর্শানুসারে তাঁহার নিকট তিন লক্ষ সৈন্য রাখিয়া স্বদেশে পলায়ন করিতে তিলার্দ্ধ কালও বিলম্ব ক'রলেন না।

জর্ক্সিস চলিয়া গেলে এথিনীয়েরা স্বদেশে ফিরিয়া আসিল, এবং অতি শীঘ্রই আপনাদিগের নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক্ এমত সুদৃঢ় প্রাকারদ্বারা পরিবেষ্টিত করিল যে, উহা একেবারে শত্রুর দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল। থেমিষ্টক্লিসের পরামর্শানুসারে এই সময় অবধি এথিনীয়েরা অনেকানেক সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ করিতেও লাগিল; তাহাতে এথেন্স নগর অচিরকাল মধ্যে সামুদ্রিক যুদ্ধে এবং বাণিজ্যে একেবারে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল।

ইহার পূর্ব্বে স্পার্টার রাজা, 'পসেনিয়স্' এবং এথেন্স নগরের সেনাপতি সুসাধু 'আরিষ্টাইডিস্' ইহাঁরা উভয়ে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া অতি শীঘ্রই বিয়োসিয়া প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং তথায় 'প্লেটিয়ার' যুদ্ধে মার্ডোনিয়কে পরাজয় করিয়া গ্রীস দেশকে পারসীকদিগের উপদ্রব হইতে নিঃশেষে পরিত্রাণ করেন। যে দিন প্লেটিয়ার যুদ্ধ হয়, সেই দিবস স্পার্টার অপর রাজা

'লিয়োটিকিডিস্' মাইকেলীয় যুদ্ধে অবশিষ্ট আর এক পারসীক সৈন্যেরও বিনাশ করিয়াছিলেন।

যে সময়টীর স্থূল স্থূল বিবরণ বর্ণিত হইল, ইহা নিঃসন্দেহই গ্রীকজাতির মহামহাত্ম্যের কাল। এই সময়ে গ্রীকেরা একান্ত অস্বার্থপরচিত্তে স্বদেশের হিত-সাধনার্থ ধন প্রাণ পণ করিয়াছিল, এবং এই জন্যই তাহারা তাদৃশ বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ বিদ্যানুশীলনদ্বারা জগতের উপকারসাধনে সমর্থ হইল। কিন্তু যাহার যে দোষ থাকে, তাহা কখনই নিতান্ত অস্ফুটভাবে থাকে না; সেই দোষের কোন কোন চিহ্ন অবশ্য সকল সময়েই প্রকাশ পায়। গ্রীক-দিগের মধ্যে যে পরস্পর নিরতিশয় বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, তাহা স্পার্টীয়দিগের মারাথনের যুদ্ধে আসিতে অস্বীকার করায় এক বার স্পষ্ট হয়, আবার যখন থেমিষ্টক্লিস্ এথেন্স নগর পুনর্নির্ম্মাণ করেন, তখন স্পার্টার লোকেরা তাঁহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করে, ইহাতেও উক্ত বিদ্বেষবুদ্ধি স্পষ্ট প্রকাশ পায়। এথেনীয়েরাও যে নিতান্ত লঘুচিত্ত এবং অব্যবস্থিতবুদ্ধি ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, উহারা আপনাদিগের পরমোপকারী এবং সুবিজ্ঞ সেনানীপরম্পরার প্রতি সাতিশয় ঈর্ষাপরবশ হইয়া উহাদিগকে একে একে নির্ব্বাসিত ও অন্যান্য প্রকারে দণ্ডিত করে। প্রথমে উহারা যুদ্ধজেতা বিখ্যাত 'মিল্টা-ইডিসকে কোন সামান্য অপরাধে অপরাধী করিয়া

কারাগৃহমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে। মিণ্টাইডিস ঐ কারাগারেই প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইহার পর 'আরিষ্টাইডিস্' মহাত্মাকেও তাহারা অকারণে নির্ব্বাসিত করে। পরিশেষে 'থেমিষ্টক্লিস্' নামক রাজনীতি-বিশারদ মহাপুরুষও এথিনীয়দিগের কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন। গ্রীকেরা এই সকল দোষেই পরিণামে অন্যকর্ত্তৃক পরাজিত এবং গৌরবচ্যুত হইয়া তাহাদিগের বর্ত্তমান হীন দশা প্রাপ্ত হইয়া আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[পসেনিয়স্—সাইমন্—পেরিক্লিস্—এথেন্সের চূড়ান্ত বৃদ্ধি।]

পরিণামে যাহাই হউক, সম্প্রতি পারস্যসম্রাটকে পরাজিত করিয়া অবধি কিছুকাল গ্রীকজাতির মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা ছিল না। তাহারা সমীপবর্ত্তী সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপ সকলকে অতি শীঘ্রই পারস্যের অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছিল, এবং মধ্যে মধ্যে এসিয়াখণ্ডের নানা স্থানেও অবতীর্ণ হইয়া পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিল। এই সময়ে স্পার্টার রাজারাই মিলিত গ্রীক সৈন্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্লেটিয়ার যুদ্ধজেতা 'পসেনিয়স' কর্ত্তৃক পারস্য মহারাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। এই জন্য জার্ক্সিস্ উহাঁকে গোপনে নানা প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে

সমুদায় গ্রীস দেশের একাধিপত্য এবং আপনার একটী কন্যাকে বিবাহ দিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলে, দুর্ম্মতি পসেনিয়স্ নিজ জন্মভূমির অপকার করণে সম্মত হইল। কিন্তু তাহার দুর্ম্মন্ত্রণা সফল না হইতে হইতেই স্পার্টার লোক সকল তাহার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিয়া সাধারণী সভাতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। পসেনিয়স প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া একটী দেবালয়মধ্যে শরণ লইলেন। স্পার্টার নাগরিকেরা তাঁহার বধার্থে নিতান্ত উৎসুক হইয়া ঐ দেবালয়সমীপে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দেবালয়মধ্যে নরহত্যা করিলে মহাপাপ হয়, এই জন্য সকলেই ইতিকর্ত্তব্যতানির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া কি করিবে চিন্তা করিতে লাগিল। এমত সময়ে উহার মাতা সেই স্থানে যাইয়া একখণ্ড প্রস্তর দেবালয়দ্বারে সংস্থাপিত করিলেন। লোক সকল তৎক্ষণাৎ ঐ সঙ্কেতের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া প্রস্তরগ্রথিত করিয়া দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। পসেনিয়স্ অনশনে প্রাণপরিত্যাগ করিলেন।

পসেনিয়সের এই দুষ্টাচরণে স্পার্টার সুমহৎ হানি হইয়াছিল। অপরাপর গ্রীক নাগরিকেরা স্পার্টার প্রতি বীতবিশ্বাস হইয়া আর তাহাদিগের অধীন আপনাপন সেনা নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন না। এথিনীয়েরাই উহাদিগের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া গ্রীস দেশে সর্ব্বকর্তৃত্ব লাভ করিল, এবং আপনাদিগের সেনা-

পতি 'সাইমনের' পরামর্শানুসারে পারস্যরাজ্যের প্রতি মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিয়া বিপুল অর্থ এবং যশো-লাভ করিতে লাগিল। সাইমন্ মহাবীর মিল্টাইডি-সের পুত্র ছিলেন। ইনি বহু যুদ্ধে পারসীকদিগকে পরাজিত করেন, বিশেষতঃ ৪৬৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ইউরী-মিডনের' যুদ্ধে পারসীকদিগের অনেক রণপোত এবং বহুল স্থলচর সৈন্য এক দিবস মধ্যেই পরাভূত করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সময়ে কেবল সাইমন্ মাত্রই যে এথেন্সের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এমত নহে। সাইমনের পিতৃশত্রু 'জাণ্টিপাসের' পুত্র 'পেরিক্লিশ' নামা অতি সদ্বক্তা ও রাজ-নীতিজ্ঞ কোন ব্যক্তি ঐ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া সাইমনের প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন। সাইমন এথেনীয় কুলীনদিগের এবং পেরিক্লিশ তত্রত্য প্রজা সাধারণের পক্ষ ছিলেন। এই দুই ব্যক্তিকে লইয়া এথেন্সে মহা দলাদলী উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত দলাদলী আরও বদ্ধমূল হইবার হেতু এই যে, কুলীনগণ স্পার্টার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া রাখিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন। প্রজাসাধারণের ইচ্ছা তাহার বিপরীত ছিল। এই সময়ে লেকোনিয়া প্রদেশে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পদ্বারা স্পার্টার অনেক ক্ষতি হওয়াতে ঐ সুযোগে হেলট নামক দাসবর্গ এবং মেশিনীয়েরা স্পার্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্পার্টাবাসীরা সেই সময়ে এথিনীয়-

দিগের স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিল। সুতরাং উহাদিগকে সাহায্য প্রদান করা যাইবে কি না, এই বিষয় লইয়া পূর্ব্বোক্ত দুই দলে ঘোরতর বিসম্বাদ হইতে লাগিল। পরিশেষে সাইমনের মতাবলম্বীরাই বিচার-জয় করিলেন। স্পার্টীয়েরা অনেক যুদ্ধের পর দাস-বর্গকে দমন এবং মেশিনীয় বিদ্রোহীদিগকে নির্ব্বাসিত করিল। উক্ত মেশিনীয়েরা আবাসবিরহিত হইয়া এথিনীয়দিগের নিকট প্রার্থনা করিলে, এথিনীয়েরা উহাদিগকে 'নপাক্টস্' নগরে বাসস্থান প্রদান করিল। এই যুদ্ধের নাম তৃতীয় মেশিনীয় যুদ্ধ। ইহা ৪৫৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

এই যুদ্ধের শেষাবস্থায় এথিনীয়দিগের সহিত স্পার্টার বিবাদের সূত্রপাত হয়। স্পার্টার লোকেরা অকারণে এথিনীয়দিগের অপমান করে। এথিনীয়েরা সেই আক্রোশে তৎক্ষণাৎ স্পার্টার চিরবৈরী 'আর্গসের' সহিত সন্ধি করে। তাহাতে করিন্থ নগর স্পার্টার পক্ষ বলিয়া এথেন্সের প্রতি বিরূপ হয়, আর থিবস্‌ও উহাদিগের সহিত যোগ দেয়। ফলতঃ গ্রীস দেশের চিত্র লইয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, যে দেশ ও যে রাজ্য যাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী, সে অরিপক্ষ ও তৎপরবর্ত্তী মিত্র-পক্ষ হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইহা একটী সাধারণ নিয়ম। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে ইহা প্রচলিত আছে। যাহা হউক, এই বিবাদে দুই তিনটী যুদ্ধ হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা

কোন বিশেষ ফল দর্শে নাই। পরিশেষে 'সাইমন্' এবং 'পেরিক্লিস্' উভয়ে একমত হইয়া ঐ শুষ্ক বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে পুনর্ব্বার সকল নগরে পরস্পর সন্ধিবন্ধন হইয়া সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

এইরূপ শান্তি ৪৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত থাকে। তাহার পর 'ডেল্‌ফি দেবালয়ের অধিকারিত্ব লইয়া ফোসীয় এবং ডেলফীয়দিগের মধ্যে বিবাদ হইলে স্পার্টীয়েরা ডেল্‌ফীয়দিগের এবং এথিনীয়েরা ফোসীয়দিগের পক্ষ হইল। তিন বৎসর ধরিয়া এই বিবাদ চলে। পরে ৪৪৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার উভয় প্রতিপক্ষ দলে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে 'থুসিডিডিস্' নামা জনৈক সুবিদ্বান ব্যক্তি এথেন্স নগরে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি পেরিক্লিসের প্রতিযোগী হইয়া যাহাতে ঐ সন্ধিসংস্থাপন না হয়, এমত পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পেরিক্লিসের মতই রক্ষা পাইয়াছিল। থুসিডিডিস্ অত্যন্ত সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি সর্ব্বপ্রধান ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য ছিলেন।

এই সন্ধি সংস্থাপনের পর পেরিক্লিস্ সেমস্ দ্বীপ জয় করেন, এবং অপরাপর বহু স্থলে এথেনীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত করেন। তাহার পর তিনি এথিনীয়দিগের সহকারী অপরাপর গ্রীকদিগকে বলিলেন, যদি তোমরা

পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধার্থ আপনারা সেনা ও রণতরী করিতে অনিচ্ছু হও, তবে আমাদিগকে বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান কর, আমরা সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সাধারণ শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিব। এই প্রস্তাবে অনেকেই সম্মত হইল, সুতরাং সেই অবধি এথেন্সের নাগরিকেরা অপর গ্রীকদিগের স্থানে করগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ঐ অর্থ সমুদায়ই কিছু সংগ্রাম কার্য্যে ব্যয়িত হইত এমত নহে। উহার অধিকাংশই এথেন্সের শোভাসম্বর্দ্ধনে পর্য্যবসিত হইত। বস্তুতঃ এই সময়ে এথেন্সের চূড়ান্ত বৃদ্ধির কাল। এই সময়ে উহাদিগের যেমন বল বিক্রম, তেমনি প্রভুত্ব, আর ততোধিক শিল্পনৈপুণ্য এবং বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। তখন যে সকল বিচিত্র প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহাদিগের ভগ্নাবশেষ এথেন্সে দৃষ্ট হয় এবং যাঁহারা তদ্দর্শন করেন, তাঁহারা সকলেই কহিয়া থাকেন যে, তেমন দিব্য গঠন নির্ম্মাণ পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই। পেরিক্লিসের সময়ে যেমন হর্ম্ম্যশিল্পের উন্নতি হইয়াছিল, তেমনি চিত্রবিদ্যা, ভাস্করীয় বিদ্যা, নাট্য বিদ্যা এবং কাব্যেতিহাস প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রেরও সম্যক্ আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে 'ফিডিয়াস্' নামক পৃথিবীর অদ্বিতীয় শিল্পকর এবং 'স্কাইলস' 'সফোক্লিস্' 'য়ুরিপিডস্' প্রভৃতি জগ-

কিন্তু 'পেরিক্লিস্' এথিনীয়দিগের উপকারার্থ এমত যত্ন করিয়াও উহাদিগের নৈসর্গিক কৃতঘ্নতা দোষের ফল ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার নিমিত্ত অভিযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁহার সদ্বক্তৃতা গুণে প্রজা সাধারণ অতি শীঘ্রই পুনর্ব্বার বশীভূত হইয়া পড়িল। যাহারা তাঁহার নামে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিল, তাহারাই লজ্জা প্রাপ্ত হইল। পরন্তু পেরিক্লিস্ এথেন্সের সমূহ উপকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময়ে 'আস্পেসিয়া' প্রভৃতি প্রধান প্রধান বারবনিতাদিগের এবং স্বদেশ-প্রচলিত ধর্ম্মের দ্বেষ্টা দার্শনিক পণ্ডিতগণের প্রাদুর্ভাব দর্শনে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, অপরিসীম সম্পত্তিশালী এথিনয়দিগের মধ্যে বিলাসলালসা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা সেই সময় হইতেই আরব্ধ হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়।

[পিলোপোনিসীয় যুদ্ধের বিবরণ—নিসিয়াসকৃত সন্ধি।]

এথিনীয়েরা যে অপরাপর গ্রীক নাগরিকদিগের স্থানে করসংগ্রহ করিয়াছিল, এই অন্যায়াচরণের ফল অতি শীঘ্রই ফলিল। উক্ত গ্রীক নাগরিকগণ এথেন্সের দৌরাত্ম্যে পরিপীড়িত হইয়া অনেকেই স্পার্টার সহায়তা-বলম্বনদ্বারা এথেন্সের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার মনন করিয়া-

নামক দুই জাতীয় লোক তৎকালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে আইওনীয়গণ সর্ব্বত্রই এথেন্সের পক্ষ এবং তদ্দৃষ্টানুগামী হইয়া সাধারণতন্ত্র-শাসন প্রণালী অবলম্বন করিতে সমুৎসুক হয়, আর ডোরীয়গণ স্পার্টার পক্ষ এবং তৎপ্রচলিত রীত্যনুসারে কুলীনতন্ত্র শাসনপ্রণালী গ্রহণ করিতে একান্ত যত্নবান থাকে। সুতরাং গ্রীস দেশ যে অতি শীঘ্রই দুই প্রতিপক্ষ মহাদলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর ঈর্ষা দ্বেষ এবং অবশেষে বিবাদ বিসম্বাদে এবং সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ফলতঃ এই সকল কারণে প্রসিদ্ধ পিলপোনিসীয় যুদ্ধের আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ বহুকালব্যাপী হইয়াছিল, এবং ইহার পরিণামে উভয় দলই এমত ক্ষীণবল হইল যে, অতি সহজেই সাধারণ শত্রুর কবলিত হইয়া পড়িল। জাতি বিবাদের ফলই এই। তদ্দ্বারা কাহারও কোন লাভ হয় না। চরমে উভয় প্রতিপক্ষেরই সমূহ হানি ঘটিয়া থাকে।

এই মহাযুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত অতি সামান্যরূপেই হইয়াছিল। ‘কর্সইয়া’ দ্বীপ এবং ‘এপিডাম্নস’ নগর উভয়ই করিন্থের উপনিবেশস্থান। ঐ দুই স্থানের লোকেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া কর্সিরীয়রা এথেন্সের এবং এপিডাম্নসের লোকেরা করিন্থের সাহায্য প্রার্থনা করে। করিন্থ দেশীয়েরা স্বয়ং এথেন্সের সহিত বিরোধ-

শরণাপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আর্গস্ ব্যতীত আর সকল পিলপনিসীয় নগর এবং মধ্য গ্রীসের অন্তর্গত 'মেগরা' 'ভোসিস' 'লোক্রিস' 'বিয়োসিয়া' ও অন্যান্য কতিপয় প্রদেশ স্পার্টার দলস্থ হইল। তদ্ভিন্ন ইহারা পারস্য-সম্রাটের স্থানেও সাহায্য প্রার্থনা করিল। এথিনীয়েরা 'কাইয়স' 'লেসবস' 'প্লেটীয়া' 'নপাকটস' 'আকার্ণানিয়া' প্রভৃতি কতিপয় জনপদবাসীদিগের স্থানে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

এইরূপে দুই দল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে স্পার্টার রাজা 'আর্কিডেমস' ৪৩১ পূঃ খৃষ্টাব্দে বহুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আটিয়া প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। পেরিক্লিসের পরামর্শানুসারে এথিনীয়েরা আপনাদিগের সুদৃঢ় প্রাকারবেষ্টিত নগর মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া রহিল; আর্কিডেমস অরক্ষিত তাবদ্দেশ বিলুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে এথিনীয়রা নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ছিল না। উহাঁরা আপনাদিগের রণ-পোত সমস্ত সুসজ্জিত করিয়া পিলোপনিসের উপকূলভাগে গিয়া অবতীর্ণ হইলেন, এবং স্পার্টীয়রা উহাদিগের যত ক্ষতি করিয়াছিল, উহারা তাহার শত গুণ অধিক করিয়া আসিলেন। ফলতঃ এই প্রথম বৎসরের যুদ্ধে এথিনীয়দিগেরই জয় স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় বৎসর পুনর্ব্বার আর্কিডেমস্ আটিয়া আক্র-

এবং রণতরীর দ্বারা স্পার্টা-পক্ষীয়দিগকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ এথেন্সের মধ্যে বহুলোক-সমাগম জন্যই হউক বা কারণান্তরপ্রযুক্তই হউক, অতি ভয়ঙ্কর মারীভয় উপস্থিত হইল। এই মহামারীতে চারি সহস্র নাগরিক এবং অন্যূন দশ সহস্র দাসের মৃত্যু হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহাত্মা পেরিক্লিসেরও লোকান্তর-গমন হয়। এই জন্য ইহার পর বৎসরেও এথিনীয়েরা বিশেষ বিক্রম প্রকাশকরিতে পারে নাই। বিক্রম প্রকাশ করিবে কি? যখন আর্কিডেমস্ এথেন্সের চির সুহৃৎ প্লেটীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন এবং বহু পরি-শ্রমের পর তাহাদিগের নগর উৎসন্ন করিলেন, তখনও এথিনীয়রা প্লেটীয়দিগের সাহায্যার্থে গমন করিতে পারিল না।

পিলোপনিসীয় যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ৪২৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে লেস্‌বস দ্বীপের লোকেরা স্পার্টার পক্ষ হইয়া এথেন্সের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু 'প্যাচিস' নামক এথিনীয় পোতাধ্যক্ষ কর্তৃক উহাদিগের প্রধান নগর 'মিটিলীনি' অধিকৃত হইল। সেই অবধি লেসবস দ্বীপ এথেন্সের মিত্র-রাজ্য না হইয়া অধীন বলিয়া পরি-গণিত হইতে লাগিল। এই বৎসর সিসিলি দ্বীপনিবাসী আইওনীয় এবং ডোরীয় নাগরিকদিগের মধ্যেও গ্রী-সের অন্তর্ব্বিবাদ সংক্রামিত হইয়াছিল। অর্থাৎ উক্ত দ্বীপস্থিত 'সিরাকুস' এবং 'লিয়ণ্টিন' এই দুই নগরের

মধ্যে প্রথম নগরটী স্পার্টার পক্ষ এবং দ্বিতীয়োক্তটী এথেন্সের পক্ষ হইয়া পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

৪২৬পূঃ খৃষ্টাব্দে 'এজিস' নামা স্পার্টার রাজা পুনর্ব্বার সসৈন্যে আটিকা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই স্বদেশরক্ষার্থ প্রতিগমন করিতে হইল। তাহার কারণ এই 'ডিমস্থিনিস্'নামা একজন এথিনীয় পোতাধ্যক্ষ মেশিনিয়া প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া তথাকার প্রাচীন নগর 'পাইলসে' একটী দুর্গ নির্ম্মাণকরেন। তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ মেসিনীয়েরা অনেকে আসিয়া মিলিত হয়, এবং স্পার্টার লোকেরা সমূহ যত্ন করিয়াও ঐ দুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই। আপনাদিগের গৃহ-দ্বারে এমন প্রবল শক্রর সমাবেশ দেখিয়া স্পার্টার জনগণ সাতিশয় সন্ত্রাসযুক্ত হইল এবং যে কোন প্রকারে হউক অবশ্যই পাইলস্ জয় করিতে হইবে, এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া উহার অনতিদূরবর্ত্তী 'স্ফাক্টিরিয়া' দ্বীপে আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিল। এথিনীয়েরাও সেই সময়ে যুদ্ধস্থলে কতকগুলি রণতরী প্রেরণ করে। সুতরাং স্ফাক্টিরিয়া দ্বীপস্থ স্পার্টীয় সেনাগণ কোথায় 'পাইলস' লইবে, না আপনারাই দুই দিকে শক্রসৈন্যদ্বারা রুদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু রুদ্ধ হইলে কি হয়, উহারা অনেকেই স্পার্টার প্রধান প্রধান বংশের সন্তান, মানভয়ে ভীত এবং সকলেই রণপণ্ডিত ছিল। অতএব তাহারা এমন বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল

যে, এথিনীয়েরা দুই দিক হইতে একেবারে আক্রমণ করিয়াও উহাদিগের অধিকৃত দ্বীপে দন্তস্ফুট করিতে পারিল না। এই সময়ে এথিনীয়দিগের সভাতে দুই ব্যক্তি অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনের নাম 'ক্লিয়ন্' অপর ব্যক্তির নাম 'নিসিয়াস'। ক্লিয়ন্ নিতান্ত গর্ব্বিত, মূর্খ, অব্যবস্থিত-চিত্ত ছিল। নিসিয়াস শান্ত-স্বভাব, বিজ্ঞ এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। যখন স্ফাক্টিরিয়া জয় হইতেছে না, এমত সংবাদ এথেন্সে পৌঁছছিল, তখন ক্লিয়ন্ বলিয়া উঠিল, যদি আমি সেনাপতি হই, তবে রণস্থলে গমন মাত্র স্পার্টীয় বীরগণকে পরাজিত ও নিগড়-বদ্ধ করিয়া আনিতে পারি। এথিনীয়েরা জানিত যে, ক্লিয়নের কোন ক্ষমতাই নাই। তথাপি লঘু-চিত্ত ব্যক্তিগণের কি বিচিত্র কার্য্য! তাহারা তামাসা দেখিবার বাসনায় তৎক্ষণাৎ সকলে একমত হইয়া ক্লিয়ন্‌কেই সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করিল। কিন্তু, কেমন দৈবঘটনা! ক্লিয়ন্ স্ফাকটিরিয়া দ্বীপে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে স্পার্টীয়দিগের শিবিরসন্নিহিত বনে অগ্নি লাগিল, সুতরাং উহারা যথোচিত বিক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়া পরাজিত এবং বন্দীকৃত হইলে ক্লিয়নের প্রতিজ্ঞা পূরণ হইল।

ইহার পর ক্লিয়ন্ আর এক যুদ্ধে যায়। মাসিডোনিয়ার সন্নিহিত উপকূলভাগে কতিপয় নগর এথেন্সের

বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিল। বিশেষতঃ স্পার্টার রাজা মহাবীর 'সাধুশীল ব্রাসিডাস' ঐ প্রদেশে উপস্থিত হইয়া এথিনীয়দিগের অনেক হানি করিতেছিলেন। ক্লিয়ন্ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপেই পরাস্ত এবং স্বয়ং নিহত হইল। কিন্তু স্পার্টীয়দিগের রাজাও ঐ সময়ে বিজয়লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমরশায়ী হইলেন।

এইরূপে উভয় পক্ষের বিবিধ অপকারদর্শনে উভয় দলের লোকেই সমরপরাঙ্মুখ হইয়া পরিশেষে ৪২১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সন্ধিবন্ধনে সম্মত হইল। নিসিয়াস এই সন্ধির প্রধান প্রয়োজক ছিলেন বলিয়া ইহাকে নিসিয়াসের সন্ধি বলে।

অষ্টম অধ্যায়।

[সিসিলি আক্রমণ—আল্‌সিবাইডিস্—এথেন্সের স্বাধীনতা বিলোপ।]

গ্রীসে কোন সন্ধিই অধিক কাল স্থায়ী হইবার নহে। বিশেষতঃ এই সময়ে নিসিয়াসের প্রতিযোগী 'অল্‌সিবাইডিস্' নামক নানা গুণসম্পন্ন কিন্তু নিতান্ত স্বার্থপর এবং সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত যে যুবা পুরুষ এথিনীয়দিগের সভামধ্যে আপন ক্ষমতাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহার একান্ত বাসনা হইল যে, পুনর্ব্বার দুই দলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কারণ তাহা হইলে তিনি সেনাপতি হইয়া খ্যাতি এবং সম্পত্তিলাভ করিয়া চরি-

তার্থ হইতে পারেন। ফলতঃ তাঁহারই কৌশলে পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে 'মিলস্' দ্বীপ এথিনীয়দিগের অধিকৃত হয়।

এথিনীয়েরা ইহারই কিয়ৎকাল পরে সিসিলিদ্বীপজয়াভিলাষে বহু রণতরী এবং সমূহ সেনা প্রেরণ করে। প্রথমে আল্‌সিবাইডিস্ ও 'লামাকস্' এবং নিনিয়াস্ ইহাঁরা তিন জনে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া যাত্রা করেন। কিন্তু আল্‌সিবাইডিসের শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহার অবিদ্যমানে অভিযোগ উত্থাপন করাতে তাঁহাকে প্রত্যানীত করিবার নিমিত্ত অনুজ্ঞাপত্রী প্রেরণ হয়। আলসিবাইডিস্ তৎপ্রাপ্তিমাত্র সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করত স্পার্টা নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। ইনি স্পার্টায় গিয়া তত্রত্য নাগরিকদিগকে এই পরামর্শ দিলেন যে, এথিনীয়েরা যাহাতে সিসিলি দ্বীপ জয় করিতে না পারে, এমত চেষ্টা করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্পার্টার লোকেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করত অবিলম্বে 'গিলিপস্' নামা আপনাদিগের সেনাপতিকে বহু সৈন্য সমেত সিসিলি দ্বীপে প্রেরণ করিল। এক্ষণে 'হর্ম্মোক্রেটীস্' নামক একজন সদ্বক্তা ও সুবিবেচক যুদ্ধবীর সিরাকুসীয় নাগরিকগণের অধ্যক্ষতা গ্রহণপূর্ব্বক বিলক্ষণ কৌশল সহকারে উক্ত নগর রক্ষা করিতেছিলেন। গিলিপসের সহিত তাঁহার সংযোগ হইলে এথিনীয়েরা দুর্ব্বল হইল। ফলতঃ যে

দেশের স্থানসন্নিবেশাদি উত্তমরূপ জানা না থাকে, যেখানকার সমুদ্রের কোথায় কত জল, কেমন স্রোতঃ কিছুই পরিজ্ঞাত না হয়, বিশেষতঃ যদি সেই দেশের প্রজা বিরূপ হয়, তবে ইহা জয় করা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। কিন্তু নিসিয়াস্ যে তেমন কোন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই বোধ হয় না। আর তাঁহার অভিনব সহযোগী ডিমস্থিনিসও তাঁহার অপেক্ষা সমধিক গুণশালী ছিলেন না। সুতরাং বিচক্ষণ হর্ম্মোক্রেটিস এবং রণপণ্ডিত গিলিপসের হস্তে উঁহারা সর্ব্বতোভাবেই পরাভূত হইয়া সপোতসৈন্য বন্দীকৃত হইলেন। বন্দীকৃত এথিনীয়েরা অধিকাংশই সিসিলীয়গণের দাসত্বে নিযুক্ত হয়।

এথেন্সে এই দুঃসমাচার প্রচারিত হইবামাত্র একবারে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। এথিনীয়েরা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে, তাহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য গৌরব, বিভব সকলই সিসিলি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর কখন পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ স্পার্টার লোকেরা উদ্যম করিলে সেই সময়েই এথেন্স জয় করিতে পারিত। কিন্তু উহারা তখন কিছুই করিল না। কেবল আটিকার মধ্যে 'ডেসিলিয়া' নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া এথেন্সের পার্শ্বে কণ্টকস্বরূপ হইয়া পীড়া দিতে লাগিল। 'আল্‌সিবাইডিস্'ও স্পার্টার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া এথেন্সের সহিত যে

সকল দেশের মৈত্রী ছিল, তাহাদিগকে একে একে স্পার্টার পক্ষ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এথিনীয়েরা আপনাদিগকে নিতান্ত অসহায় দেখিয়া অগত্যা 'আল্‌সিবাইডিসকেই' প্রত্যানয়নার্থ সচেষ্ট হইল। 'আল্‌সিবাইডিস্' বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তোমরা শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত করিয়া সাধারণী সভার ক্ষমতা হ্রাস করত আমার মনোনীত চারি শত লোকের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ কর, তবে আমি তোমাদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া শত্রুপরাভব করি। গত্যন্তররহিত দুর্ভাগ্য এথিনীয়েরা তাহাও স্বীকার করিল। তখন 'আল্‌সিবাইডিস্' স্বয়ং তাহাদিগের সেনাপতি হইলেন, এবং অচিরকাল মধ্যে স্পার্টার বহু সৈন্যচয় পরাভব করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের পোতাধ্যক্ষ 'মিণ্ডেরস্‌কে' যুদ্ধে নিহত ও তদধীন সমুদায় যুদ্ধ-পোত স্বহস্তগত করিলেন। এথিনীয়দিগের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কিন্তু ইহার অত্যল্প কাল পরে 'আল্‌সিবাইডিসের' অনুপস্থিতিতে তাঁহার সৈন্যচয় অপর এক জন সেনানায়কের দোষে স্পার্টার সেনাপতি চতুররাজ 'লাইসাণ্ডর' কর্ত্তৃক পরাভূত হইল। ইহা হওয়াতে এথিনীয়েরা স্থির করিল যে, আবার বুঝি আল্‌সিবাইডিস্ শত্রুপক্ষ হইয়াছে, নচেৎ তৎপরিচালিত সৈন্যের কদাচ পরাভব হয় না। এই বিবেচনা করিয়া উহারা আল্‌সিবাইডিসকে পুনর্ব্বার

নির্ব্বাসিত করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্ব-প্রচলিত সাধারণ তন্ত্র শাসন-প্রণালী পুনঃ সংস্থাপিত করিল। আল্‌সিবাইডিস্ ইহার পর আর কখন জন্মভূমির মুখ দর্শন করিতে পাইলেন না। পারস্যরাজ্যের সেট্রাপ 'ফার্ণাবেজস্' তাঁহাকে বিনষ্ট করেন।

ইহার পর 'আর্গিনুস্' অন্তরীপের সন্নিধানে স্পার্টার এবং এথেন্সের রণতরী সকলে তুমুল সংগ্রাম হয়। তাহাতেও এথিনীয়েরা জয়লাভ করে, এবং বিপক্ষ সেনাপতি সুসাহসিক 'কালিক্রেটিডাস্' উহাতে রণশায়ী হন। কিন্তু এথেনীয় নাগরিকেরা এমনি পাপিষ্ঠ যে, যুদ্ধজেতা সেনানীগণের বিরুদ্ধে অকারণ অভিযোগ করিয়া তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। বোধ হয়, যেন এত দিনে এথিনীয়দিগের পাপের ভার পূর্ণ হইল। কারণ ইহার পর 'লাইসাণ্ডর' পুনর্ব্বার স্পার্টার সেনাপতি হইয়া 'ইগসপটামসের' যুদ্ধে এথিনীয়দিগের সকল যুদ্ধপোত আপন হস্তগত করিলেন, এবং অবিলম্বে এথেন্সের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এথিনীয়েরা তৎকালে সম্পূর্ণরূপে অশরণ হইয়া পড়িয়াছিল। 'লাইসাণ্ডর' থেমিষ্টক্লিস বিনির্ম্মিত এথেন্সের প্রাকার সমস্ত ভগ্ন করিয়া দিলেন, সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তে ত্রিংশৎ ব্যক্তির দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে এমন নিয়ম সংস্থাপিত করিলেন। এথিনীয়েরা কখন বার খানির অধিক যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পা-

রিবে না এমত স্বীকার করাইলেন,আর উহারা স্পার্টার শত্রুকে আপনাদিগের শত্রু এবং স্পার্টার মিত্রকে আপনাদিগের মিত্রজ্ঞান করিয়া চলিবে, এমত অঙ্গীকার করাইলেন। ফলতঃ যে এথেন্স গ্রীসদেশের চক্ষুস্বরূপ ছিল, ইহার পর তাহা কেবল নামে মাত্র বর্ত্তমান রহিল। এই ব্যাপার ৪০৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

নবম অধ্যায়

[ত্রিংশদ্দুরাচারের শাসন—সক্রেটিস—বিদ্যাচর্চ্চা—পারস্যসাম্রাজ্য—জেনোফন এজিসিলেয়স আণ্টাল সিডাস্-কৃত সন্ধি।]

এথেন্সে লাইসাণ্ডর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ত্রিংশদ্ব্যক্তির শাসন আরম্ভ হইলে প্রজা সকল অত্যন্ত প্রপীড়িত হইতে লাগিল। অনেক সুভদ্র ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন, দুষ্ট লোক মাত্রের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইল; ফলতঃ এথেন্সের পরম শত্রুপক্ষীয়েরাও উহার তাৎকালিক দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়াছিলেন। অন্যের কথা কি, স্পার্টার লোকেরাও অনেকে আপনাদিগের পূর্ব্ব প্রতিযোগী এথেন্সকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। শাসনকর্ত্তা ত্রিংশদ্ব্যক্তির মধ্যেও কেহ কেহ প্রজাপক্ষ হইয়া অত্যাচার নিবারণের যত্ন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ ‘থেরামিনিস্’ নামা উহাঁদিগেরই এক জন

ভাবসম্পন্ন হইয়া উঁহাকে 'হেমলক্' নামক বিষময় বৃক্ষ-পত্রের রসপান করাইয়া নষ্ট করেন।

এই সময়ে 'হেমলক্' রসপানে আর এক মহাত্মার প্রাণবিনাশ হয়। ইনি পৃথিবীতে কেবল পরোপকার সাধনার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহাঁকে 'ডলফির' ভাগ্রং 'আপলো' দেব 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী' বলিয়া উল্লেখ করেন—ইহাঁরই শিষ্যমণ্ডলী প্রণীত বিবিধ দর্শনশাস্ত্রের জ্যোতিঃ দ্বারা সকল সুসভ্য জনপদ অদ্যাপি প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে—ইহাঁরই চরিত্র অদ্যাপি লোকের আ-দর্শস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে—এই পরম জ্ঞানী মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের পথপ্রদর্শক জগদগুরু সুসাধু 'সক্রেটীস' এই সময়ে নিধনপ্রাপ্ত হন। ইহাঁর মৃত্যুবিবরণ পাঠ করিলে পাঠকমাত্রেরই শরীর লোমাঞ্চিত হয়, এবং সকলেরই মন হইতে মৃত্যুভয় দূরীকৃত হয়। ইনি কারারুদ্ধ হইয়া শিষ্যবর্গের সহিত যে কথোপকথন করেন, তাহারই তাৎপর্য্য সঙ্কলন করিয়া প্রিয় শিষ্য 'প্লেটো' জীবাত্মার অনশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া জীবাত্মার চিরস্থায়িত্ব বিষয়ে এমত দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, একদা 'ক্লিয়ম্ব্রোটস্' নামা কোন গ্রীসীয় যুবক স্বেচ্ছাতঃ প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ফলতঃ সক্রেটিস্ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, ইহা ভাবিতে গেলে অবশ্যই বোধ হইবে যে, ইহলোকে

দিগের স্ব স্ব কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইতে পারে না।

এথেন্স হইতে যত সুভদ্র ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হন, তন্মধ্যে 'থ্রাসিবুলস' নামা এক মহাত্মা ত্রিংশদ্দুরাচারের প্রতি প্রজামণ্ডলীর বিরাগ দর্শন করিয়া জন্ম-ভূমির স্বাধীনতা সাধনের উপায় করিলেন। ইনি হঠাৎ আসিয়া এথেন্স আক্রমণ করত উক্ত দুরাচারদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। স্পার্টার লোকেরাও এথেন্সের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার স্বাধীন হইতে দিল। বিশেষতঃ লাইসাণ্ডরের প্রতিপক্ষ স্পার্টার রাজা 'পসেনিয়সের' অনুগ্রহে এথেনীয়েরা নির্ব্বিঘ্নে আপনাদিগের পূর্ব্বরূপ শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিতে পারিল।

এথিনীয়েরা ইহার পর শীঘ্র কোন বিশেষ যুদ্ধে হস্তার্পণ করে নাই। তাহাদিগের নগরে 'অরিষ্টফেনিস' প্রভৃতি যে সকল মহাকবিগণ নাটিকা ত্রোটকাদি বিরচন করিতেছিলেন, প্লেটো এবং 'ডাইওজিনিস্' প্রভৃতি দার্শনিক দর্শনশাস্ত্রের যেরূপ সম্যক্ চর্চ্চা করিতেছিলেন, থুসিডিডিস্ প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তারা যে সকল বিচিত্র পুরাবৃত্ত বিরচনদ্বারা গ্রীকদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিতেছিলেন, এথিনীয়েরা অধিকাংশ সেই সকল দর্শন শ্রবণাদি করিয়া নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিঘ্নে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু স্পার্টার লোকেরা কখনই কাব্য-রসপ্রিয় ছিল

না। যুদ্ধই তাহাদিগের এক মাত্র ব্যবসায় ছিল। উঁহারা যেরূপে পারস্য রাজ্যের সহিত তুমুল সংগ্রামে নিমগ্ন হইল, তাহা ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।

পারস্য সম্রাটেরা গ্রীসের প্রতিকূলে সমূহ সৈন্য প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাহাদিগের বৃহৎ সাম্রাজ্য অতিশয় হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। আর কোন সম্রাটও সমধিক কাল রাজ্য করিয়া দেশের বল বৃদ্ধি করেন, এমত অবকাশ পান নাই। জরক্সিসের পরবর্ত্তী ভূপালেরা কেহ সাত মাস কেহ বা দুই মাস মাত্র রাজ্য করিয়া কোন বিশেষ কীর্ত্তি ব্যতিরেকে লোকান্তর গমন করেন। পরিশেষে 'আর্টাজরক্সেস নিমন্' এবং সাইরস্ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ে রাজ্যাধিকার লইয়া মহা বিবাদ হয়। 'সাইরস্' কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কতকগুলি গ্রীক জাতীয় সৈন্যের সহায়তায় রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবার লোভে জ্যেষ্ঠের প্রতিকূলে জৈত্র যাত্রা করেন। বেবিলনের নিকটবর্ত্তী 'কুনাক্সা' নামক স্থানে উভয় প্রতিপক্ষ সৈন্যে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গ্রীক সেনাগণ বিজয়ী, কিন্তু সাইরস্ স্বয়ং নিহত হন। ইহার পর পারস্য-সম্রাটের অনুচরবর্গ উক্ত গ্রীক সেনার অধিপতি সমস্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রাণবধ করে। এইরূপে গ্রীক সৈন্যগণ শত্রু-রাজ্যমধ্যে রাজবিহীন এবং নায়কবিহীন হইয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু সুসভ্য সাহসিক

বীরগণের কেমন ক্ষমতা! দশ সহস্র গ্রীক সেনা অনায়াসে বিঘ্নসমূহ উত্তীর্ণ হইয়া হইয়া স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সক্রেটিসের শিষ্য বিজ্ঞবর জেনোফন্ নামক ইতিহাস-বেত্তা ঐ গ্রীক সেনা সকলকে স্বদেশে প্রত্যানীত করেন।

এই সময় অবধি গ্রীকজাতির সহিত পারসীকদিগের পুনর্ব্বার সংগ্রাম আরম্ভ হইল। গ্রীস দেশের মধ্যে এক্ষণে স্পার্টাই সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিল। অতএব তদ্দেশীয় সেনাপতিগণ সসৈন্যে যাইয়া পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ ‘এজিসিলেয়স্’ নামা অতি বুদ্ধিমান স্পার্টার খঞ্জ ভূপাল পারস্য সাম্রাজ্যকে ছারক্ষার করিয়া ফেলিলেন। এমত সময়ে পারসীকেরা বাহুবলে গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া আপনাদিগের অর্থবল বিস্তার আরম্ভ করিল। অর্থাৎ উহারা আর্গস, করিন্থ, এথেন্স, এবং থিব্স প্রভৃতির নাগরিকগণকে বহু অর্থ প্রদান করিয়া স্পার্টার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সম্মত করিল। এই যুদ্ধের উপক্রম হইলে স্পার্টীয়েরা আপনাদিগের রাজা এজিসিলেয়স্কে গ্রীসে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু তিনিও স্বদেশের প্রাধান্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন। পরিশেষে ৩৮৭ পূঃ খৃঃ অব্দে ‘আণ্টাল্সিডাস’ নামক এক জন স্পার্টার নাগরিক পারস্যে যাইয়া সাধারণ সন্ধি বন্ধন করিয়া আসিল। উক্ত সন্ধিপত্রীর

নিয়মানুসারে 'এসিয়া মাইনরের' উপকূলবর্ত্তী গ্রীসীয় উপনিবেশ সমুদায় পারস্য-সাম্রাটের অধীন হইল, গ্রীসের অন্তর্গত কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ নগর মাত্রেরই পরস্পর স্বাধীন থাকিবার প্রস্তাব হইল, এবং স্পার্টার যুদ্ধপোত সমস্ত পারস্য সম্রাটের হস্তগত হইল। ফলতঃ একান্ত স্বার্থপর স্পার্টার লোকেরা আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রীসের মাহাত্ম্যকে পারস্য-সম্রাটের পদাবনত করিল।

দশম অধ্যায়।

[থিবসের প্রাধান্য—ফিলিপ—ডিমস্থিনিস—মাসিডোনিয়ার প্রাধান্য।]

স্পার্টীয়েরা এইরূপে পারস্যের সহিত হীন সন্ধি করিয়া নানা প্রকার কৌশলে পুনর্ব্বার গ্রীসমধ্যে আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। একদা তাহাদের সেনাপতি 'ফিবিডাস্' অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক থিবস নগরের দুর্গাধিকার করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলি স্বজাতীয় সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া আসিলেন। স্পার্টীয়েরা ফিবিডাসের দণ্ড করিল বটে, কিন্তু তৎকৃত অধিকার পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। ঐ সময়ে থিবসের সহিত স্পার্টার সন্ধি ছিল; সুতরাং উহাদের তাদৃশ দুষ্টাচরণ দর্শনে গ্রীসের সকল লোকেই স্পার্টীয়দিগের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে

'পিলোপিডাস্' নামক কোন মহাত্মা থিব্স হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া স্থানান্তরে নিবাস করিতেছিলেন। তিনি একদা রাত্রিযোগে কতিপয় স্বজন সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং স্পার্টীয় পক্ষ দুরাচারদিগকে বিনষ্ট ও বিবাসিত করিয়া জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধন করিলেন। ঐ সময়ে 'ইপামিনণ্ডাস্' নামা কোন পণ্ডিত থিব্সে বাস করিতেন। তিনি শাস্ত্রানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া তৎকালোপযোগী শস্ত্রবিদ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক বিলক্ষণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে পর থিব্সের লোকেরা তাঁহাকেই সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিল। ইপামিনণ্ডাস্ যুদ্ধের নানা আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিলেন, এবং 'লিউক্ট্রার' যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয়দিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া স্পার্টা নগর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে গেলেন। ফলতঃ তাঁহার সময়ে থিব্স নগর গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইল। এথিনীয়েরাও ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া আপনাদিগের পরম শত্রু স্পার্টীয়দিগের সহিত যোগ দিল। কিন্তু উহারা কেহই থিব্সের তেজোহ্রাস করণে সমর্থ হইল না। 'মাণ্টিনিয়ার' যুদ্ধে এথেন্স এবং স্পার্টার মিলিত সৈন্যচয় ইপামিনণ্ডাসের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু ঐ যুদ্ধে তিনি স্বয়ং নিহত হইলেন। এই সময়ে স্পার্টার রাজা সুবিখ্যাতনামা এজিসিলেয়স্ও লোকান্তর গমন করেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে মিসরে গমন করিয়াছিলেন।

কারণ মিসরীয়েরা পারস্যরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থা-
পন করিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল।
কিন্তু এজিসিলেয়েস্ মিসরে কৃতকার্য্য হইতে পারেন
নাই। তিনি হীনবল হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনানন্তর
লৌকিকী লীলা সম্বরণ করেন। এই সময়ে স্পার্টীয়েরা
একান্ত ক্ষীণবল হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিল,
এবং ৩৬১ পূঃ খৃঃ অব্দে সন্ধিপত্র অবধারিত হইয়া
কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমরানল নির্ব্বাপিত হইল।

থিবীয়দিগের প্রাধান্যের সময়ে উহারা মাসিডোনিয়া
প্রদেশে এক দল সৈন্য প্রেরণ করে। তৎকর্ত্তৃক মাসি-
ডোনীয় রাজাদিগের অন্তর্ব্বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, এবং
তথাকার রাজপুত্র ফিলিপ থিব্‌স নগরে আনীত হন।
ইপামিনণ্ডাস যুবরাজ ফিলিপের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ
করিতেন, এবং তাঁহাকে স্বাবিষ্কৃত সমরকৌশল সকল
শিক্ষা করাইয়া বিলক্ষণ যুদ্ধনিপুণ করিয়াছিলেন। ফিলিপ
স্বদেশে রাজা হইয়া আপনার রণপাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ
পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মাসিডো-
নিয়া ও থ্রেশের উপকূলবর্ত্তী গ্রীসীয় ঔপনিবেশিকদিগকে
আপন অধীন করিলেন, মাসিডোনিয়ার সৈন্যগণকে
সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন, গ্রীসের বাগ্মিগণকে উৎকোচ
প্রদানদ্বারা স্ববশীভূত করিলেন, এবং যখন গ্রীকেরা
সকলে মিলিত হইয়া ফোসীয়দিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে
প্রবৃত্ত হয়, তখন তিনি কৌশলপূর্ব্বক আপনাকে ঐ

মিলিত সৈন্যের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করাইলেন। এই-রূপে মাসিডোনিয়ার রাজা গ্রীসের মধ্যে অদ্বিতীয় শক্তি-সম্পন্ন হইলে পর কোন কোন সুবোধ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ এথেন্স নগরের প্রধান সদ্বক্তা 'ডিমস্থিনিস' বহু পূর্ব্বাবধি ফিলিপের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ জগতে যে সকল অসাধারণ ব্যক্তি সময়ে সময়ে প্রাদু-র্ভূত হইয়া থাকেন, ডিমস্থিনিস্ সেই মহানুভব-দিগের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য ছিলেন। ইহাঁর চরিত্র পাঠ করিলে মনে অদ্ভুত রসের উদয় হয়, এবং 'মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই,' এই প্রসিদ্ধ উক্তি সপ্রমাণ হয়। ইনি বালককালে তোতলা ছিলেন, ইহাঁর মুদ্রাদোষও বিবিধ প্রকার ছিল, স্মৃতিশক্তিও উত্তম ছিল না, বহু পরিশ্রমে যাহা অভ্যাস করিতেন, অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহা সমুদায় বিস্মৃত হইতেন। ইনি শিক্ষাগুরুও উত্তম পান নাই, এবং সহাধ্যায়িগণ পাঠ-কালে ইহাঁর বিকৃত অঙ্গভঙ্গী দর্শন করিয়া হাস্য বিদ্রু-পাদিদ্বারা সর্ব্বদাই মনোমালিন্য জন্মাইত। কিন্তু ডিমস্-থিনিস্ এই সকল বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া জগতে অদ্বি-তীয় খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে, উহাঁর তুল্য সদ্বক্তা কোন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি বালককালে জিহ্বার জড়তা নিবারণ করিবার নিমিত্ত মুখমধ্যে

উপলখণ্ড স্থাপন করিয়া সমুদ্রকূলে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন--মুদ্রাদোষ নিবারণার্থ আপন স্কন্ধদেশের উপরিভাগে সুতীক্ষ্ণ করবালদ্বয় আলম্বিত করিয়া রাখিতেন, সুতরাং কিঞ্চিত অঙ্গভঙ্গী হইলেই অসিধারে তাঁহার শরীর বিদ্ধ হইত—স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তিনি যে পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহা স্বহস্তে সমুদয় লিখিতেন, বিশেষতঃ থিউসিডিডিস্ প্রণীত বিচিত্র ইতিহাস গ্রন্থখানিকে তিনি উপর্য্যুপরি আট বার লিখেন—অপরন্তু পাছে লোকালয়ে গমন করিলে নিরর্থক সময়াতিপাত হয়, এই ভয়ে অর্দ্ধমুণ্ডিত হইয়া স্বগৃহে নিরুদ্ধ থাকিতেন, এবং দর্পণ সমক্ষে স্ববিরচিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া স্বয়ং স্বকীয় দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। ডিমস্থিনিস্ এইরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশের হিতসাধনে সচেষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ্ অত্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষ এবং যেমন দুরাকাঙ্ক্ষ তেমনি সতর্ক, সুতরাং কেহ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন না। ডিমস্থিনিস্ এথেন্সপুরবাসিগণকে সর্ব্বদাই সাবধান করিতেন, যেন তাহারা ফিলিপকে বলবৃদ্ধি করিতে না দেয়। কিন্তু এথিনিয়েরা প্রথমে কোন বিশেষ চেষ্টা করিল না, পরিশেষে ৩৩৮ পূঃ খৃঃ অব্দে যখন ফিলিপের দুষ্টাভিপ্রায় ব্যক্ত হইল, তখন এথিনীয়েরা থিবীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া কিরো-

নিয়া' নামক স্থানে যুদ্ধ করে। কিন্তু সেই যুদ্ধে উহারা সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হয়। এই অবধি মাসিডোনিয়ার রাজা, নামে না হউক, কিন্তু কার্য্যে সমুদয় গ্রীসেরই অধিপতি হইয়াছিলেন। অনন্তর ফিলিপ মনস্থ করিলেন সমুদয় গ্রীসীয় সৈন্য লইয়া পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবেন। ৩৩৭ পূঃ খৃঃ অব্দে করিন্থ নগরে যে মহতী সভা হয়, তাহাতে অবধারিত হইল যে, গ্রীসের সর্ব্বস্থান হইতে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফিলিপ পারস্যদেশ আক্রমণ করিতে যাইবেন। কিন্তু 'পসেনিয়স'-নামা কোন দুরাত্মা রাজার প্রাণবধ করাতে তৎকালে ঐ অভিসন্ধিসিদ্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

[মহানুভাব আলেক্‌জাণ্ডরের বিবরণ—এরিষ্টটল।]

যখন ফিলিপের মৃত্যু হয় তখন তাঁহার পুত্র 'আলেক্‌জাণ্ডরের' বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই তরুণ বয়সেই নিজ নৈসর্গিক অসাধারণ ক্ষমতার নানা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডর রাজা হইয়াই দেখিলেন, তাঁহাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া পিতৃশত্রু সমুদায় পুনর্ব্বার শীর্ষোত্তোলন করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ রণসজ্জা করিয়া প্রথমতঃ থ্রেস্‌বাসী অসভ্য লোক সকলের উপর আপনার প্রভুত্ব পুনঃ সংস্থাপিত করিলেন। তাহার পর অন্যান্য অনেক

শত্রুকে দমন করিয়া নিজ রাজ্যের উত্তরাঞ্চল একবারে উপদ্রবশূন্য করিয়াছেন,এমত সময়ে শুনিলেন, থীবীয়েরা সকলে ঐকমত্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ থিবীয়েরা শ্রবণ করিয়াছিল, যে, আলেক্‌জাণ্ডর থ্রেসবাসীদিগের যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এই শুনিয়া তাহারা পুনর্ব্বার প্রাধান্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। আলেক্‌জাণ্ডর এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র অতি বেগে আগমন করিয়া হঠাৎ থিবস্ নগর সমক্ষে উপনীত হইলেন। থিবীয়েরা তাঁহাকে দেখিয়া একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। আলেক্‌জাণ্ডর উহাদিগের প্রতি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া সমুদয় থিবস্‌নগর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, আর যাবতীয় নাগরিকগণকে দাসস্বরূপে বিক্রীত করিলেন।

আলেক্‌জাণ্ডরের এই পরুষ দণ্ডে যদিও তাঁহার নাম কলঙ্কাঙ্কিত হইয়াছে বটে, তথাপি উহারদ্বারা তৎকালে এই এক মহোপকার দর্শে যে, অপরাপর বিদ্রোহোন্মুখ গ্রীকেরা তৎক্ষণাৎ ভীত হইয়া নিবৃত্ত হয়, এবং যেমন তাহারা পিতার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল, পুত্রেরও সেইরূপ করে।

৩৩৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডর ত্রিংশৎ সহস্র পদাতি এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহি সমভিব্যাহারে পারস্যদেশ আক্রমণ করিতে গেলেন। 'গ্রানিকস' নদীকূলে যে প্রথম যুদ্ধ হয়, তাহাতেই সমুদয় এসিয়ামাইনর অধি-

কৃত হইল। অনন্তর পারস্য সম্রাটের ভৃতিভুক অনেক গ্রীসীয় সৈন্যকর্তৃক রক্ষিত হইলেও 'হালিকার্ণাসস্' নগর আলেক্জাণ্ডরের অধিকৃত হইল। ইহার পর 'গর্ডি-য়ম' নামক নগরে প্রবেশ করিয়া আলেক্জাণ্ডর তথাকার প্রসিদ্ধ গ্রন্থি ছিন্ন করত একটী ভবিষ্যদ্বাণী সত্য করিয়া আপনি যে এসিয়াখণ্ডের প্রধান সম্রাট হইবেন, এমন প্রতীতি জন্মাইলেন। অর্থাৎ কথিত ছিল যে, যে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থি খুলিতে পারিবে সেই আসিয়াখণ্ডে অদ্বিতীয় সাম্রাজ্যলাভ করিবে। আলেক্জাণ্ডর ঐ গ্রন্থি মোচন করিতে পারিলেন না, নিজ করবাল দ্বারা ছিন্ন করত কহিলেন, এইরূপেই সাম্রাজ্য লাভ করিতে হয়। ইহার পর তিনি 'সিডনস্' নামক নদীর সাতিশয় শীতল জলে অবগাহন করিয়া হঠাৎ জ্বরিত হন। ঐ পীড়ার সময়ে কোন ব্যক্তি উহাঁকে পত্র লিখিয়া জানায় যে, আপনার চিকিৎসক 'ফিলিপ' শত্রুস্থানে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ঔষধের ছলে বিষ প্রদান করিবে, অতএব ফিলিপ-প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিবেন না। কিন্তু আলেক্জাণ্ডর অতি শৈশবাবধি ফিলিপের প্রতি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বিলক্ষণ বোধ ছিল, তাদৃশ ব্যক্তি কদাপি এমন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এই ভাবিয়া যখন ফিলিপ্ তাঁহাকে ঔষধপ্রদান করিতে আসিলেন, আপনি এক হস্তে ঐ ঔষধ লইয়া পান করিতে করিতে অপর হস্তদ্বারা ফিলিপ্কে পূর্ব্বোক্ত পত্র পাঠ করিতে দিলেন।

ধর্ম্মাত্মা ফিলিপ আপনার প্রতি প্রভুর তাদৃশ বিশ্বাস দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত তুষ্ট হইলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে।

পারস্যরাজ দরায়ুস্ এত দিন নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন, পরে তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করিয়া সিলিসিয়া প্রদেশের প্রান্তে আসিয়া আলেকজাণ্ডরের গতিরোধ করিলেন। ঐ স্থানের নাম ইসস্। তথায় যে যুদ্ধ হইল তাহাতে পারস্যসম্রাট সর্ব্বতোভাবে পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মাতা, স্ত্রী, কন্যাদ্বয় বিজেতার হস্তগত হইয়া তৎকর্ত্তৃক অতি সমাদর ও সম্মানপূর্ব্বক পরিরক্ষিত হইতে লাগিলেন। এই যুদ্ধের পর আলেক্জাণ্ডর বহু যত্নে 'টাইয়র' এবং 'গাজা' নামক নগরদ্বয় অধিকৃত করিয়া তত্রত্য নাগরিকগণের থিবীয়দিগের তুল্য দুর্গতি করিলেন, এবং ক্রমে 'পালেষ্টীন' 'সিরিয়া' ও 'মিসর' প্রভৃতি প্রদেশাধিকার করিয়া 'লিবিয়া' মরুর মধ্যে 'যুপিটর আমন' দেবের মূর্ত্তি দর্শন করিতে গেলেন। উক্ত দেবের যাজকেরা স্বীকার করিল যে, মহানুভব আলেকজাণ্ডর তাহাদিগের উপাস্য দেবতারই ঔরস পুত্র। আলেক্জাণ্ডর নীল নদীর মুখে 'আলেক্জান্দ্রিয়া' নামে যে প্রসিদ্ধ নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহা অচিরকালমধ্যে অতি প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিল। টাইয়র বিনাশে চতুর্দ্দিক্স্থ নানা দেশীয় বণিক্গণ বাণিজ্যার্থে আলেক্জান্দ্রিয়াতেই আসিতে লাগিল

ইতিমধ্যে দরায়ুস সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। আলেক্জাণ্ডর তৎশ্রবণমাত্র মিশর হইতে নির্গত হইলেন, এবং ইউফ্রেটিস্' ও 'টাইগ্রিস' উভয় নদী উত্তীর্ণ হইয়া 'গগামিলা' নামক স্থানে আসিয়া পারসীক সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। কথিত আছে যে, যে দিন এই যুদ্ধ হয় তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে আলেক্জাণ্ডরের প্রধান সেনাপতি 'পার্মিনিও' তাঁহাকে কোন উন্নত প্রদেশ হইতে নিষুপ্ত শত্রুসৈন্য প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন, এই রাত্রিতেই শত্রুকে আক্রমণ করা বিধেয়। কিন্তু মহাত্মা আলেকজাণ্ডর উত্তর করিলেন 'না, আমি চৌর্য্যদ্বারা জয়লাভ করিতে অভিলাষী নহি'। পরদিনের যুদ্ধে আলেক্জাণ্ডরের সম্পূর্ণ বিজয় হইল। দরায়ুস নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহারই সহচর দুরাত্মা 'বেসস্' কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। আলেক্জাণ্ডর বেসসের প্রতি সমুচিত শাস্তি-বিধান করিয়াছিলেন।

ইহার পর 'বাকৃট্রিয়া' 'সগডিয়ানা' প্রভৃতি পর্ব্বতীয় প্রদেশ সমস্ত আলেক্জাণ্ডরের অধীনতা স্বীকার করিল, এবং তিনি ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান তুরাণের দক্ষিণ ভাগ ও কাবুল প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া বর্ত্তমান আটক নগরের সন্নিহিত কোন স্থানে সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তৎকালে 'পোরস' নামা কোন বীরপুরুষ

পঞ্জাব প্রদেশে রাজ্য করিতেন। তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মা-বলম্বনপুরঃসর আলেক্জাণ্ডরের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তাঁহার সমুদায় সৈন্য যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেও তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন না। পরি-শেষে আলেক্জণ্ডরের সমক্ষে নীত হইলে যখন বিজেতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে মহাবীর! তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব" পোরস নির্ভয়ে উত্তর করিলেন "রাজার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহাই কর।" আলেক্জাণ্ডর তাঁহার তেজোগর্ভ বাক্যে রুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত সাতিশয় তুষ্ট হইলেন এবং রাজোচিত ব্যবহার করিয়া পোরসকে তাঁহার সমুদায় রাজ্য প্রত্যর্পিত করিলেন।

পোরস্‌কে জয় করিয়া আলেক্জাণ্ডর দক্ষিণপূর্ব্বা-ভিমুখে গমন করত শতদ্রু নদীতীরে উপনীত হইলে পর তাঁহার সৈন্যগণ নিরন্তর যুদ্ধে পরিক্লিষ্ট হইয়া তাঁহার সহগামী হইতে অসম্মত হইল। আলেক্জাণ্ডর অগত্যা দিগ্‌জয়ে নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি অমনি সহজে ফিরিয়া আসিলেন না, সিন্ধু নদীতে অনেক তরী নির্ম্মাণ করাইয়া 'নিয়ার্কস্' নামা সেনাপতিকে পোতা-ধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিলেন এবং আপনি স্থলচর সৈন্য-গণকে সমভিব্যাহারে লইয়া উক্ত নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমস্ত জয় করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে যখন ভারত সমুদ্র তাঁ-

তার দৃষ্টিগোচর হইল; আর তখন নূতন দেশ জয় করা হইল না ভাবিয়া আলেক্‌জাণ্ডর মনোদুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নিয়ার্কস্ সমুদায় অর্ণবপোত লইয়া সমুদ্রে গমন করত ক্রমে আরব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পারস্যোপসাগরে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে আলেক্‌জাণ্ডর সিন্ধু নদীর মুখ হইতে পশ্চিমাস্য হইয়া গমন করত বলোচ্ স্থানের ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সেই মরুভূমির বিবিধ কষ্টে আলেক্‌জাণ্ডরের সমূহ সৈন্য নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে তিনি বেবিলন নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় রাজধানী করেন।

কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডরকে অধিক কাল রাজ্য করিতে হইল না। তাঁহার অতিশয় পানদোষ জন্মিয়াছিল। এমন কি, এক দিন অতিরিক্ত মদ্যপানদ্বারা তিনি এমত উন্মত্ত হন যে, প্রিয়তম সেনাপতি ও ধাত্রীপুত্র ক্লাইটস্‌কে স্বহস্তে নিহত করেন। এই পানদোষেই তাঁহার ভয়ঙ্কর জ্বর উপস্থিত হয়। তিনি একাদশ দিবস ঐ জ্বরভোগ করিয়া ৩২ বৎসর বয়সে ৩২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিলেন।

আলেক্‌জাণ্ডর অন্যান্য যুদ্ধবীর রাজাদিগের ন্যায় নর-শোণিত-লোলুপ ছিলেন না। তিনি খ্যাতির প্রত্যাশা করিতেন বটে, কিন্তু কেবল যুদ্ধ করিয়াই যে খ্যাতিলাভ করিবেন, এমত ইচ্ছাও করিতেন না।

যাহাতে মনুষ্য সাধারণের বিদ্যা ও সুখবৃদ্ধি হয়, নিরন্তর এমত চেষ্টা করিতেন।

আলেক্‌জাণ্ডর যুদ্ধে যত নগর নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক নগর সংস্থাপন করেন। তিনি গ্রীস হইতে আগমনকালে স্বসমভিব্যাহারে অনেকানেক ইতিহাসবেত্তা ও দার্শনিক পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়াছিলেন। উহাঁদিগের দ্বারা এসিয়াখণ্ডে গ্রীকদিগের শাস্ত্র এবং শিল্পবিদ্যা প্রচারিত হয়; আলেক্‌জাণ্ডরের গুরু জগদ্বিখ্যাত 'অরিষ্টটল' ও নিজ শিষ্যকর্তৃক প্রেরিত বিবিধ রত্ন প্রাণী ও উদ্ভিদাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের সমূহ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

আলেক্‌জাণ্ডরের আর এক মহৎ গুণ এই বলিতে হয় যে, তিনি বিজিত পারসীকদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না করিয়া যাহাতে উহারা গ্রীকদিগের ন্যায় জ্ঞানবান্ ও গুণবান্ হয় এমত চেষ্টাই করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দরায়ুস রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং প্রধান সেনাপতিদিগকেও অনুরোধ করিয়া প্রধান প্রধান পারসীক বংশীয় কামিনীগণের পাণিগ্রহণ করান। সম্রাট্ এইরূপে গ্রীক এবং পারসীকদিগকে মিলিত করিয়া উভয়ের প্রতি অপক্ষপাতী ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। গ্রীকেরা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ আলেক্‌জাণ্ডর পারসীকদিগের

ব্যবহৃত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত প্রভৃতি দাসবৎ আচরণে আপনার মনস্তুষ্টি প্রকাশ করাতে স্বাধীনপ্রকৃতি গ্রীকেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, এবং অনেকে রাজবিদ্রোহের মন্ত্রণা করিয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ডর বহু যত্নে ঐ বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে পার্মিনী ও তৎপুত্র 'ফিলোটাস্' প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান সেনাপতির প্রাণদণ্ড করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক, আলেক্‌জাণ্ডর যে একজন অতি উদার-চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই; তবে যে ব্যক্তি আশৈশব যখন যে কর্ম্মে হস্তার্পণ করিয়াছে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, যাহার কীর্ত্তি জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া সকলেরই স্বীকৃত হইয়া থাকে, এবং যাহার মনোগত কোন বাসনাই কখন ব্যর্থ হয় না, তাদৃশ ব্যক্তি যে আপনার অলৌকিক সৌভাগ্য দর্শনে আপনাকে মনুষ্যসাধারণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিবে, এবং আপনাকে মনুষ্যমাত্রের পালনীয় কোন কোন নিয়মের অনধীন জ্ঞান করিবে, ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

আলেক্‌জাণ্ডর যখন পারস্য দেশ জয় করিতে যান, তখন পিতৃবন্ধু 'এণ্টিপেটরকে' আপন প্রতিনিধিস্বরূপ করিয়া মাসিডোনিয়ায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। এণ্টিপেটর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন নাই। স্পার্টা-নিবাসিগণ প্রথমে অস্ত্রধারণ করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থা-

পনের চেষ্টা পায়। কিন্তু এণ্টিপেটর 'ইজি' নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়া উহাদিগের পরাভব করিলে স্পার্টীয়েরা তাঁহার পদাবনত হইয়া শরণ প্রার্থনা করে। ইহার পর আর গ্রীসে শীঘ্র কোন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু আলেক্জাণ্ডরের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র এথিনীয়েরা অস্ত্র ধারণ করে। উহারা প্রথমে এণ্টিপেটরকে সম্মুখসংগ্রামে পরাভব করে, এবং তাহার পর থেশালীর অন্তর্গত 'লামীয়া' নামক নগরে উহাঁকে বদ্ধ করিয়া রাখে। পরন্তু হঠাৎ উহাদিগের সেনাপতির মৃত্যু এবং এসিয়া হইতে সমূহ মাসিডোনীয় সৈন্যের আগমন হওয়াতে এথিনীয়েরা ৩২২ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ক্রানোনের' যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই সময়ে ডিমসস্থিনিস বিষপানদ্বারা শরীরত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার সহিত এথেন্সের মাহাত্ম্যও তিরোহিত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

আলেক্জাণ্ডরের উত্তরাধিকারীদিগের বিবরণ—গ্রীসে রোমীয়দিগের প্রাধান্য।

আলেক্জাণ্ডর মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য হইবেন, তিনিই আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবেন। বোধ হয় যেন ঐ মহাত্মা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্বে কাহাকে অভিহিত করায় আপনার মানহানি

বই অন্য কোন ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ আলেক্‌জাণ্ডরের সেনাপতিগণ যে যাহা পাইল, অমনি সেই রাজ্যের রাজা হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। 'টলমি সোটর' মিসরের রাজা হইলেন, এণ্টিপেটর ও তাঁহার পুত্র 'কাসাণ্ডর' মাসিডোনিয়ার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন, 'এণ্টিপেটর এবং 'ইউমিনিস্' এসিয়া·মাইনরের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন, 'সেলুকস্' বেবিলন প্রদেশের শাসনকর্তা হইলেন, এবং 'লিসিমাকস্' থ্রেসে রাজ্য করিতে লাগিলেন। কাসাণ্ডর মাসিডোনিয়ার আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আলেক্‌জাণ্ডরের বংশনাশ করিলেন। আণ্টিগোনস্ কর্তৃক ইউমিনিস্ হত হইলেন। তাহাতে আণ্টিগোনসের প্রতি রুষ্ট হইয়া অপরাপর সেনাপতিগণ সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং ৩০১ পূঃ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র 'ডেমিট্রিয়স্‌কে' 'ইপ্স-সের' যুদ্ধে পরাভব করিয়া আপনারা উহাঁদিগের সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। এই ডেমিট্রিয়স ইহার কিয়ৎকাল পরে এথেন্সে গিয়া তথায় আপন পক্ষ বৃদ্ধি করেন এবং তাহার পর মাসিডোনিয়ার রাজা হন; কিন্তু নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত 'ইপাইরসের' রাজা 'পিরহসের' সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। সেলুকস্ তাঁহাকে ধরিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। পিরহস্ কিছুকাল

মাসিডনে রাজ্য করিলে পর থ্রেস দেশের রাজা লিসিমাকস আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। পিরহস লিসিমাকসের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া মাসিডন ত্যাগ করিলে লিসিমাকস তাবৎ গ্রীস ও মাসিডনের উপর একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজাপালন নিতান্ত মন্দ করেন নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় পত্নীর অনুরোধে তৎপত্নীপুত্রের প্রাণবধ করিলে পর, বিধবা পুত্রবধূ দুঃখার্ত্তা হইয়া সেলুকসেরসমীপে পলায়ন করিল। সেলুকস তৎকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া লিসিমাকসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ২৮১পূঃ খৃষ্টাব্দে 'সাইরুপিডিয়নের' যুদ্ধে সসৈন্য তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু সেলুকসও গ্রীসের অধিরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন না। মিসররাজ টলমির পুত্র 'টলমি সেরানস' সেলুকসের প্রাণবধ করিয়া আপনি মাসিডনের রাজা হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে 'কেল্ট' জাতীয় অনেক লোক গ্রীসে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে সেরানস হত হইলেন। এই কেল্ট জাতীয়েরা আপনাদিগের রাজা 'ব্রেনস' কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ডেল্‌ফির দেবালয় আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তথায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই ব্যাপার ২৭৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে। টলমি সেরনাসের মৃত্যু হইলে পর ডেমিট্রিয়সের পুত্র 'আন্টিগোনস গানাটাস্' মাসিডোনিয়ার রাজা হন—কিন্তু পিরহস ইটালি হইতে আসিয়া তাঁ-

হাকে একবার সিংহাসনভ্রষ্ট করেন, পরে স্বয়ং আর্গস আক্রমণ করিতে গিয়া নিহত হইলে গনাটাস পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

গনাটাসের বংশীয় 'ফিলিপ' যে সময়ে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনাধিকারী হইলেন, তখন তিনি অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন; অতএব 'আন্টিগোনস ডসন্' নামে এক ব্যক্তি তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পিলপনিসসের অন্তর্গত 'একেয়া' প্রদেশের বারটী নগরের লোক মিলিত হইয়া একটী সাধারণ-সভা স্থাপন করত পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমুদায় গ্রীসের স্বাধীনতা সাধনের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু তৎকালে স্পার্টার রাজা 'এজিস' এবং তাঁহার পর তদুত্তরাধিকারী 'ক্লিওমিনিস' ইহাঁরাও উভয়ে নিজ প্রজাবর্গের রীতি চরিত্র সংশোধন করিয়া পুনর্ব্বার স্পার্টা নগরের পূর্ব্ববৎ প্রাধান্য সংস্থাপনের যত্ন করিতেছিলেন। একীয় নাগরিকগণের প্রাড়্বিবাক 'আরাটস্' ও তাহাদিগের সেনাপতি 'ফিলোপিমেন' ইহাঁরা মাসিডন-রাজপ্রতিনিধি আন্টিগোনস্ ডসন্কে আপনাদিগের পক্ষ করিয়া স্পার্টার রাজা ক্লিওমিনিসের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন। ২২১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সেলাসিয়ার যুদ্ধে স্পার্টার রাজা পরাজিত হইলেন।

যে সময়ে একীয় নাগরিকেরা পরস্পর সন্ধিবন্ধনদ্বারা প্রবল হইবার চেষ্টা পায়, সেই সময়ে মধ্য গ্রীসের ইটো-

লিয়া' প্রদেশবাসিগণও আপনাদিগের মধ্যে ঐরূপ সন্ধি-বন্ধন করে। অতএব তৎকালে গ্রীসের প্রধান প্রধান স্থান এথেন্স, স্পার্টা, থিবস্ প্রভৃতি বলহীন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে একীয়, ইটোলীয় এবং মাসিডোনীয় এই তিন জাতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগের পরস্পর বিবাদেই গ্রীসের স্বাধীনতা একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কারণ রোমীয়েরা তৎকালে সাতিশয় প্রবল হইয়া ক্রমশঃ আপনাদিগের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। মাসিডনরাজ ফিলিপ উহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ইটোলিয়ার সৈন্যগণ রোমীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করিল এবং সেই জন্যই 'সাইনোসিফেলী' নামক স্থানে ১৯৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মাসিডোনীয়রাজ পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়াবধি রোমীয়েরা গ্রীস দেশে অদ্বিতীয় প্রাধান্য লাভ করিল। ফিলিপের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র 'পর্সিয়স' রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি রোমীয়দিগের প্রাধান্য সহ্য করিতে না পারিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ১৬৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'পিড়া' নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রোমীয়েরা জয়ী হইয়া পর্সিয়সকে বন্দীকৃত করিয়া লইল।

ইহার কিয়ৎকাল পরে একীয়েরা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশপূর্ব্বক রোমীয়দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে একদল রোমীয় সৈন্য আসিয়া

গ্রীস আক্রমণ করে, এবং ১৪৬ খৃষ্টাব্দে লুকোপিট্রার যুদ্ধে একীয় সেনাগণকে পরাভব করিয়া করিন্থ নগর ধ্বংস করিয়া ফেলে। সেই সময়ে ইহাও অনুজ্ঞাত হয় যে, গ্রীসের নগরে নগরে আর কোন প্রকার সন্ধিবন্ধন হইবে না, এবং রোমীয়েরাই ঐ দেশের শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিবে

নবম প্রকরণ।

রোমকজাতির বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[ইটালী দেশের প্রকৃতি ও বিভাগ—ঐ দেশ নিবাসী প্রাচীন জাতীয়-দিগের সংক্ষেপ বিবরণ—রোমের পূর্ব্বাবস্থা—উহার প্রকৃত প্রাচীন ইতিবৃত্তের অভাব—রোমীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা—শাসন-প্রণালী - বিবিধ প্রকার সাধারণী সভা—ধর্ম্ম প্রণালী—রাজতন্ত্রতার নাশ।]

ইউরোপখণ্ডের দক্ষিণ ভাগে ইটালী নামে একটী প্রায়োদ্বীপ আছে। ঐ প্রায়োদ্বীপের সর্ব্বত্রই জল বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর, এবং ভূমি সাতিশয় উর্ব্বরা। উহার মধ্যভাগে মেরুদণ্ডস্বরূপ আপিনাইন্ নামক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, এবং সেই পর্ব্বতের পূর্ব্ব পশ্চিম বিভাগের উপত্যকা সমস্তে নানা জনপদ আছে।

পূর্ব্বকালে এই দেশের দক্ষিণ ভাগে গ্রীক জাতীয় লোকেরা আসিয়া অনেকানেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করে। তাহার উত্তরে অর্থাৎ ইটালীদেশের মধ্যস্থলে পিলাস্জীয় বংশোদ্ভব লোকেরা বাস করিত। উহারা

নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ঐ সকল জাতির ভাষার পরস্পর সাদৃশ্য দর্শনে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, প্রথমে উহাদিগের ঐকবাক্য ছিল। পিলাস্-জীয়দিগের উত্তরে অর্থাৎ বর্ত্তমান টস্কানী প্রদেশে আর একটী স্বতন্ত্র জাতির নিবাস ছিল। উহাদিগের নাম ইট্রস্কান্ বা ইট্রুরীয়জাতি। আরও উত্তরে অর্থাৎ পোনদীর অববাহিকার মধ্যে গল্‌জাতীয় লোকের বাস ছিল। এই জন্য তৎপ্রদেশ শিশাল্পিন্ গল নামে প্রসিদ্ধ হয়।

ইটালির মধ্যস্থলনিবাসী যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিলাস-জীয় জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা লাটিন, আস্কান্, ভলসীয়, সবাইনীয় সম্নাইট, ইকূরীয় এবং অম্ব্রিয় ইত্যাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ফলতঃ উহারা যে সকলেই এক বংশোদ্ভব, একপ্রকৃতিক এবং পূর্ব্বে একই মূল ভাষায় কথোপকথন করিত, তাহার সন্দেহ নাই। ইহারাই মিলিত হইয়া পরা-ক্রান্ত রোমীয় জাতির উৎপাদন করে; সুতরাং ইহা-দিগের বিবরণেই সমুদায় ইটালিদেশের ইতিবৃত্ত পর্য্য-বসিত হইয়াছে।

প্রাচীন ইতিহাস সমস্ত অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত জাতীয়েরা কতিপয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রামে বাস করিয়া থাকিত, এবং তাহারই মধ্যে কোন গ্রাম বিশেষকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করিত।

উল্লিখিত লাটিন্‌জাতীয়দিগের ঐরূপ প্রধান স্থলের নাম আল্‌বালঙ্গা ছিল। ত্রিশটী ভিন্ন ভিন্ন লাটিন্‌ নগরের প্রতিভূগণ প্রতিবর্ষে এক এক বার করিয়া ঐ নগরের প্রান্তে আগমন করত য়ুপিটর লাটিয়ারস্‌ দেবের পূজা এবং সাধারণ বিবেচ্য বিষয় সকলের বিচার করিত।

টাইবর নদীর তীরবর্ত্তী পালাটাইন পর্ব্বতের অধিত্যকায় রোম নামে যে নগরী ছিল, তাহা ঐ ত্রিশটী লাটিন্‌ নগরের মধ্যে একটী। এই নগর ক্রমশঃ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, এবং সমুদায় ইটালীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু ৩৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে ইটালীর উত্তর প্রদেশ নিবাসী গল্‌ জাতীয়েরা ঐ নগর আক্রমণ করত ইহার সাতিশয় দুরবস্থা করিয়া পরিশেষে অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। তাহাতে ইহার প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ যাহা ছিল, সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং রোম নগর কিরূপে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়াছিল—কোন্‌ কোন্‌ প্রধান ব্যক্তিই বা ইহাতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং কোন্‌ সময়ে এই নগরের শাসন-প্রণালী কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—তৎসমুদায় সুনিশ্চিতরূপে অবগত হইবার এক্ষণে কোন উপায়ই নাই। পরন্তু রোমীয়েরা কালক্রমে অতিশয় প্রবল ও সম্পত্তিশালী এবং বিদ্যানুশীলনে অনুরক্ত হইয়া উঠে—সুতরাং তাহারা আপনাদিগের জন্মভূমির পুরাবৃত্ত সংকলনে যে সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে, ইহা

আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জনশ্রুতিপরম্পরায় এবং পূর্ব্ব কবিগণের রচনায় যে যে প্রাচীন বিবরণের উল্লেখ ছিল, পরবর্ত্তী ইতিহাসবেত্তারা তাহা হইতেই এক প্রকার স্ব স্ব মনঃকল্পিত পুরাবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুরাবিদ্গণের লিপি-কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া নব্য ইউরোপীয় লোকেরাও বহুকালাবধি উক্ত কল্পিত বিবরণ সমস্তকে প্রকৃত ইতিবৃত্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু অধুনাতন পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানদ্বারা ঐ সকল বিবরণের বাস্তবিক প্রকৃতি অবগত হওয়া হইয়াছে। পরন্তু আধুনিক অনুসন্ধানদ্বারা উক্ত উপাখ্যান সমস্তের অলীকত্ব সপ্রমাণ হইলেও তদ্দ্বারা প্রাচীন রোমীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা এবং শাসন প্রণালীর অনেকানেক বিচিত্র নিয়মও অবগত হওয়া গিয়াছে—অতএব তাদৃশ অনুসন্ধান যে পুরাবৃত্ত শাস্ত্রের পক্ষে বিশিষ্ট ক্ষেমঙ্কর হইয়াছে, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

রোম নগরী লাটিন্ জাতির অধিকৃত ভূভাগের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে সাবাইনীয়দিগের অধিকার এবং উত্তরভাগে ইট্রূরীয়দিগের দেশ। কোন সময়ে ঐ সাবাইনীয়দিগের এবং ইট্রূরীয়দিগের দুইটী নগর রোম কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া অথবা তাহার সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া মিলিত হইয়া যায়। সুতরাং তদবধি রোমের প্রজাবর্গ তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে প্রকৃত

রোমনিবাসিগণ রামসিস্—সাবাইনীয়নগরবাসীরা টাইটিস্—এবং ইট্রুরীয় বংশোদ্ভব সকলে লুসিরিস্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই শ্রেণীত্রিতয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটীর যাদৃশ ক্ষমতা ও সম্ভ্রম ছিল, তৃতীয় শ্রেণীর তাদৃশ গৌরব ছিল না। প্রত্যেক শ্রেণীই দশটী দশটী ভাগে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল ভাগের নাম কিউরী। অতএব রোম নগরে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টী কিউরী ছিল। প্রত্যেক কিউরীও দশ দশ জেন্সে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক জেন্সের অন্তর্গত লোকেরা আপনাদিগকে সগোত্র জ্ঞান করিত, সুতরাং রোমে ৩শত স্বতন্ত্র সগোত্রের বাস ছিল। গোত্র-সম্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে পেট্রিসীয় বলা যাইত।

ঐ তিন শত গোত্রের মধ্যে যে দুই শত গোত্র রাম্‌সিস্ এবং টাটিস্‌শ্রেণীভুক্ত ছিল, সেই সকল গোত্রের জ্ঞানবান বয়োবৃদ্ধ স্বামিগণ রাজার উপদেষ্টা এবং কার্য্যসচিব ছিলেন। উহাঁদিগের যে সভা হইত, তাহার নাম সেনেট। সেনেটের সভ্যগণ রাজাদেশানুসারে সভাস্থলে মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। যে বিষয়ে রাজা এবং সেনেটের এক মত হইত, তাহা পূর্ব্বোক্ত তিন শত জেন্সের সাধারণ সভাস্থলে পুনর্ব্বার বিচারিত হইত। ঐ সভাকে কমিটীয়া কিউরিএটা বলে। ইহাতেই বোধ হইবে যে, রোমীয়েরা কখনই একান্ত রাজাধীন ছিল

না। প্রথমাবধি তাহাদিগের রাজগণকে প্রজাসাধারণের অভিমত বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইত। রোমের রাজা তদ্দেশের প্রধান শান্তিরক্ষক, প্রধান বিচারকর্ত্তা, প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান যাজক ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন না—আর শান্তিরক্ষণাদি কর্ম্মেও তাঁহাকে সেনেটের অভিমতি লইয়া কার্য্য করিতে হইত। বিশেষতঃ কমিটিয়া কিউরিএটা সভাতে তাঁহার প্রতি অভিযোগ পর্য্যন্ত চলিত। প্রাচীন রোমীয় ইতিহাসবেত্তৃগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, মার্শ দেবের পুত্র মহাবীর 'রমুলস' রোম নগরী সংস্থাপন করিয়া উল্লিখিত নিয়ম সমস্ত নিবদ্ধ করিয়া যান।

যদি এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই নিবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে রোমের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে প্রজাতন্ত্র ছিল, ইহাই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। রোমীয়েরা প্রথমাবধি সাতিশয় সমর-প্রিয় ছিল। তাহারা অনুক্ষণ চতুর্দ্দিকস্থ লাটিন্, সাবাইনীয় এবং ইট্রুরীয় জাতির প্রতি আক্রমণ করিয়া আপনাদিগের অধিকার বৃদ্ধি করিত। বিশেষতঃ কথিত আছে যে, তাহাদিগের তৃতীয় ও চতুর্থ রাজা 'টলস্ হষ্টিলিয়স্' এবং 'আঙ্কস্ মার্সসের' সময়ে রোম নগরের বহির্ভাগে অনেক লোক উহাদিগের শাসনাধীন হইয়া বাস করে। কমিটিয়া কিউরিএটা সভাতে ঐ সকল লোকের আহ্বান

হইত না। উহাদিগকে প্লিবীয় বলা যাইত। তদ্ভিন্ন রোম নগরের মধ্যেও অনেকানেক শিল্পী ও অপরাপর বৈদেশিক সমূহ আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা কোন জেন্স-সম্ভূক্ত হইতে পারে নাই। সুতরাং সাধারণ সভাস্থলে উহাদিগেরও আহ্বান হইত না। ইহাদিগকে ক্লাইএণ্ট কহিত। ক্লাইএণ্টেরা নগরমধ্যেই বাস করিত, অথচ শাসনকর্তৃত্ব সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং উহারা নাগরিক দুষ্ট লোকের ভয়ে এক একটী জেন্সের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত কি জেন্স-সম্ভূক্ত পেট্রিসীয়, কি প্রত্যন্তনিবাসী প্লিবীয়, কি জেন্স-শরণাপন্ন নাগরিক ক্লাইএণ্ট, ইহাদিগের সকলেরই আবার অনেকানেক ক্রীত দাস ছিল। ঐ দাসেরা নিতান্ত হীন অবস্থায় কালযাপন করিত। উহাদিগের স্বামী উহাদিগকে বিক্রয় করিতে পারিতেন—উহাদিগের প্রাণবধ করিতেও পারিতেন—ফলতঃ গৃহপালিত গো মেষাদির অবস্থা হইতে উহাদিগের অবস্থা অধিক উন্নত ছিল না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, রোমের শাসন-প্রণালী কুলতন্ত্র ছিল—বাস্তবিক প্রজাতন্ত্র ছিল না।

কিন্তু কালক্রমে যেমন প্লিবীয়দিগের সংখ্যা ও বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি লূসিরিস শ্রেণী হইতেও জেন্স-স্বামিগণ সেনেট সভায় প্রবিষ্ট হইবার ক্ষমতা

প্রাপ্ত হইলেন, এবং প্রাচীন জেন্স কতিপয় ক্রমে ক্রমে নির্ব্বংশ হইয়া নিঃশেষিত হইয়া গেলে, প্লিবীয়দিগের মধ্যেও যাঁহারা বিশেষ ধনশালী ছিলেন, তাঁহারা নূতন নূতন জেন্সে নিবদ্ধ হইলেন। কথিত আছে, রোমের পঞ্চম রাজা টার্ক্ুইনস্-প্রিস্কসের রাজ্যকালে এই সকল পরিবর্ত্ত ঘটে।

ষষ্ঠ রাজা 'সর্ব্বিয়স্' প্লিবীয়দিগের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি নগর ও পল্লীগ্রাম নিবাসী সমুদায় প্লিবীয়দিগকে ত্রিংশৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া কমিটিয়া ট্রিবিউটা নামে উহাদিগের একটী সাধারণী সভা সংস্থাপিত করেন। প্লিবীয়েরা ঐ সভাস্থলে সমাগত হইয়া কেবল আপনাদিগের শ্রেণীসম্পৃক্ত বিষয় সকলের বিবেচনা করিত, সাধারণ রাজশাসনকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিত না। কিন্তু সর্ব্বিয়স যে আর একটী সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সাধারণ সকল বিষয়েই প্লিবীয়দিগে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার সোপান হইল। ঐ সভার নাম কমিটিয়া সেঞ্চুরিএটা। এই সভাতে দাস ভিন্ন সকল প্রকার রোমীয় লোকের আহ্বান হইত। ইহার সভ্যগণ স্ব স্ব বিভবানুসারে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। ঐ পাঁচ শ্রেণী আবার ১৯৫ ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার প্রত্যেক ভাগকে সেঞ্চুরি বলিত। সভাস্থলে প্রতি সেঞ্চুরির মতই সমান বলবৎ হইত। সুতরাং কেবল প্রথম শ্রেণীর মধ্যেই অশীতি সেঞ্চুরি নিবেশিত

থাকাতে সভার সমুদায় ক্ষমতাই ঐ শ্রেণীসম্ভুক্ত আঢ্য রোমীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ মহাত্মা সোলন্ এথেন্স নগরে যে প্রণালীতে সাধারণী সভা সংস্থাপিত করেন, সর্ব্বিয়সের এই সভাও বহু অংশে তাহার অনুরূপ হইয়াছিল। এই প্রকার বিভবানুসারিণী সভার দোষ গুণ দুই আছে। ইহার গুণ এই যে, বংশমর্য্যাদানুসারিণী শাসন-প্রণালী প্রচলিত থাকিলে কোন ক্ষুদ্র বংশোদ্ভব ব্যক্তি যদিও সহস্র গুণশালী হয়েন, তথাপি তিনি রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। নীচ বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়াই ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণ-গ্রামকে নীচব্যবসায়ে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হয়। চেষ্টা করিলে বাড়িতে পারিব, মনোমধ্যে এমত একটা বোধ না থাকিলে, কোন ব্যক্তিই উৎকর্ষসাধনে যত্নবান্ হয় না। এই জন্য বংশমর্য্যাদানুসারিণী শাসন-প্রণালী অপেক্ষা বিভবানুসারিণী শাসন-প্রণালীকে উত্তম বলিতে হয়। কারণ যত্নদ্বারা সম্পত্তিশালী হওয়া যায়, কিন্তু সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করা কখনও কাহারও চেষ্টার অধীন হব না। পরন্তু এই প্রণালীর দোষও আছে। ইহার দোষ এই যে, আঢ্য এবং দুঃস্থ লোকসমূহ এক সভাস্থ হইলে যখন দুঃস্থেরা দেখিতে পায় যে, আঢ্যদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যা অধিক, তখন ঐ অজ্ঞ ব্যক্তি সমূহ প্রায়ই বলপ্রকাশ দ্বারা শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে, আঢ্যদিগের হস্তে অধিক

ক্ষমতা থাকিতে দেয় না। কিন্তু সাধারণ প্রজামাত্রেই অতিশয় লঘুচিত্ত হইয়া থাকে। যে সে মিষ্ট কথায় অথবা উৎকোচ প্রদান করিয়া উহাদিগের মন ভুলাইতে পারে। সুতরাং ক্রমশঃ বহু বিবাদ বিসম্বাদের পর রাজ্যশাসনের ভার স্বতঃই ব্যক্তিবিশেষের হস্তগত হইয়া থাকে।

রোমের সপ্তম রাজা 'টার্কুইসনস্' সর্ব্বিয়স্-প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা করাতে রোমীয়েরা একমত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল। সেই অবধি তাহারা আর কাহাকেও রাজপদাভিষিক্ত করিল না। দুই ব্যক্তিকে 'কন্সল' উপাধি প্রদান করিয়া শান্তিরক্ষকের ও সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিল। ইহাঁদিগের এক এক জন এক এক মাস করিয়া রাজচিহ্ন ধারণ করিতেন, এবং বৎসরান্তে আপনাদিগের কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অন্য দুই ব্যক্তি তৎপদে নিযুক্ত হইত এইরূপ শাসনপ্রণালী ৫০৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয়।

রোমীয়দিগের রাজ্যশাসন-প্রণালী এক প্রকার বর্ণিত হইল। উহাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীও নিতান্ত জঘন্য ছিল না। উহারা বহু দেব দেবী মানিত, এবং সকল পর্ব্বতে—সকল বনে—সকল নদীতে—দেবতাবিশেষের আবির্ভাব স্বীকার করিত। কিন্তু উহারা প্রথমতঃ কোন দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত না। রোমীয় ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে, রোমের দ্বিতীয় রাজা 'নুমা

পম্পিলিয়স্‌’ ‘ইজিরিয়া’ দেবীর অনুগ্রহে রোমের ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় প্রণয়ন করেন; নুমা, ‘পিথাগোরাস’ নামক পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন, এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভাবে ভবিষ্য গণনা করিতে পারিতেন। রোমীয়-দিগের মধ্যে ‘পণ্টিফ্‌’‘অগর’‘ফ্লামেন্‌’‘বেষ্টা’ প্রভৃতি যত প্রকার যাজক যাজিকার পদবী ছিল, নুমাই তৎসমুদায় সংস্থাপিত করেন। বস্তুতঃ ইতিহাসবেত্তাদিগের ঐ সকল কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রাচীন রোমীয়েরা ইট্রূরীয়দিগের স্থানে আপনাদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী গ্রহণ করে। ফলতঃ কোন জাতির ধর্ম্ম বা রাজ্যশাসনের রীতি কখনই ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতিই এই যে, তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষকে উহাদিগের প্রণেতা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর সংস্থাপন—লাটিন জাতীয়দিগের পরাভব—পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয়দিগের মধ্যে বিবাদারম্ভ—ট্রিবিউন প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের নিয়োগ—কোরাইওলেনস—ভূমিবিভাগবিষয়িণী ব্যবস্থা—প্লিবীয়দিগের বলবৃদ্ধি—শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত—নূতন ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব।)

রোমীয়েরা আপনাদিগের শাসন প্রণালী সম্যক্‌রূপে প্রজাতন্ত্র ছিল বলিয়া চিরকাল শ্লাঘা করিতেন। সুতরাং উঁহাদিগের কবিগণ যে, ঐ শাসনপ্রণালীর আদ্যারম্ভের

সময়কে সর্ব্বপ্রকার বীরতার সময় বলিয়া বর্ণন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেমন তাঁহারা আপনাদিগের আদিপুরুষ রমুলসকে মার্স দেবের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—যেমন তাঁহাদিগের ধর্ম্মসংস্থাপক নুমা ইজিরিয়াবল্লভ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—সেইরূপ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তক জুনিয়স ব্রুটস্ নামা কোন ব্যক্তি অতিমানুষ-গুণসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ফলতঃ জুনিয়স ব্রুটসের অলৌকিক অপক্ষপাতিতা, হোরেসিয়স্ কক্লিসের ভীম পরাক্রম, মুসিয়স্ স্কিভোলার অতি-মানুষ সহিষ্ণুতা—এই সকল বিবরণ যদিও প্রকৃত ইতিবৃত্তমূলক না হয়, তথাপি উহারা যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, রোমের সেই অভ্যুদয়কালে যে অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বীরপুরুষ সকল ঐ নগরে বাস করিতেন, তাহার সন্দেহমাত্র নাই।

ফলতঃ তাদৃশ ব্যক্তি সকলের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে রোমনগর কথনই সেই মহাসঙ্কটাবহ কাল উত্তীর্ণ হইয়া সকলের উপর প্রভুত্বলাভ করিতে সমর্থ হইত না। বিশেষতঃ ইট্রুরীয়দিগের অধিপতি পার্শেনা ঐ সময়ে একবার সম্পূর্ণরূপেই রোমনগর অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নগরবহির্ভাগে যে ২৬টী প্লিবীয় পল্লী ছিল, তাহার মধ্যে কেবল মাত্র দশটী পল্লী নিজ অধিকার সভুক্ত করিয়া অন্যান্য প্রদেশ সমস্ত রোমীয়দিগকে প্রত্যর্পিত করিয়া যান। এই বিপদ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই

আবার ত্রিশটী লাটিন নগর মিলিত হইয়া রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে। তাহাতে রোমীয়েরা সাতিশয় ভীত হইয়া লার্টিয়স নামক এক ব্যক্তিকে ডিক্টেটরের পদাভিষিক্ত করিলেন। ডিক্টেটর রোমের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। কেহই উঁহার আজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতে পারিত না। এমন কি, তিনি মনে করিলে দেশাচার ও চির-প্রচলিত ব্যবস্থাপ্রণালীর বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে পারিতেন। কথিত আছে, রোমীয়েরা ৫৯৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে রিজিলস্ হ্রদের নিকট লাটিন জাতীয় সৈন্যগণকে সম্মুখ-সংগ্রামে পরাভূত করে। এই যুদ্ধে টারকুইনস স্থপর্ব্বস আহত হইয়া পলায়ন করেন, এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধান হইলেই রোমের কবি-কল্পিত পৌরাণিক বিবরণও অন্তর্হিত হইয়া প্রকৃত ইতিবৃত্তের প্রকাশ হইতে থাকে।

যত দিন জনগণের অন্তঃকরণে কোন অসাধারণ শত্রুর ভয় প্রবল থাকে, তাবৎকাল উহাদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ উদ্রিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সেই ভয় গেলেই লোকের পরস্পর দ্বেষভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। টার্কুইনসের অন্তর্দ্ধান হইলে রোমের পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় নামক দুই প্রতিপক্ষদলে সেইরূপ ঘটিল। অন্যান্য অসভ্য জাতীয়দিগের ন্যায় রোমেরও ঋণসম্পর্কীয় ব্যবস্থা সমস্ত নিতান্ত নৃশংস হওয়াতে প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়দিগের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া নানা প্রকারে

প্রপীড়িত হইতেছিল। এই জন্য প্লিবীয়েরা প্রার্থনা করে যে, তাহারা কোনরূপে ঐ ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পায়। কিন্তু পেট্রিসীয়গণ তাহাতে একান্ত অসম্মত হন। অতএব প্লিবীয়েরা সকলে মিলিত হইয়া ৪৯৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোম নগর ত্যাগ করিয়া যায়। তখন পেট্রিসীয়েরা দেখিলেন যে, এই সময়ে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নগর রক্ষা করাও ভার হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা মেনিনিয়স্ আগ্রিপা নামক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্লিবীয়দিগের নিকট প্রেরণ করেন। আগ্রিপা অতি সুবোধ ব্যক্তি ছিলেন, এবং সাধারণ লোকে যে রূপকবর্ণনার বিশিষ্ট সমাদর করিয়া থাকে, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি প্লিবীয়দিগের নিকট গমন করিয়া হস্তপদাদির সহিত উদরের বিবাদ সম্বন্ধীয় যে প্রসিদ্ধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা উঁহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন। প্লিবীয়েরা তৎশ্রবণে ক্ষান্ত হইয়া নগরমধ্যে প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু তাহারা যে কেবল কথাতেই ভুলিল, এমত নহে। যাহারা ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ অথবা দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করাইল, এবং ট্রিবিউন্ অভিহিত পাঁচ জন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করাইল। ট্রিবিউনেরা কমিটিয়া ট্রিবিউটা নামক সাধারণী প্লিবীয় সভার অধ্যক্ষতা করিতেন, এবং যাহাতে প্লিবীয়দিগের ক্লেশকর কোন নিয়ম প্রচলিত না হইতে পায়, এমত চেষ্টা করিতেন। ট্রিবিউনেরা প্রাড়বি-

বাকাদি কোন রাজকর্ম্মচারীর দণ্ডাধীন ছিলেন না। এই সময়ে 'ইডাইল' অভিধেয় আর দুই জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। ইহাঁরা নগরীয় হর্ম্ম্যাদি সমস্তের তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং উত্তমর্ণ ও বণিক্‌বর্গের অত্যাচার হইতে যাহাতে প্লিবীয়েরা দুঃখ না পায়, তজ্জন্য যত্ন করিতেন।

প্লিবীয়দিগের সহিত বিবাদ হওয়াতে কৃষিকার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। তজ্জন্য ৪৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে সিশিলী দ্বীপ হইতে অনেক বণিক্-তরী শস্যপরিপূরিত হইয়া রোমে আনীত হইয়াছিল। নিরন্ন প্লিবীয়েরা ঐ শস্য পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করে। তাহাতে আভিজাত্যাভিমানী 'কোরাইওলেনস্' নামক এক ব্যক্তি পেট্রিসীয়দিগকে এই পরামর্শ দেন যে, প্লিবীয়েরা ইহার অনতিকাল পূর্ব্বে যে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাতঃ পরিত্যাগ না করিলে উহাদিগের প্রার্থনা পরিপূরণ করা হইবে না। ইহা শুনিয়া প্লিবীয়েরা উহাঁকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করে। কোরাইওলেনস তাহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া এমত দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন যে, পরিশেষে ন্যায়পথ অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি রোমীয়দিগের পরম প্রতিপক্ষ ভল্‌সীয়দিগের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং নিজ অসামান্য সৈন্যাধ্যক্ষতাগুণে অতি

শীঘ্রই আসিয়া রোমনগর অবরুদ্ধ করিলেন। রোমে হাহাকারধ্বনি উঠিল। পেট্রিসীয়গণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা করিলেও তাঁহার ক্রোধোপশম হইল না। পরিশেষে তাঁহার গর্ভধারিণী স্বয়ং গমন করিয়া যথাসাধ্য অনুনয় করিলে কোরাইওলেনস্ মাতৃ-বাক্য অবহেলনে অসমর্থ হইয়া ভল্‌সীয় সৈন্যগণকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। ভলসীয়েরা রোম-নগর জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল; সেই আশা ভঙ্গ হওয়াতে উহারা স্বদেশে যাইয়াই কোরাইওলে-নসের প্রাণদণ্ড করিল।

ভলসীয়েরা রোমের যে সকল নগর জয় করিয়াছিল, তাহার অনেকগুলি উহাদিগের অধীন থাকে। তাহাতে উহাদিগের অধিকার লাটিন জাতীয় লোকের সীমার অন্তর্ভূত হওয়াতে ভলসীয়দিগের সহিত লাটিনদিগেরও বিবাদ হইবার উপক্রম হয়। 'স্পুরিয়স্‌কাসিয়স্' নামক এক জন বিচক্ষণ কন্সল্ সেই সুযোগে লাটিন-দিগের সহিত রোমের সন্ধিবন্ধন করেন। তাহার পর ৪৮৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঐ কাসিয়সেরই যত্নে হর্ম্নিসীয়দিগের সহিত রোমের সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই রূপে লাটিন, হর্ম্নিসীয় এবং রোমীয় এই তিন জাতির ঐকমত্যাব-ধারণ হইলে ভলসীয়েরা উহাদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া হইলে ভলসীয়েরা উহাদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুতরাং ভলসীয়দিগের দেশ সমুদায় ক্রমশঃ রোমীয়দিগের হস্তগত হইতে লাগিল।

যে বৎসর হর্নিসীয়দিগের সহিত রোমীয়দিগের সন্ধি সংস্থাপিত হয়, সেই বর্ষেই ভূমিভাগের নিয়ম অবধারণের নিমিত্ত প্রথম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ ভূমিবিভাগ বিষয়িণী ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক। রোমীয়েরা কোন প্রদেশ জয় করিলে তাহার সমুদায় ভূমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিত। এক ভাগ বিজিত জনপদবাসীদিগকে প্রত্যর্পিত হইত, আর এক ভাগ রোমের অধিকারসম্ভুক্ত হইত। দ্বিতীয়োক্ত ভূমিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব থাকিত না। উহা সাধারণসম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপে রোমের সাধারণস্বামিক ভূমি ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উহার মধ্যে যে ভূমিতে যত শস্যোৎপত্তি হইত, তাহার দশমাংশ মাত্র করস্বরূপে প্রদান করিয়াই পেট্রিসীয়েরা ঐ ভূমি জমা করিয়া লইতে পারিতেন। প্লিবীয় অথবা ক্লাইএণ্টদিগের কাহারও সেই ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু দ্রাক্ষা অথবা অলিব বৃক্ষ রোপণ করিলে পেট্রিসীয়দিগকেও পূর্ণ লাভের পঞ্চমাংশ করস্বরূপে প্রদান করিতে হইত। এই প্রকার সাধারণ ভূমিসম্পত্তি থাকাতে যে রোমীয় নাগরিকদিগের সমূহ উপকার দর্শিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ঐ ভূমির কিয়দংশ বিক্রয় করিলেই প্রয়োজনোপযোগী অর্থ সংগ্রহ হইতে পারিত। আর কোন কারণে অধিক

লোক দুঃস্থ হইয়া পড়িলে ঐ ভূমির কিয়দংশ দান করিলেই উহাদিগের দারিদ্র্য দশা মোচন হইতে পারিত। এইরূপে দীন প্লিবীয়দিগকে সাধারণভূমির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ অনেক বার প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু কালে পেট্রিসীয়গণ উক্ত ভূমিসম্পত্তি জমা লইয়া আপনাদিগের অধিক লাভ হয়, দেখিয়া ঐ নিয়ম রহিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

কসিয়স তৃতীয় বার কন্সল পদাভিষিক্ত হইয়া এই প্রস্তাব করেন যে, প্লিবীয়গণ অনেকে দারিদ্র্যদশাপন্ন হইয়া কষ্ট পাইতেছে, অতএব উহাদিগকে সাধারণ ভূমির কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দেওয়া যাউক। পেট্রিসীয়েরা কন্সলের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিরক্ত হইলেন। কিন্তু প্লিবীয়েরা যথাসাধ্য চেষ্টা সহকারে কন্সল মহোদয়ের মতের পোষকতা করাতে পেট্রিসীয়েরা তন্নিবারণে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু উহাঁরা ঐ বর্ষের শেষে যখন কাসিয়স আপন পদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার নামে কমিটিয়া কিউরিএটা সভাতে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া উহাঁর প্রাণদণ্ড করিলেন। কাসিয়সের প্রতি পেট্রিসীয়দিগের এমত আক্রোশ হইয়াছিল যে, তিনি যে বাটীতে বাস করিতেন, উহাঁরা তাহা ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিলেন, এবং সেই বাটীর অবস্থান-ভূমিও একান্ত অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত করিলেন। এইরূপে কাসিয়সের ব্যবস্থা-

পিত ভূমিবিভাগের নিয়ম ঐ সময়ে প্রচলিত হইতে পারিল না। ইহার বহুবর্ষ পরে অর্থাৎ ৪১৩পূঃ খৃষ্টাব্দে যখন এক জন ট্রিবীউন্ তাৎকালিক কন্সলদিগের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিতে চাহিলেন যে, উহাঁরা কাসিয়সের প্রণীত ব্যবস্থা কি জন্য প্রচলিত না করিলেন, তখনও পেট্রিসীয়েরা গোপনে ঐ অবাধ্য ট্রিবীউনের প্রাণবিনাশ করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহার পর অবধি পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয় এই দুই প্রতিপক্ষদলে ঘোরতর বিবাদ হইতে লাগিল। পেট্রিসীয়েরা প্রথমতঃ এমত বলেন যে, কমিটীয়া সেঞ্চুরিয়েটা নামক সভাতে প্লিবীয়েরাও অবস্থান প্রাপ্ত হয়, এই জন্য সেই সাধারণী সভার দ্বারা কন্সল মনোনীত না হইয়া তাঁহাদিগের কিউরীএটা সভাতেই ঐ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। দুই বৎসর তাহাই হইল। প্লিবীয়েরা আপনাদিগের ট্রীবীউটা সভাতে সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু উহারা তজ্জন্য চেষ্টা করিতে এক দিনও বিরত হয় নাই। পরে ৪৮৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে উহারা এমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল যে, দুই জন কন্সলের মধ্যে উহারাও একজনকে নিযুক্ত করিতে পারিবে। আবার ৪৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্লিবীয়দিগের নিরন্তর যত্নে ইহাও ব্যবস্থাপিত হইল যে, সেঞ্চুরীএটা সভা হইতে ট্রীবীউন্,ও ইডাইলগণ মনোনীত না হইয়া

ঐ সকল কর্ম্মচারী ট্রিবিউটা সভা হইতেই নিযুক্ত হইবে। অপরন্তু, ঐ সময়ে ইহাও অবধারিত হইল যে, ট্রিবিউটা সভাতে যে কেবল প্লিবীয়দিগের নিজসম্পৃক্ত বিষয় মাত্রের বিবেচনা হয়, তাহা না হইয়া উহারা রাজকার্য্যের তাবৎ বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিতে পারিবে। আর ঐ সভাতে নূতন নিয়মেরও উদ্ভাবন হইতে পারিবে—পেট্রিসীয় সভার সম্মতি হইলেই ঐ সকল নিয়ম সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য হইবে।

যখন এই সকল ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তখন রোমে যে কেমন অন্তর্ব্বিবাদ চলিতেছিল, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। বাস্তবিক রোম নগর তখন দুইটী প্রতিপক্ষ সৈন্যের শিবিরস্বরূপ হইয়াছিল। সকলের মনেই দৃঢ়তর বিদ্বেষ, ঈর্ষা, লোভ এবং হিংসা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এমত সময়ে ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হইল, এবং তাহাতে শত শত ব্যক্তি প্রতিদিন কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল। সুতরাং তখন যে রোম নগরী নিতান্ত ক্ষীণবল হইয়া অনায়াসেই শত্রুর বশ্য হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ইকুয়ীয় এবং ভল্সীয়গণ মিলিত হইয়া রোমের দ্বার পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইল। আর একজন সেবাইন জাতীয় সামান্য দস্যু রোমের প্রধান দুর্গ 'কাপিটলে' আসিয়া আপনার বাসস্থান নিরূপিত করিল। ঐ দস্যুকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত রোমীয়েরা বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছিল।

৪৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্লিবীয়েরা যে সকল ব্যবস্থা প্রচলিত করাইয়া লয়, তদ্দ্বারা রোমে সর্ব্বিয়স-কৃত শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অর্থাৎ প্লিবীয়েরা ট্রিবিউটা সভাতে, আর পেট্রিসীয়েরা কিউরিএটা সভাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে। সেঞ্চুরিএটা সভার কোন ক্ষমতাই থাকে না। এই সকল কারণে শাসন-প্রণালী অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে ৩৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে আর্সা নামে একজন ট্রিবিউন্ এই প্রস্তাব করিলেন যে, রোমের ব্যবস্থা-প্রণালী সমুদায় সংশোধিত করিয়া লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়।

(দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা—ডিসেম্ভর নিয়োগ—পুনর্ব্বার কন্সল্ নিয়োগ—সেন্সর, কুইষ্টর এবং যোদ্ধৃ ট্রিবিউনের নিয়োগ—বিয়াই নগর অধিকার—গল্জাতীয় লোকের দ্বারা রোমের দাহ—লিসিনীয় ব্যবস্থা—প্রিটরের নিয়োগ—প্লিবীয়দিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি—লাটিন ও সাম্নাইট জাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধ—পিরহসের সহিত যুদ্ধ—ইটালীর লোক-বিভাগ—শাসন-প্রণালী।)

রোমীয়েরা ক্রমে ক্রমে সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইতেছিল—বিষয়বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার বিচারের প্রয়োজন হইতেছিল—প্রতিপক্ষ দুই দলের দ্বেষাদ্বেষেও শাসন-প্রণালী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল—এবং অধিকার বিস্তৃত হওয়াতে ধর্ম্মাধি-

করণে নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইতেছিল—সুতরাং ঐ সময়ে ব্যবস্থা-প্রণালী সংশোধিত এবং লিপিবদ্ধ হইয়া স্থিরীকৃত হইবার সম্যক্ আবশ্যকতা হইয়াছিল। অতএব আর্সা নামক ট্রিবিউন্ তদর্থে প্রার্থনা করাতে যদিও পেট্রিসীয়েরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হয় নাই বটে, তথাপি অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে প্লিবীয়দিগের সহিত একমত হইতে হইল। উহাঁরা প্রথমতঃ তিন জন সেনেটরকে এথেন্স নগরে আইন শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন, এবং উহাঁরা আইন শিখিয়া ফিরিয়া আসিলে পর ৪৫২ পূঃ খৃষ্টাব্দে দশ জন সুবিজ্ঞ পেট্রিসীয়ের প্রতি সংহিতা প্রস্তুত করিবার ভার প্রদত্ত হয়। ঐ দশ জন ব্যবস্থাপক সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহেরও ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ইহাঁরা যে সংহিতা প্রস্তুত করেন, তাহা দ্বাদশটী প্রস্তর-ফলকে লিখিত হইয়াছিল। এই জন্য ইতিহাসে উহা দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই অভিনব ব্যবস্থা সকল রোমের প্রাচীন ব্যবস্থা সমস্ত অপেক্ষা প্লিবীয়দিগের অধিক পক্ষপাতী হইয়াছিল। ইহাদ্বারা এমত অবধারিত হইল যে, পেট্রিসীয় এবং ক্লাইয়েন্ট দল প্লিবীয়দিগের ট্রিবিউটা সভা-সম্ভুক্ত হইবে। সেঞ্চুরিএটা সভাতে সকল বিষয়েরই পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে, এবং তৎসভাকৃত নিষ্পত্তির পর আর কাহারও বিচার চলিবে না। আর ইহাও নিশ্চিত হইল

যে, ঐ সময়াবধি রোমে দুই জন কন্সল নিযুক্ত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে দশ জন ডিসেম্ভর নির্দ্দিষ্ট হইবে। উহারাই সকল রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন। কিন্তু ঐ দশ জনের মধ্যে পাঁচ জন প্লিবীয় দলস্থ লোক হইবে। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপকগণ তাঁহাদিগের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া এক বৎসরের মধ্যে স্ব স্ব পদ পরিত্যাগ করিবেন, প্রথমে এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিলম্ব করিয়া দুই বৎসর অতীত করিলেন। তৃতীয় বৎসরে তাঁহাদিগের মধ্যে এপিয়স ক্লডিয়স্ নামা এক ব্যক্তি বর্জিনিয়া নাম্নী কোন সুন্দরী কন্যার প্রতি অত্যাচার করাতে রোমীয়েরা আর ডিসেম্ভরদিগের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। অনেক বিবাদের পর পুনর্ব্বার দুই জন কন্সল নিযুক্ত হইল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থাই প্রচলিত হইতে লাগিল। এই সময়ে প্লিবীয়গণ আর একটী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে অভিজাতাভিমানী পেট্রিসীয়গণ প্লিবীয়দিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ নিবন্ধন করিতেন না। ৪৪৫ পৃঃ খৃষ্টাব্দে ঐ রীতি রহিত করণের উপযোগী একটী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ইহার পর আবার প্লিবীয়েরা বলিল যে, আমাদিগের মধ্যে কেহ কখন কন্সল্ পদাভিষিক্ত হইতে পায় না। অতএব একজন প্লিবীয় আর একজন পেট্রিসীয় এইরূপ করিয়া দুই জন কন্সল্ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। পেট্রিসীয়েরা ইহাতে সম্মত না হইয়া

কন্সলের কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া সেন্সর, কুইষ্টর এবং যোদ্ধৃট্রি-
বিউন্ এই তিন প্রকার নূতন পদবীর সৃষ্টি করিলেন।
তন্মধ্যে পেট্রিসীয় দল হইতে কিউরিএটা সভা কর্ত্তৃক
পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত দুই ব্যক্তি সেন্সর নিযুক্ত হই-
লেন। সেন্সরেরা সাধারণ ধনাধ্যক্ষ ছিলেন--ব্যক্তি
মাত্রের বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের প্রতি
যথোচিত কর নির্দ্ধারিত করিতেন—এবং লোকের চরিত্র
বিচার করিয়া কাহাকেও নীচ পদ হইতে উচ্চ পদবীতে
উন্নত করিতেন, আর কাহাকেও বা নীচ পদস্থ করিয়া
অবমানিত করিতেন। কুইষ্টর অভিহিত কর্ম্মচারি-
দ্বয় পেট্রিসীয় দল হইতে সেঞ্চুরিএটা সভা কর্ত্তৃক মনো-
নীত হইতেন—রাজ্যের আয় ব্যয় স্থিতির হিসাব রাখা-
উহাঁদিগের কর্ম্ম ছিল। যোদ্ধৃট্রিবিউন উপাহিত ব্যক্তি-
গণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সেঞ্চুরিএটা সভা কর্ত্তৃক
প্লিবীয় এবং পেট্রিসীয় উভয় দল হইতেই ইহাঁরা মনো-
নীত হইতে পারিতেন। কিন্তু কন্সল্ নিযুক্ত করিতে
হইলে পেট্রিসীয় দল হইতেই করিতে হইত। এই
পর্য্যন্ত হইয়াই বিবাদ নিষ্পত্তি হইল না। যখন প্লিবী-
য়েরা বলবান হইয়া উঠিত, তখন যোদ্ধৃট্রিবিউন্ নিযুক্ত
হইত, নচেৎ পেট্রিসীয়গণ কন্সল্ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রোমে
আপনাদিগের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতেন।
পেট্রিসীয়ের ডিক্টেটর নিযুক্ত করিতে পারিলেই প্রায়
প্লিবীয়গণকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারিতেন। আর

প্লিবীয়েরা যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়া পেট্রিসীয়দিগের স্থানে স্বাভিপ্রেত সাধনের ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে প্রত্যাবৃত্ত হইত না। ফলতঃ চমৎকারের বিষয় এই যে, প্লিবীয়েরা এমত প্রবল হইয়াও তাদৃশ শান্ত স্বভাবে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির যত্ন করিত। উহারা মনে করিলে অবশ্যই বলদ্বারা পেট্রিসীয়দলকে নত করিতে পারিত। কিন্তু প্রাচীন রোমীয়দিগের মনে আপনাদিগের ধর্ম্মের এবং সেই ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণীত সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি এমত দৃঢ়তর ভক্তি ছিল যে, বলদ্বারা তাহার পরিবর্ত্ত করণে কোন প্রকারেই সম্মত হইত না। তাহারা পেট্রিসীয়দিগের স্থানে ভিক্ষা করিয়া—আবদার করিয়া—কখন কখন কৌশল করিয়াও—আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিত; কিন্তু বলদ্বারা অথবা দেশাচারকে একবারে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া হঠাৎ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না। ইহাতেই বোধ হয় যে, রোমীয়েরা অতি ধর্ম্মপরায়ণ, শান্ত এবং গম্ভীরপ্রকৃতি ছিল, এবং সেই জন্যই অচিরাৎ সমুদয় পৃথিবীর উপর অতুল কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারিল। প্লিবীয়েরা ঘরে পেট্রিসীয়দিগের সহিত যতই বিবাদ করুক না কেন, বাহিরে শত্রু সমক্ষ হইলে তাহারা সর্ব্বতোভাবে পেট্রিসীয়দিগের বশীভূত থাকিয়া কর্ম্ম করিত—কখন ঘুণাক্ষরেও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত না। এই জন্যই এত অন্তর্ব্বিবাদ সত্ত্বেও রোমীয়েরা

প্রতিপক্ষ ভল্সীয় এবং ইকুয়ীয়দিগকে অনায়াসে পরাভূত করিয়া ক্রমে ক্রমে উহাদিগের সমুদায় দেশ আপনাদিগের হস্তগত করিল। ইহার পর মহাপরাক্রান্ত বিয়াই নগর অধিকার করিবার নিমিত্ত রোমীয়দিগকে অবিরত দশ বর্ষকাল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে এত দিন যুদ্ধ হওয়াতে সুতরাং রোমীয় সেনাগণ বাটী আসিয়া বর্ষে বর্ষে যেরূপ কৃষিকার্য্য করিত, এই সময়ে তাহার অবকাশ পাইল না। সুতরাং তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থে সাধারণ ধনাগার হইতে ভৃতি প্রদান করিবার প্রয়োজন হইল। বস্তুতঃ এই সময়াবধি রোমের সৈনিকগণ ভৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। ইহার পূর্ব্বে তাহারা আপনাদিগের প্রয়োজনীয় ব্যয় সমুদয় আপনারাই নির্ব্বাহিত করিয়া শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিত। এই সময়ে কামিলস্ নামা কোন ব্যক্তি রোমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁরই সেনাপতিত্বে বিয়াই নগর বিজিত হয়। কিন্তু ইনি বিয়াই পরাজিত করিয়া অতিশয় অহঙ্কৃত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্লিবীয়েরা বিয়াই নগরের সমুদায় ভূমি আপনারা বিভাগ করিয়া লইতে চাহিলে, তিনি তাহা নিবারণ করিলেন, এবং সেই হেতু রোমী হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ৩৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমীয়েরা অতি পরাক্রান্ত গল্জাতীয় লোককর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। তাহারা রোমীয়দিগকে সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত করিয়া

পরিশেষে উহাদিগের নগর পর্য্যন্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। রোমীয়েরা অনেকে বিয়াই নগরে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। কথিত আছে যে, কামিলস ঐ সময়ে গলদিগকে পরাস্ত করেন। কিন্তু বোধ হয়, সে কথা প্রকৃত নয়। রোমীয়েরা একান্ত অভিমানপরবশ হইয়া ঐ অলীক কথার উত্থাপন করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, গল্‌জাতীয়েরা চলিয়া গেলে রোমীয়েরা পুনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়া আপনাদিগের নগর নির্ম্মাণ করিল, এবং পূর্ব্বে যেমন দুই দলে বিবাদ করিতেছিল, পুনর্ব্বার সেইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। গলদিগের আক্রমণের সময় মানলিয়স্ নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করিয়া কাপিটল দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে প্লিবীয়দিগের পক্ষ হইয়া যাহাতে ঋণবিষয়ক ব্যবস্থা সকলের পারুষ্য মোচন হয়, এমত চেষ্টা করেন। তাহাতে পেট্রীসীয়েরা তাঁহার প্রাণবধ করে। রোমের দুঃসময়ে লাটিন এবং হর্নিসীয় জাতীয়েরা পূর্ব্ব মৈত্রীভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু কামিলসের যত্নে তাহাতে রোমের কোন বিশেষ ক্ষতি হইতে পায় নাই। তিনি শত্রু সকলকে দমন করিয়া অতি শীঘ্রই রোমনগরীকে পূর্ব্বাবস্থ করিলেন। কিছুকাল পরে অর্থাৎ ৩৭৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে লিসিনিয়স নামক এক জন ট্রিবিউন্ তিনটী ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিলেন। তাহাদিগের মর্ম্ম এই (১) পেট্রী-

সীয়েরা কেহ সাধারণ ভূমিসম্পত্তির মধ্যে পাঁচ শত জুগরার (প্রায় আড়াই বিঘায় এক জুগরা হয়) অধিক ভূমি অধিকার করিতে পারিবে না, আর অবশিষ্টাংশ সমুদায় প্লিবীয়দিগকে প্রদান করা হইবে। (২) পূর্ব্বে যেরূপ দুই জন করিয়া কন্সল্ নিযুক্ত হইত, এক্ষণেও সেইরূপ হইবে। কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে একজন কন্সল্ প্লিবীয় দলস্থ হইবে। (৩) উত্তমর্ণেরা অধমর্ণ-দিগের স্থানে যত সুদ পাইয়াছেন, তাহা সমুদায় আসল হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ প্রদান করিলেই ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে।

পেট্রীসীয়েরা কামিলসকে ডিক্টেটর পদাভিষিক্ত করিয়া প্লিবীয়দিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ট্রিবিউনেরা ঐ সময়ে এমত দৃঢ় প্রতি-জ্ঞাপূর্ব্বক স্বাভীষ্ট সাধনে যত্নবান হইল যে, তিনিও উহাদিগের মতের অন্যথা করণে সমর্থ হইলেন না। ট্রিবিউন্দিগের পূর্ব্বাবধি এই শক্তি ছিল যে, উহারা কোন ব্যবস্থার বা অভিনব প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপির নিম্ন-ভাগে ভিটো অর্থাৎ নিষেধ এই বাক্য লিখিলে আর কোন মতেই সেই প্রস্তাব প্রচলিত হইতে পারিত না। এই বার তাহারা আপনাদিগের ঐ নিষেধ করিবার শক্তির সম্পূর্ণরূপ ব্যবহার করিয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যই স্থগিত করিয়া রাখিল। সুতরাং অনেক বিবাদের পর ৩৬৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে পেট্রীসীয়গণ অগত্যা পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা

সমস্তে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা বলিলেন যে, ইহার পর কন্সলদিগের কোন দেওয়ানি মোকদ্দমা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ প্রিটর উপাহিত একজন পেট্রিসীয় নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও কিছু ফল দর্শিল না। ৩৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে এক জন প্লিবীয় ডিক্টেটর পদাভিষিক্ত হইলেন—৩৫১ পূঃ খৃষ্টাব্দে একজন প্লিবীয় সেন্সসের কর্ম্ম পাইলেন—৩৩৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে একজন প্লিবীয় প্রিটরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন—এবং ৩০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে অগর পন্টিফ্ প্রভৃতি মহামান্য যাজক পদবীতেও প্লিবীয়গণ উন্নত হইতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে রোমীয়দিগের সহিত দক্ষিণদিকস্থ প্রবল সাম্নাইট্ জাতির সংগ্রাম হয়; তাহাতে লাটিন জাতীয়েরাও প্রবল বিপক্ষবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু কাহার দ্বারা রোমের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। প্রত্যুত ডিসিয়স্ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রযত্নে এবং রণপণ্ডিত কামিলসের প্রবর্ত্তিত যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করাতে রোমীয় সৈন্যগণ সকল যুদ্ধেই বিজয় লাভ করিয়া পরিশেষে মধ্য ইটালীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইল। উহারা ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ইটালীতেও আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, ইটালীর দক্ষিণ ভাগে গ্রীকেরা অনেক উপনিবেশ সংস্থাপন করে। সেই সকল গ্রীকেরা বিশেষতঃ টারণ্টম

নিবাসিগণ রোমীয়দিগের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া ইপাইরসের রাজা যুদ্ধবীর পির্‌হসকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পিরহস বহু গ্রীক সৈন্য এবং হস্তিযূথ লইয়া ইটালীতে অবতীর্ণ হইলেন। ২৮১ পূঃ খৃষ্টাব্দে হিরাক্লিয়ানগর সমীপে গ্রীক এবং রোমীয় সৈন্যগণের রণস্থলে প্রথম সন্দর্শন হইল। রোমীয়েরা ইহার পূর্ব্বে কখন হস্তী দর্শন করে নাই। সুতরাং সেই প্রকাণ্ডকায় ভীষণমূর্ত্তি পশু সকল দর্শনে তাহারা নিতান্ত ভীত হইল। পিরহস যুদ্ধে জয়ী হইলেন। জয়ী হইয়া তিনি সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে রোমে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু রোমীয়েরা প্রতিজ্ঞা করিল যে, আমরা কখন বিজিত হইয়া কাহারও সহিত সন্ধি করিব না। বিশেষতঃ পির্‌হস ইটালী পরিত্যাগ করিয়া না গেলে তাঁহার সহিত সন্ধির কথাই হইবে না। ২৭৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে আস্কুলম্ নামক স্থানে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও পির্‌হস জয়ী হইলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে রোমীয়দিগের সাহস এবং যুদ্ধস্থলে মৃত রোমীয়দিগের বীরমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, এমত সৈন্য পাইলে আমি অনায়াসে সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে পারি। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, আমি জয়ী হইয়াছি বটে, কিন্তু আর একটী বার এমত জয়লাভ করিতে গেলেই আমার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইবে। এই সময়ে পির্‌হসের চিকিৎসক রোমীয়দিগের কন্সলকে এই অভিপ্রায়ে পত্র

লিখিয়া পাঠান যে, তোমরা আমার উপযুক্ত পুরস্কার করিবে এমত স্বীকার করিলে, আমি পির্হসকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করি। রোমীয়েরা তচ্ছ্রবণে ঐ দুষ্টাত্মার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেই লিপি পিরহসের নিকট প্রেরণ করেন। পির্হস ইহার পর সিসিলিদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। তিন বৎসর অতীত হইলে তিনি পুনর্ব্বার ইটালীতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং বেনিবেণ্টম নামক স্থানে রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপেই পরাস্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে ইটালী হইতে প্রস্থান করিলেন। রোমীয়েরা সমুদায় দক্ষিণ ইটালী অধিকার করিয়া লইল। সাম্নাইট জাতীয়েরা পুনর্ব্বার স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই।

এই সময়ে অর্থাৎ ২৬১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সমুদায় ইটালীর লোককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকৃত রোমীয়, অপর রোমসখ অর্থাৎ রোমের প্রজা, এবং তৃতীয় লাটিন লোক; ইহার মধ্যে রোম নগরীর প্লিবীয়, পেট্রিসীয় এবং ক্লাইএন্ট এই সকল লোক আর রোম নগরের চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় ব্যক্তি যাহারা কোন ট্রাইব্-সম্ভূত ছিল, এই সকলকে প্রকৃত রোমীয় বলা যাইত। আর যাহারা প্রকৃত রোমীয় বটে, কিন্তু সেনেটের অভিমতে দূরে আসিয়া উপনিবেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকেও রোমীয় বলা যাইত। অপরন্তু কোন

ব্যক্তিবিশেষ কোনও উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত অথবা সমধিক সম্পত্তিশালী এবং পরোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলে সেনেট হইতে 'রোমীয়'—এই গৌরবসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত রোমীয়ের মধ্যেই গণ্য হইতেন। ইহাতেই বোধ হইবে যে, রোমীয় মাত্রেরই শাসনকর্তৃত্ব ভার ছিল না। যাঁহারা রাজধানী হইতে দূরে বাস করিতেন, তাঁহারা রোমীয় পদের বাচ্য হইলেও কোন সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিতেন না। কতকগুলি মাত্র রোমীয়ের শাসন-কর্তৃত্ব ছিল, কিন্তু রোমীয় মাত্রেই কেহ স্বাধীনতায় বঞ্চিত ছিল না।

রোমসথ বলিয়া যে সকল অন্যান্য ইটালীয় জাতির উল্লেখ করা যায়, তাহাদিগের সকলের সহিত রোমের সমান সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তাহাদিগের সকলেই রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিত, এবং তাহারা পরস্পর সন্ধি বিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছিল। এমন কি, এক নগরের সহিত তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপর নগরের কোন সম্পর্কই ছিল না, সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিয়া যে যাহার আপন আপন রীতি, নীতি, ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম-প্রণালীর অনুসারে কার্য্য করিত। লাটিন লোক বলিয়া যাহাদিগের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত রোমীয় এবং তৎপ্রজাবর্গের মধ্যবর্ত্তী ছিল। ইহারা বাস্তবিক রোমেরই কতকগুলি ঔপনিবেশিক মাত্র, ইটালীর নানাস্থানে

বিকীর্ণ হইয়া থাকাতে সর্ব্বত্র রোমীয়দিগের অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রচলিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সময়ে রোমীয়দিগের শাসন-প্রণালী যেরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও বর্ণন করা আবশ্যক। যেহেতু ঐ প্রণালী পূর্ব্ব প্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, এবং ইহারই অধীনে রোমীয়েরা অনায়াসে ইটালীর বহির্ভাগেও আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

কিউরীএটা সভা রহিত হইয়া গিয়াছিল। সেঞ্চুরীএটা এবং ট্রিবিউটা সভার মধ্যে আর কোন বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এইক্ষণে এইরূপ হইয়াছিল যে, সেনেট হইতে ব্যবস্থা সকল প্রস্তাবিত হইয়া সেঞ্চুরীএটা সভার সম্মতির নিমিত্ত প্রেরিত হইতে পারিত; আর ট্রিবিউনগণ জনসাধারণকে ট্রিবিউটা সভাতে আহ্বান করিয়া সেই সভাতেও নূতন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতে পারিতেন। সেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেঞ্চুরীএটা সভার সম্মতি হইলেই উহা প্রচলিত হইতে পারিত। অতএব ব্যবস্থা প্রস্তাবনায় পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয় উভয় পক্ষেরই সমান ক্ষমতা হইয়াছিল। ইতিহাসবেত্তাদিগের মতে এই সময়ে এপিয়স্ ক্লডিয়স্ নামা এক জন সেন্সর নাগরিক নীচ লোকদিগকেও ট্রিবিউটা সভাসন্তুক্ত করেন, এবং যাহার যেরূপ বিভব, তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া সেঞ্চুরীএটা সভাতেও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

(প্রথম পুনিক যুদ্ধ—রোমীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার বৃদ্ধি—কার্থেজীয়দিগের কর্ত্তৃক স্পেইন দেশ অধিকার—হানিবাল—দ্বিতীয় পুনিক্ যুদ্ধ—মাসিডনরাজ ফিলিপের সহিত যুদ্ধ—সিরিয়ারাজ আণ্টিয়োকসের সহিত যুদ্ধ—হানিবাল প্রাণত্যাগ করেন—তৃতীয় পুনিক্ যুদ্ধ—গ্রীসের স্বাধীনতা বিলোপ—রোমীয়দিগের প্রদেশাধিকার—শাসনের রীতি—রোমীয়দিগের মধ্যে অর্থলোভের প্রবেশ।

ইটালী দেশ সমুদায় অধিকৃত হওয়াতে রোমীয়দিগের সহিত অপরাপর জাতির ক্রমশঃ সংস্রব হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ইটালির দক্ষিণ দিক্-স্থিত শিশিলী দ্বীপ-নিবাসিগণ তৎকালে নিরন্তর অন্তর্বিবাদে আসক্ত হইয়াছিল। মেমার্টাইন্ নামক এক দল পরাক্রান্ত দস্যু মেসিনী-নগরবাসী গ্রীক জাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়া ঐ নগর অধিকার করে। তাহাতে সিরাকুসের রাজা সসৈন্য আসিয়া উহাদিগের নগর অবরোধ করেন; আর ঐ সময়ে প্রাচীন ফিনিকীয়দিগের প্রসিদ্ধ উপনিবেশ কার্থেজ হইতেও কতকগুলি সৈন্য আসিয়া ঐ মেসিনা নগরের দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। কার্থেজীয়দিগের সহিত সিরাকুস রাজার সাতিশয় বিরোধ ছিল। কারণ ইহার বহু পূর্ব্বাবধি কার্থেজীয়েরা শিশিলী দ্বীপ অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিল। তাঁহারা কখনই ঐ দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের হস্তগত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু নিরন্তর যত্নদ্বারা ক্রমে

ক্রমে উহার সমুদায় দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল ভাগে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। মামর্টিনীয়েরা ঐ কার্থেজীয়গণের ভয়ে ভীত হইয়া রোমের শরণাপন্ন হইল। রোমীয়েরা তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার বাসনায় শিশিলী দ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এইরূপে কার্থেজীয়দিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহাকে প্রথম পুনিক্ যুদ্ধ বলে। ইহা ২৩ বৎসর ধরিয়া হয়, এবং ইহার মধ্যে রোমীয়েরা সামুদ্রিক রণপোত নির্ম্মাণকরিয়া তদ্দ্বারা জলযুদ্ধ করিতে শিখে। কার্থেজীয়েরা বহু কালাবধি বাণিজ্যব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইয়া সমূহ ধনসম্পত্তিশালী হইয়াছিল। তাহারা স্বয়ং কদাচিৎ অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে যাইত না, ভৃতিভুক্ সৈন্যদ্বারাই সকল সংগ্রাম কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ভৃতিভুক্ সৈন্যগণ যে স্বকার্য্যতৎপর রোমীয় সৈন্যের সহিত সংগ্রামে সমর্থ হইত না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র; কিন্তু বিশিষ্ট রণদক্ষ সেনাপতি কর্তৃক পরিচালিত হইলে তাহারা কখন কখন রোমীয়দিগকেও পরাভব করিতে পারিত। স্পার্টা নগর নিবাসী জাণ্টিপস্ নামক কোন যুদ্ধবীর একবার কার্থেজীয়দিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে রোমীয় সেনানী সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ রেগুলস্ কার্থেজ আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হয়েন। আর হামিল্কার নামক এক জন সুবিজ্ঞ কার্থেজীয় সেনাপতির অধীনেও উহারা শিশিলী ও দক্ষিণ ইটালিতে রোমীয়দিগের অনেক হানি করিয়া

পরিশেষে আপনাদিগের বিদ্রোহী সৈন্যদলকে পরাভব করণে সমর্থ হয়। কিন্তু সর্ব্বদাই এরূপ হইত না। রোমকদিগের সহিত যুদ্ধে কার্থেজীয়েরাই অধিক স্থানে পরাজিত হইত। সুতরাং পরিশেষে উহারা সন্ধিকরণে সম্মত হইয়া শিশিলীদ্বীপ পরিত্যাগ এবং বিপুল অর্থ দণ্ড প্রদান করিতে স্বীকার করিল।

ইহার পর ২৩ বৎসরের মধ্যে রোমীয়েরা সমুদায় শিশিলীদ্বীপ অধিকার করিয়া লইল। শিশাল্পিন্ গল্ নামক পো-নদীর অববাহিকাও উহাদের হস্তগত হইল। আর বিনিস উপসাগরের উত্তর ও পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী ইলিরিয়া প্রদেশের রাজ্ঞী দস্যুবৃত্তিদ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ জনপদবাসিগণকে উত্ত্যক্ত করিয়াছেন, বলিয়া রোমীয়েরা তাঁহারও রাজ্য লইয়া স্বাধিকার-সম্ভুক্ত করিল। সার্ডিনিয়া দ্বীপ এই সময়ে রোমীয়দিগের হস্তগত হয়।

কিন্তু ঐ সময়ে কার্থেজীয়েরাও নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিল না। উহারা শিশিলী এবং সার্ডিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপ গুলিতে আপনাদিগের বল প্রকাশ করিতে না পাইয়া ক্রমে ক্রমে স্পেইন্ দেশের সমুদায় পূর্ব্বোপকূল ভাগ আপনাদিগের অধিকৃত করিল। বিচক্ষণ সেনাপতি হামিল্কার এই সকল কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার যত্নে কার্থেজীয়দিগের এই নূতন রাজ্য এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে, রোমীয়েরাও তদ্দর্শনে শঙ্কান্বিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে,

কার্থেজীয়েরা যেন ইব্রোনদী পার হইয়া না আইসে। এই সময়ে হামিল্কারের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জামাতা হাস্‌দ্রুবাল্ কার্থেজীয় সৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ইনিও বহুকাল জীবিত ছিলেন না। ইহাঁর পর হামিল্কারের সুযোগ্য পুত্র হানিবাল, ষড়্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কার্থেজীয়দিগের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইনি নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃশিবিরে আনীত হইয়া যাবজ্জীবন কেবল যুদ্ধের রীতি নীতি শিক্ষা এবং বিবিধরূপ সংগ্রামক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন —ইহাঁকে ইহাঁর পিতা অতি শৈশবেই দেবতার নিকট শপথ করাইয়া রোমের পরম শত্রু করিয়া রাখিয়া যান— এবং ইহাঁর তুল্য যুদ্ধবীর, বোধ হয়, অদ্যাপি কেহ কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি রোমীয় দিগের নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া ইব্রো নদী পার হইয়া সাজণ্টম নামক নগর আক্রমণ করিলেন। রোমীয় দূত তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তিনি ঐ নিষেধ মানিলেন না। সুতরাং ২১৮পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমের সহিত কার্থে-জীয়দিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাকে দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ বলে।

এই যুদ্ধ যে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিবে, রোমীয়েরা তাহা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। হানিবাল আপন ভ্রাতা হাস্‌দ্রুবালের প্রতি স্পেইন্ রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করিয়া অতি শীঘ্রই পিরেনীস পর্ব্বতশ্রেণী

লঙ্ঘন করিয়া গল্ দেশের দক্ষিণ ভাগ দিয়া গমন করত সুবৃহৎ ভেলক নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসহযোগে হস্তী অশ্ব সমেত রোন্ নদী উত্তীর্ণ হইলেন—বিপক্ষ পক্ষীয় বন্য জাতীয় গল্‌দিগকে সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত করিলেন—এবং পঞ্চদশ দিনের মধ্যে অশ্রুতপূর্ব্ব ক্লেশ সহ্য করিয়া আল্পস্ পর্ব্বতচয় উল্লঙ্ঘন করত সসৈন্যে ইটালীর উত্তর ভাগে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

তত্রত্য গল্ জাতীয়েরা অতি অল্পকাল পূর্ব্বেই রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। তখনও তাহাদিগের মন হইতে রোমীয়-দিগের প্রতি দ্বেষভাব অপনীত হইয়া যায় নাই। সুতরাং উহারা দলে দলে আসিয়া হানিবলের সৈন্য পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। রোমীয়দিগের দুই জন কন্সল শিপিয়ো এবং সেম্প্রোনিয়স্ ইহাঁরা একে একে টিকিনস্ ও ট্রিবিয়া এই দুই নদীকূলে হানিবালের গতিরোধ করিতে গিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইলেম। ফ্লামিনিয়স্ নামক আর এক জন কন্সলও থ্রাসিনীন্ হ্রদের নিকট হানিবালের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত এবং স্বয়ং নিহত হইলেন। তখন রোমীয়েরা জানিতে পারিলেন যে, হানিবাল্ তাঁহাদিগের সামান্য শত্রু নহেন। উহাঁরা তৎক্ষণাৎ ফেবিয়স্ নামক অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তিকে ডিক্টেটরের পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে দেশরক্ষার ভার সমর্পণ করিলেন। ফেবিয়স্

অতিশয় সতর্ক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কদাচিৎ হানিবলের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না, সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে নিকটে থাকিয়া আক্রমণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিয়া তিনি একদা কৃতকার্য্য-প্রায় হইয়াছিলেন। হানিবাল সসৈন্য কোন গিরিসঙ্কটমধ্যে প্রবেশ করিলে পর, ফেবিয়স্ হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন—কোন দিকে বাহির হইবার পথ রহিল না। এমত সময়ে রাত্রি উপস্থিত হইল। হানিবাল মশাল জ্বালিয়া অনেকগুলি গোরুর শৃঙ্গে বান্ধিয়া পর্ব্বতের একদেশে ঐ গোরু সকলকে তাড়াইয়া দিলেন। রোমীয়েরা বোধ করিল যে, হানিবাল ঐ দিক আক্রমণ করিতে যাইতেছেন, এই ভাবিয়া তাহারা সকলে সেই দিকেই ধাবমান হইল। হানিবাল্ ঐ সুযোগে অন্য পথ দিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপে দুই সেনাপতির নানাপ্রকার রণকৌশল প্রকাশ হইতেছিল; কেহ কাহারও কোন বিশেষ হানি করণে সমর্থ হন নাই—এমত সময়ে রোমীয়েরা সত্বর যুদ্ধ সমাপন করিবার প্রত্যাশায় ফেবিয়সের পরিবর্ত্তে ভারো এবং এমিলিয়স্ নামক দুই জন কন্সলকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিল। ভারো অত্যন্ত উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি যে দিন সৈন্যাধ্যক্ষতা পাইলেন, সেই দিনেই হানিবালের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইলেন। 'কেনি' নামক স্থানে এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হয়। ইহাতে সাতচল্লিশ হাজার প্রকৃত রোমীয় যোদ্ধৃগণ সমরশায়ী হইয়াছিল। রোমের সংস্থাপনাবধি একাল পর্য্যন্ত কখন উহার এমত দুর্দ্দশা হয় নাই। গল্‌জাতীয়েরা রোম দগ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় তাহাদিগের যুদ্ধেও এত অধিক লোকের প্রাণনাশ হয় নাই। এই যুদ্ধ ২১৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে। চমৎকারের বিষয় এই যে, এমত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও রোমীয়েরা আপনাদিগের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিল না। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া হানিবাল্ উহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রোমীয়েরা তখন সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত হইল না। এ পর্য্যন্ত গল্ ভিন্ন ইটালির অন্য কোন জাতি হানিবালের পক্ষ অবলম্বন করে নাই। কেনির যুদ্ধের পর উহারা অনেকে ভীত হইয়া ক্রমে ক্রমে হানিবালের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ কাপুরা নগর নিবাসিগণ হানিবালের মহা সম্মান ও সমাদর করিল। শীতকালে হানিবাল তাহাদিগের নগরে গিয়া অবস্থান করিলেন। এই অবধি তাঁহার কপাল ভাঙ্গে। কাপুরা নিবাসিগণ সাতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। উহাদিগের সহবাসে হানিবালের সেনা সকল ইন্দ্রিয় সুখাস্বাদন করিয়া যুদ্ধক্লেশপরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল। তিনি কার্থেজ হইতে নূতন সৈন্য আনয়নের নিমিত্ত চেষ্টা করিলেন, স্বদেশীয়গণের আলস্যে সেই সমুদায় চেষ্টাই বিফল

হইল। পরিশেষে তাঁহার ভ্রাতা স্পেইন হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে নিরো নামক কন্সলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনিও পরাভূত এবং নিহত হইলেন।

এই শেষোক্ত ব্যাপার যে ঘটিয়াছে, হানিবল তাহার কিছুই জানিতেন না। রোমীয় সৈনিকেরা হাসড্রুবা-লের ছিন্ন মস্তক লইয়া উহাঁর শিবির মধ্যে নিক্ষেপ করিলে পর ভ্রাতৃনিধন ব্যাপার তাঁহার প্রথম অবগতি হইল। কিন্তু হানিবাল এমত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও নিজ নৈসর্গিক রণপাণ্ডিত্যগুণে ইহার পরেও অবিরত পনর বৎসর কাল ইটালিতে অবস্থান করত রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে রোমীয়েরা প্রবল হইতেছিল—অপর যেখানে যায়, উহারা সেই খানেই জয়লাভ করে—কিন্তু হানিবালের সহিত যুদ্ধ করিলেই পরাভব পাইয়া উহাদিগকে পলায়ন করিতে হয়। পরি-শেষে সিপিয়ো নামক কোন যুবা পুরুষ কন্সল পদাভি-ষিক্ত হইয়া প্রথমে স্পেইনে বিজয় লাভ করত পরে আফ্রিকায় গমন করিলেন, এবং তত্রত্য নুমিডিয়া প্রদে-শের রাজা মাসিনিসার সহিত মিলিত হইয়া কার্থেজ নগর আক্রমণের উপক্রম করিলেন। তখন কার্থেজীয়েরা একান্ত নিরুপায় হইয়া আপনাদিগের সেনাপতি হানি-বালকে আহ্বান করিল। তিনি অগত্যা ইটালি পরি-ত্যাগ করিয়া কার্থেজে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 'জামা'

নামক স্থানে সিপিয়োর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে হানিবাল পরাজিত হইলেন। ২০২ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটনা হয়। এই যুদ্ধের পরেই কার্থেজীয়রা যৎপরোনাস্তি হীনতা স্বীকার করিয়া রোমের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করে।

দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের সময়ে মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ হামিবালের সহিত সন্ধি করিয়া রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হানিবালের প্রাবল্যের সময় কোন বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। রোমীয়েরা হানিবালকে পর্য্যুদস্ত করিয়াই ফিলিপের প্রতি মনোযোগ করিলেন, এবং তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিলেন। গ্রীকেরা প্রথমতঃ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহাদিগের বোধ হইল যে, স্বাধীনতা রূপ পরম সুখ কখন অন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে না—যিনি স্বাধীন হইবেন, তাঁহার আপনার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক করে। গ্রীকদিগের সেই যোগ্যতা ছিল না। তাহারা রোমীয়দিগের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া সিরিয়া দেশের রাজাকে আপনাদিগের উদ্ধারার্থ আহ্বান করিল। সিরিয়ারাজ আণ্টিয়োকস্ তাহাদিগের সহায়তা করিতে গিয়া অতি শীঘ্রই বিজিত হইলেন। তিনি থার্ম্পিলির যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রোমীয়দিগের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলে উহারা তাঁহার অধিকার সমস্ত

লইয়া নিজ পক্ষীয় রাজগণকে প্রদান করিল, এবং হানিবালকে স্থান দান করিতে নিবারণ করিল। হানিবাল ইহার পর অন্য এক রাজার আশ্রয়গ্রহণ করিতে গেলেন। কিন্তু রোমীয়েরা সেই রাজার নিকটেও তাঁহাকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিল। তখন মহাত্মা হানিবাল বিষপানদ্বারা জীবন বিসর্জ্জন সহকারে নিজ সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। ইহার পর ১৪৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমীয়েরা নিতান্ত অন্যায়াচরণ করিয়া পুনর্ব্বার দুর্ব্বল কর্থেজীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, এবং কার্থেজীয়েরা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহাদিগের নগরকে ভস্মীভূত ও আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোককে দাসরূপে বিক্রীত করিল। যে দিন সিপিয়ো কর্ত্তৃক কার্থেজ বিনষ্ট হইল, সেই দিন মমিয়স্ নামক অপর একজন কন্সল গ্রীসের অন্তর্গত করিন্থ নগর নষ্ট করিয়া সেই দেশের স্বাধীনতার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিলেন।

এই সকল যুদ্ধে রোমীয়েরা যে যে দেশ জয় করিয়াছিল, সমুদায় স্মরণ করিয়া দেখিতে গেলে বোধ হইবে যে, ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিক প্রায় সকলই উহাদিগের অধিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব এই অবধি রোম সাম্রাজ্যকে, ইটালী ও প্রদেশাধিকার এই দুই ভাগে বিভক্ত করা গিয়া থাকে। প্রদেশাধিকারে রোমীয়েরা যেরূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করে, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। রোমীয়েরা কোন প্রদেশ জয়

করিলে তথাকার পূর্ব্ব রীতি নীতির অধিক পরিবর্ত্ত করিত না। যেথানকার যে ধর্ম্ম, যে ব্যবস্থা, যে রীতি তাহাই প্রচলিত রাখিত। বিশেষের মধ্যে এই যে, সেই প্রদেশের সৈন্য তথায় থাকিত না। রোমীয়েরা কেবল ইটালী হইতে আপনাদিগের সেনা সংগ্রহ করিত, এবং প্রদেশাধিকার হইতে অর্থ গ্রহণ করিত। প্রতি প্রদেশে দুই জন করিয়া প্রধান শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। তন্মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত প্রধান, তাঁহার উপাধি 'প্রীটর' এবং সহকারীর উপাধি 'কুইষ্টর্'। কর আদায়ের ভার কতকগুলি রোমীয় তহসিলদারের প্রতি অর্পিত হইত। উহাদিগকে পব্লিকান বলিত। ইহারা যে প্রজাবর্গের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত, তাহার সন্দেহ নাই। রোমে পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয় দলের যেরূপ প্রভেদ পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে আর তাহার কোন চিহ্নই ছিল না। এখন যাহার ধনসম্পত্তি অধিক, সেই রোমে মহামান্য ও প্রজাপ্রিয় হইয়া উচ্চ রাজকর্ম্ম পাইতে পারিত। সুতরাং রোমীয়েরা যে, তৎকালে নিতান্ত ধনলোলুপ হইবে, তাহার সন্দেহ কি? তাহাদিগের অত্যাচারে মধ্যে মধ্যে দূরস্থ প্রদেশ সকলে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইত। বিশেষতঃ স্পেইন দেশে 'ভিরিয়াথস্' নামক কোন বীরপুরুষের অধীনে লুসিটেনিয়া প্রদেশবাসিগণ যে, অতি ভয়ানক বিদ্রোহ উত্থাপন করে, তাহা সামান্য যুদ্ধেই নিবৃত্ত হয় নাই। তাহার পর আবার নুমান্-

সিয়া নাগরিকেরাও বহুকালাবধি রোমের বিপক্ষতাচরণ করিয়া পরিশেষে সিপিয়ো কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার উপক্রম দেখিলে আপনারা সকলে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। ফলতঃ রোমের এই অতি প্রাবল্যের সময়েই উহার বিনাশের হেতুভূত দোষ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে কোন রোমীয় লোক ইহা বুঝিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। কথিত আছে, সিপিয়ো কার্থেজে অগ্নি প্রদান করিয়াই বলিয়াছিলেন যে আমার জন্মভূমি রোমেরও কোনও সময়ে এইরূপ দুরবস্থা ঘটিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

(রোমীয় নাগরিকদিগের অবস্থা এবং চরিত্র—নীচ সংগ্রহ দ্বারা আঢ্যদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা—টাইবিরিয়স গ্রাকসের বিবরণ—কেইয়স্ গ্রাকসের বিবরণ—নুমিডিয়ার যুদ্ধ—টিউটন এবং সিম্বীয় লোকের সহিত যুদ্ধ—ইটালীয়দিগের বিদ্রোহ—সেই বিদ্রোহ শান্তি—মিথ্রিডেটিসের সহিত যুদ্ধ—মেরাইয়স এবং সলা।)

রোমীয়দিগের প্রদেশাধিকার শাসনের রীতি যেরূপ বর্ণিত হইল, তদ্দ্বারাই বোধ হইয়া থাকিবে যে, ঐ সময়ে উহাদিগের মান, সম্ভ্রম এবং গৌরব যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল, পূর্ব্বগত কোন জাতীয় লোকের কখন সেরূপ হয় নাই। তখন রোম নগরে জন্ম গ্রহণ করা কি পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল। সেই নগরে জন্ম গ্রহণ করিলেই পৃথিবীর অন্য সকল দেশের রাজাদিগের

অপেক্ষাও অধিক গৌরবান্বিত হইবার উপায় হইত। যে ব্যক্তি রোমে অতি সামান্য লোকের মধ্যে গণ্য ছিল, সেও স্পেইন্ হইতে আসিয়ামাইনর পর্য্যন্ত যে স্থানে কেন গমন করুক না, সকলেরই বন্দনীয়, দর্শনীয়, মাননীয় হইয়া চলিল। তখন অর্থগৃধ্নু রোমীয়গণ অতি সহজেই আপনাদিগের ধনতৃষ্ণা পরিপূর্ণ করিতে পারিত—কীর্ত্তিপ্রিয় রোমীয়গণ অত্যল্প আয়াসেই চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পারিতেন—এবং ধর্ম্মশীল রোমীয়গণও সেই সময়ে মানবকুলের সমধিক উপকার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে রোম নগরীতে ধনলোলুপ, যশোলুব্ধ, এবং দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক হইয়াছিল, ধর্ম্মশীল এবং মানবকুলহিতৈষী ব্যক্তির সংখ্যা তেমন অধিক ছিল না। তেমন অধিক কি? রোমীয়দিগের ধর্ম্মবুদ্ধি কখনই সম্যক্ ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন হয় নাই—তাহারা কখনই মানবসাধারণের হিতেচ্ছাকে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিত না। তাহাদিগের মধ্যে যিনি পরম ধার্ম্মিক হইতেন, তিনি স্বদেশহিতৈষী হইতেন; তাঁহারও উপচিকীর্ষাবৃত্তি সমুদায় মানবজাতিকে স্ববিষয়ীভূত করিতে পারিত না। সুপ্রসিদ্ধ কেটোর চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তস্থল। ঐ ব্যক্তি রোমে অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু তিনিও কার্থেজীয়দিগের এমত বিদ্বেষ করিতেন যে, সেনেটে যখন যে বিষয়ে কোন

বক্তৃতা করুন না, সর্ব্বশেষে কার্থেজ বিনষ্ট করা উচিত এই বলিয়া বাক্য সমাপন করিতেন।

এই সময়ে গ্রীকদিগের সংস্রবে রোমীয়েরা কিছু কিছু বিদ্যাচর্চ্চারও আরম্ভ করিয়াছিল, এবং আপনা-দিগের প্রাচীন দুষ্ট ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আর গ্রীকদিগের পূজ্যদেবতা সমস্তের পূজা আপনাদিগের দেশে প্রবর্ত্তিত করিয়া উঁহাদিগের ভ্রষ্টাচার সমস্তেরও অনুকরণ করিয়াছিল।

ধনসম্পদ, ভ্রষ্টাচার এবং কৃত্রিম সভ্যতার আবির্ভাব হইলে কখনও কোনও দেশের প্রজাবর্গের মধ্যে সাম্য-ভাব থাকিতে পারে না। রোমে তাহাই ঘটিল। তখন শুনিতে সকল রোমীয়ই সমান ছিল না বটে—আইনেও সেই কথার কোন অন্যথা ছিল না বটে—কিন্তু বাস্তবিক; তখন রোমীয় প্রজাবর্গের মধ্যে অনেক ইতরবিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা ধনবান্ এবং যাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ অনেকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক দল, আর যাহারা নির্ধন এবং কোন বিখ্যাত বংশ সম্ভূত নয়, তাহারা অপর দল; রোমীয়েরা এই প্রকার দুই দলে বিভক্ত হইয়া ছিল। তন্মধ্যে রাজকার্য্য সমুদায়ই ধনীদিগের হস্তগত ছিল, নির্ধনেরা কেবল সভাস্থলে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিতে পারিত, এবং সেই সকল মত লইয়াই রাজকর্ম্ম-চারী নিযুক্ত হইত। এই জন্য ধনিগণ নির্ধনদিগকে

স্ব স্ব বশীভূত করিবার নিমিত্ত নিরন্তর যত্ন করিতেন। লোকে দুষ্ট মন্ত্রণা সকল দুষ্ট উপায়দ্বারাই সিদ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং ধনবানেরা যখন কেবল উন্নত পদের প্রত্যাশাপন্ন হইয়া নির্ধনদিগের তোষামোদ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা যে, উহাদিগকে গোপনে উৎকোচ প্রদান করিবেন—আপনাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনার্থ বিবিধ নাট্য কৌতুকাদি প্রদর্শন করাইবেন—এবং মনে মনে যাহা থাকুক, কিন্তু যতদিন কর্ম্ম না হয়, ততদিন মুখে সকলের সহিত মিষ্ট আলাপ করিয়া সকলকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিবেন—ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এইরূপবহুকালাবধি হওয়াতে জনসাধারণ প্রায়ই সৎক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা জীবিকোপার্জ্জনের চেষ্টা করা পরিত্যাগ করিল—উহারা কোন ধনবানের পক্ষে সভাতে আপনাদিগের অভিমত প্রদান করিলেই তাঁহার স্থানে যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারিবে, এই আশার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতে লাগিল—সুতরাং অত্যল্পকাল মধ্যেই নিতান্ত নীচ বুদ্ধি এবং দুষ্টাচার হইয়া পড়িল।

রোমের বাস্তবিক দশা এইরূপ হইলেও তৎকালে এই সকল দোষ কিছুই প্রকাশ পায় নাই। প্রত্যুত সেই সময়ে প্রদেশ শাসনকর্ত্তৃগণ সকলেই বিপুল বিভবশালী হইয়া স্বদেশে আগমন করত রোমনগরীকে অতীব রম্য প্রাসাদসমূহে পরিশোভিত করিতেছিলেন—

অনেকানেক ব্যক্তি ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সুবৃহৎ উদ্যান সমস্ত প্রস্তুত করিতেছিলেন—এবং সেনাপতিগণ দূরস্থিত প্রদেশ সকল জয়লব্ধ করিয়া জনসমূহের নিকট খ্যাতি লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং যেমন কোন পীড়াবিশেষে শরীরের বাহ্যকান্তি এবং পুষ্টিবর্দ্ধন হয়, কিন্তু অন্তর্মধ্যে উহা সম্পূর্ণরূপে অসার এবং বলশূন্য হইতে থাকে, রোমেরও অবিকল সেই দশা উপস্থিত হইয়াছিল।

কোন কোন পরিণামদর্শী এবং বিচক্ষণ রোমীয় স্বদেশের তাদৃশ অবস্থা অনুভূত করিয়া যাহাতে দোষ সমস্ত সংশোধিত হয়, এমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ টাইবিরিয়স্ গ্রাকস্ নামা এক ব্যক্তি তদর্থে সম্যক্ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম সিপিয়োর কন্যা কর্নিলিয়ায় পুত্র। ইনি মাতৃ-সন্নিধানে বাল্যাবধি বিবিধ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন, এবং ১২৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে ট্রিবিউন্ পদে উন্নত হইয়া অবিলম্বে যাহাতে লিসিনীয় ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া কোন ব্যক্তির সাধারণ ভূমি সম্পত্তিতে পাঁচ শত জুগরার অধিক না থাকে, এমত চেষ্টা করেন। তাহাতে বিষয়াপন্ন ব্যক্তিমাত্রেই টাইবিরিয়সের পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া অক্টেবিয়স্ নামা আর এক জন ট্রিবিউন্‌কে আপনাদিগের মতাবলম্বী করিলেন। অক্টেবিয়স্, টাইবিরিয়সের প্রস্তাবিত বিধি প্রচলিত হওয়া নিষেধ করিলেন

টাইবিরিয়স্ সহস্র চেষ্টা করিয়াও ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি সাধারণ সভাস্থলে অক্টেবিয়সের নামে নালিশ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করাইলেন। রোমে ট্রিবিউন নিয়োগ হওয়া অবধি কখন এমত ব্যাপার ঘটে নাই। টাইবিরিয়সের শত্রুপক্ষীয়গণ এই সূত্র পাইয়া প্রচার করিয়া ছিল যে, তিনি রোমের চিরপ্রচলিত শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া আপনি রাজা হইবার চেষ্টা করিতেছেন। একান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত জনসাধারণের মনে বৈরিবর্গের এই অশ্রদ্ধেয় অপবাদে প্রতীতি জন্মিল। তাহারা ক্রমে ক্রমে টাইবিরিয়সের পক্ষতা পরিত্যাগ করিলে শত্রুগণ একদা হঠাৎ মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া সভাস্থলে সহচর কতিপয় সমেত দেশহিতৈষী টাইবিরিয়সের প্রাণবধ করিল।

টাইবিরিয়সের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ সোদর কেইয়স্, ট্রিবিউন পদাভিষিক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সেনেট সভার সভ্যগণ নিতান্ত ধনলোলুপ হইয়া ধর্ম্মাধিকরণ ব্যাপারে অত্যন্ত গর্হিতাচরণ করিতেছেন। বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যাহার স্থানে অধিক উৎকোচ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাকেই জয়ী করেন। অতএব তিনি এই এক ব্যবস্থা প্রচলিত করাইলেন যে, ধর্ম্মাধিকরণের ভার সেনেটের হস্তে সমর্পিত না হইয়া ইকা-

ইট্ অর্থাৎ অশ্বারোহী দলের হস্তগত হইবে। কেইয়স্ আরও প্রস্তাব করিলেন যে, লাটিন প্রভৃতি অপরাপর ইটালীয় জাতিগণ রোমের নাগরিকদিগের ন্যায় সাধারণী সভাতে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। এই কথার প্রস্তাব হইবামাত্র রোমের আঢ্যগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ড্রুসস্ নামক অন্য এক জন ট্রিবিউন্‌কে আপনাদিগের পক্ষতাবলম্বন করাইল। ঐ ট্রিবিউন্ সাতিশয় ধূর্ত্ততা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রজা সমস্তের নিকট এমত সকল ব্যবস্থা প্রস্তাব করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রচলিত হইলে কেইয়স্ প্রস্তাবিত আইনের অপেক্ষাও উহাদিগের আপাততঃ সমূহ উপকার দর্শে। ড্রুসস্ এইরূপে স্বয়ং প্রজাপ্রিয় হইয়া উঠিলেন, এবং কেইসের মান সম্ভ্রম দিন দিন ন্যূন হইতে লাগিল। যখন কেইয়সের প্রতি লোকের অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়িল, তখন শত্রুরা উহার দলবলকে আক্রমণ করিয়া একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। 'গ্রাকস্' অভিধেয় সোদরদ্বয়ের এইরূপ বিনাশ হওয়াতে তাৎকালিক রোমীয়দিগের রীতি চরিত্র সংশোধিত হইতে পারিল না। আঢ্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় উৎকোচগ্রাহী এবং পরপীড়ক থাকিলেন। নুমিডিয়ার রাজা মাসিনিসার এই সময়ে মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই ঔরস এবং একটী পোষ্য পুত্র থাকে। ঐ পোষ্যপুত্রের নাম 'জগর্থা'। সেই ব্যক্তি রোমীয়দিগের তাৎকালিক দুষ্ট চরিত্র সমুদায় পরি-

জ্ঞাত হইয়া মনে মনে নিশ্চয় করিল যে, এতাদৃশ অধর্ম্ম-শীল মনুষ্যকে বশীভূত করা নিতান্ত দুষ্কর হইবে না। এই ভাবিয়া সেই ব্যক্তি মাসিনিসার পুত্রদ্বয়কে নষ্ট করিয়া আপনি নুমিডিয়ার রাজা হইল। রোমীয়দিগের সহিত মাসিনিসার সখ্য ছিল। অতএব উহারা সেই সখ্যের ভাণ করিয়া জগর্থার বিরুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। জগর্থা তাৎকালিক রোমীয়দিগের স্বভাব জানিতেন। অতএব সেনাপতিগণকে অর্থ প্রদান দ্বারা নিজ বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। কেবল নাম মাত্রে তাঁহার সহিত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বাস্তবিক তিনি সচ্ছন্দে নিজ দুষ্কর্ম্মার্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন, এবং বোধ হয়, যদি আর কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইতেন, তবে তাঁহার রাজ্যের প্রতি কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। কিন্তু তিনি ঐ সময়ে মাসিনিসার পৌত্রকেও বিনষ্ট করিলেন। ইহাতে রোমের প্রজা সাধারণ তাঁহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং মেটেলস্ নামা এক জন ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। মেটেলস্ সচ্চরিত্র, কিন্তু একান্ত আভিজাত্যাভিমানী এবং গর্ব্বিতস্বভাব ছিলেন। একদা তাঁহার সহকারী নীচ বংশোদ্ভব মেরাইয়স্ নামা কোন ব্যক্তি স্বয়ং কন্সল্ পদের প্রার্থী হইয়া রোমে আগমন করিবার নিমিত্ত তাঁহার স্থানে বিদায় যাজ্ঞা করিলে মেটেলস্ তাঁহাকে অনেক

কটু বাক্য বলেন। মেরাইয়স্ তাহাতে অত্যন্ত ক্রোধা- ন্বিত হইয়া বিনানুমতিতেই রোমে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সাধারণ লোকের অনুগ্রহে নিজ কাঙ্ক্ষিত কন্সল পদে অভিষিক্ত হইয়া আপনি জগর্থার যুদ্ধে সেনাপতি হইয়া গমন করিলেন। মেরাইয়স্ এক জন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি শাস্ত্র বিদ্যাকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া কেবল শস্ত্র বিদ্যারই গৌরব করিতেন। তাঁহার লক্ষিত সৈন্যগণ বিলক্ষণ ক্লেশসহিষ্ণু ও রণদক্ষ হইয়াছিল। অতএব জগর্থা তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরা- ভূত হইয়া মরেটানিয়ার রাজা বকসের নিকট গিয়া শরণ লইলেন। ঐ সময়ে সলা নামে ভদ্রবংশীয় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কোনও ব্যক্তি মেরাইয়সের সহযোগী ছিলেন। তাঁহার কৌশলে ভুলিয়া রাজা বকস শরণা- পন্ন জগর্থাকে রোমীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিল। জগর্থা- রোমে আনীত হইয়া এক কারাগৃহে নিরুদ্ধ হন, এবং তথায় অশনাভাবে মহাক্লেশে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। নিউমিডিয়ার যুদ্ধ সমাপন হওয়াতে রোমীয়েরা সাতি- শয় আনন্দযুক্ত হইল। কারণ ঐ সময়ে সিম্ব্রি ও টিউটন নামক দুই অসভ্য জাতীয় লোক আপনাদিগের স্ত্রী- পুত্রাদি সমভিব্যাহারে ইউরোপের মধ্যে আহার ও উপ- বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া পর্য্যটন করিতেছিল। তা- হারা যে দেশে প্রবেশ করিত, সেই দেশের আদিম নি- বাসী সমস্তকে খড়্গসাৎ করিয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব

লুঠিয়া লইত। উহাদিগের সংখ্যা পাঁচ বৎসরের ন্যূন ছিল না। রোমীয়েরা উহাদিগের প্রতি পুনঃ পুনঃ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন কোন সুবৃহৎ কঠিন বস্তুর প্রতি সামান্য উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিলে সেই উপলখণ্ড আপনিই প্রতিহত বা চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, ঐ সকল রোমীয় সৈন্যেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। সেই সমূহ বিপদ কালে রোমীয়েরা মেরাইয়সকে পুনর্ব্বার কন্সলের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে ঐ যুদ্ধের ভার সমর্পণ করিল। মেরাইয়স ১০২ পূঃ খৃষ্টাব্দে গল্‌দেশের অন্তর্গত এইসস্ নামক নগরের নিকট টিউটনদিগকে সমূলে সংহার করিলেন। আবার তৎপরবৎসরেই ইটালীর অন্তর্গত বার্সীল নামক নগরের নিকট সিম্ব্রিগণও তাঁহাকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ রোম সাম্রাজ্য তাঁহাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে মেরাইয়সের মনোমধ্যে সাতিশয় অহঙ্কারের উদয় হইল। তিনি রোমের আর কোনও ব্যক্তিকে তৃণ তুল্যও জ্ঞান করিতেন না, আপনি দুঃস্থ প্রজাসমূহের পরিচালক হইয়া আঢ্য এবং আভিজাত্যাভিমানী সকল প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা সুতরাং উহার প্রতিযোগী সলার পক্ষতাবলম্বন করিয়া যাহাতে মেরাইয়সের গর্ব্ব চূর্ণ হয়, এমত যত্ন করিতে লাগিলেন। সলা পূর্ব্বাবধি বলিতেন জগর্থাকে আমিই ধৃত করিয়াছি—সেই যুদ্ধে মেরাইয়সের

অপেক্ষা আমার কর্ত্তৃত্ব অধিক। রোম নগরী এইরূপে দুই প্রতিপক্ষ দলে বিভক্ত হইয়াছে, এমত সময়ে একটী ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার উপক্রম হইল। ইটালীর লোক সকল বলিতে লাগিল যে, আমরা রোমের সৈন্য হইয়া দূরদেশে যাই—আমাদিগের দ্বারাই রোমীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত এবং পরিরক্ষিত হয়—অথচ রোমীয়েরা আমাদিগের উপর অযথা কর্ত্তৃত্ব করে—আমরা রাজকার্য্য বিষয়ে আমাদিগের অভিমত প্রকাশ করিতে পাই না—অতএব আমরা সকলে মিলিয়া রোম সাম্রাজ্যের প্রাধান্য লুপ্ত করিব, এবং উহার পরিবর্ত্তে ইটালিকা নামে একটী রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া সকলে একমত হইয়া থাকিব। দক্ষিণ ইটালীর লোকেরাই এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধারম্ভ করে। যদি লাটিন অম্ব্রিয় এবং ইট্রুরীয়গণ ঐ সময়ে উহাদিগের সহিত যোগ দিত, বোধ হয়, তাহা হইলে রোমের প্রাধান্য এই যুদ্ধেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। উহারা যোগ না দেওয়াতেই রোমের রক্ষা হইল। আর রোমীয়েরা কৌশল করিয়া সর্ব্বত্র এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত করিয়া দিল যে, যাহারা আমাদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে নাই, আমরা তাহাদিগকেই আপনাদিগের সমান ক্ষমতা দিব; কিছুকাল পরে রোমীয়েরা ইহাও স্বীকার করিল যে, যাহারা সর্ব্বাগ্রে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে, তাহাদিগকেও রাজকার্য্যে তুল্য ক্ষমতা প্রদান করা

যাইবে। এইরূপ ঘোষণা প্রচার করাতে পূর্ব্বোক্ত বিদ্রোহ ব্যাপার সমুদায় ইটালি দেশ ব্যাপক হইতে পারিল না; আর যাহারা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারাও একে একে আসিয়া পুনর্ব্বার রোমের শরণাগত হইল। পরন্তু সাম্নাইট্ জাতীয়েরা সর্ব্বশেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিল; উহাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমত সময়ে পূর্ব্বদিকে রোমীয়দিগের আর এক প্রবল শত্রুর উদয় হইল। সেই শত্রু কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী পণ্টস্ দেশের রাজা মিথ্রিডে-টিস্। ইহাঁর পিতা রোমীয়দিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমীয়েরা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ফ্রিজিয়া নামক একটী প্রদেশ আপনারা অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে মিথ্রিডেটিস্ মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ গুপ্তভাবে আপন বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। প্রথমে রোমীয়দিগকে কিছুই না বলিয়া সৈন্য সমুদয়কে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন, এবং যখন বোধ হইল যে, রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন হঠাৎ তাহাদিগের অধিকার আক্রমণ করিয়া একেবারে সমুদয় আসিয়া মাইনর প্রদেশ আপন হস্তগত করিলেন। মিথ্রিডেটিসের সেনাপতি আর্কিলেয়স ঐ সময়ে গ্রীস দেশে প্রবেশ করিলে এথিনীয়গণ তাঁহাকে অতিশয় সমাদর করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং প্রায় সমুদায় গ্রীস দেশ অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইয়া পড়িল।

রোমীয়েরা সলাকে কন্সল পদাভিষিক্ত করিয়া এই ভয়ানক শত্রুর দমনার্থ প্রেরণ করেন। তাহাতে মেরাইয়স্ একান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া আপন দল বল লইয়া হঠাৎ রোমে প্রবেশ করিলেন, এবং বিপক্ষবর্গের অনেক ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়া সলাকে পদচ্যুত করিলেন, এবং আপনি তাঁহার পদাভিষিক্ত হইলেন। এই সংবাদ সলার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিলেন—নিজ সৈন্যগণ দ্বারা মেরাইয়স্ পক্ষীয় লোক সকলের দমন করিলেন—এবং পুনর্ব্বার কন্সল পদ প্রাপ্ত হইয়া মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। সলাকর্ত্তৃক মিথ্রিডেটিসের সেনাপতি আর্কিলেয়স্ দুইবার সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত হন, এবং মিথ্রিডেটিস্ স্বয়ং অন্য একজন রোমীয় সেনাপতির নিকট পরাস্ত হইয়া পরিশেষে সন্ধি প্রার্থনা করেন। কিন্তু এখানে রোম নগরীতে সলার অবর্ত্তমান কালে সিনা এবং মেরাইস্ আবার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাম্নাইট্ জাতীয়েরা উহাঁদিগের পৃষ্ঠপূরক হইয়াছিল, এবং প্রায় সমুদয় ইটালী তাঁহাদিগের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, অথবা উহাঁদিগের অত্যাচারের ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইতেছিল। সলা এমত সময়ে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি এইবার এমত নৃশংস ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, অল্পকাল মধ্যেই মেরাইয়সের দলবল একবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল। এইরূপে শত্রুদমন

হইলে ৮১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সলা এক বৎসর কালের নিমিত্ত ডিক্টেটর পদবী এবং রোমের সর্ব্ব-কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে মনে একান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মেরাইয়সের পক্ষীয় ব্যক্তি মাত্রকেই সংহার করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি আপনার শত্রুবর্গের নামের নিদর্শন পত্র প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে তাহার অনুলিপি সমস্ত রোমের স্থানে স্থানে সংস্থাপিত করিতেন। সলার এই আজ্ঞা হইয়াছিল যে, যাহাদিগের নাম ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত থাকিবে, তাহাদিগকে যে কেহ পারে মারিয়া ফেলিলে তাহার নালিশ গ্রাহ্য হইবে না, প্রত্যুত হত্যাকারিগণ তাঁহার স্থানে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। সলা আপন সৈন্যগণকে ইটালীর স্থানে স্থানে অনেক নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন। তাহাতে সর্ব্বত্রই তাঁহার মতাবলম্বিগণের নিবাস হওয়াতে তাঁহার বল আরও দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি দশ সহস্র দাসকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আপন শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। আর রোমের শাসন-প্রণালী পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপ করিবার প্রত্যাশায় ট্রিবিউন দিগের শক্তি খর্ব্ব করিলেন—ট্রিবিউটা সভায় ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিবার ক্ষমতা ছিল, তাহা রহিত করিয়া দিলেন—ধর্ম্মাধিকরণের ভার ইকাইট্ দলের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া সেনেট সভার সভ্যদিগকে প্রত্যর্পিত করিলেন—ফৌজদারী আইন সমুদয় সংশোধিত করি-

লেন—এবং পরে আপনার ডিক্টেটরী পদ স্বেচ্ছাতঃ পরিত্যাগ করিয়া সকল লোককে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। এই সময়ে মিথ্রিডেটিসের সহিত রোমীয়দিগের পুনর্ব্বার বিবাদ হইল, কিন্তু এই যুদ্ধে মিথ্রিটিসেরই জয় হইয়াছিল বলিতে হইবে। কারণ সলা তাঁহাকে কেবল পণ্টস দেশ মাত্র দিয়া অপর সমুদয় অধিকার রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধের পর যে সন্ধি হয়, তাহাতে কাপডোসিয়া এবং আসিয়া মাইনরের মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ মিথ্রিডেটিসের রাজ্যসম্ভুক্ত হইয়াছিল।

সলার ভয়ে মেরাইয়সের পক্ষীয় অনেক ব্যক্তি কেহবা সিসিলি, কেহবা স্পেইন্, কেহবা আফ্রিকা ইত্যাদি নানা দেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। উহারা ঐ সকল দেশে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হওয়াতে সলা তাহাদিগের বিরুদ্ধে আপন সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করেন। সলার সকল সেনাপতির মধ্যে পম্পী নামক এক ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, এবং প্রায় সকল যুদ্ধেই জয়লক্ষ্মীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন। সলা তাঁহার অতিশয় গৌরব করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(পম্পীর বিবরণ—জুলিয়স্ সীজর—সিসিরো—দলপতিত্রয়ের দ্বারা সাম্রাজ্যশাসন—সীজরের কীর্ত্তিকলাপ—পম্পীর ঈর্ষা—উভয়ের যুদ্ধ—সীজরের সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব—তাঁহার অপমৃত্যু—ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্—আণ্টনি এবং অক্টেবিয়সের সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব এবং অগষ্টস্ নাম পরিগ্রহ)

পূর্ব্বাধ্যায়ে যে পম্পীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহারই কীর্ত্তি কলাপ বর্ণিত হইবে। ফলতঃএই অবধি রোমীয়গণ আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীনতাপরায়ণ এবং পুরুষার্থসাধনে তৎপর ছিল না। তাহাদিগের ইতিবৃত্ত ব্যক্তিবিশেষের জীবনচরিতে পর্য্যবসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, রোমীয়েরা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া দিন দিন একাধিপতি রাজার শাসনাধীন হইবার উপযুক্ত হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে তাহাদিগের যে স্বাধীনতা ছিল, তাহা কেবল নাম মাত্র। পম্পী, সলার অনুমতি ক্রমে সিসিলি দ্বীপে ও আফ্রিকাখণ্ডে গিয়া তত্রত্য মেরাইয়স্ পক্ষীয় লোক সকলকে পরাজয় করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে স্পেইন্ দেশে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তথায় সর্টোরিয়স্ নামা অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তি একটী স্বতন্ত্র রাজ্যসংস্থাপন করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সর্টোরিয়সের যুদ্ধনৈপুণ্যের তুলনার স্থল মহান্ আলেক্জাণ্ডর এবং হানিবাল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত যুদ্ধবীরগণের চরিত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পম্পী তাঁহার সহিত

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে কোন দুরাত্মা সর্টোরিয়সের প্রাণবধ করিয়া স্বয়ং সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে সে অনায়াসেই পম্পীর বশ্য হইয়া পড়িল।

পম্পী এইরূপে বিজয়লাভ করিয়া আসিতেছেন, এমত সময়ে ইটালীর উত্তরভাগে আর একটী প্রতিপক্ষ সৈন্য তাঁহার সম্মুখে পড়িল। তিনি ঐ সৈন্যগণকে পরাভব করিলেন। ঐ প্রতিপক্ষ সৈন্য কি প্রকারে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে হইলে রোমীয়দিগের এক প্রকার দুষ্ট ব্যবহারের উল্লেখ করিতে হয়। প্রাচীন জাতির মধ্যে গ্রীক ও রোমীয় এই দুই জাতি বিশেষ সভ্য বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু গ্রীকেরা রোমীয়দিগের অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ছিল। রোমীয়েরা অতিশয় নৃশংস ছিল, গ্রীকেরা সেরূপ নির্দ্দয় ছিল না। গ্রীকেরা কাব্যশাস্ত্র বিনোদনে অনেক কালক্ষেপ করিত, রোমীয়েরা নিরন্তর বিবাদ বিগ্রহ লইয়াই থাকিত। গ্রীকদিগের প্রধান আমোদ নাট্য দর্শন করা, রোমীয়দিগের প্রধান আমোদ মল্লক্রীড়া দর্শন করা। কিন্তু ঐ সকল মল্লক্রীড়া অতি ভয়ঙ্কর ছিল। তাহাতে অসংখ্য মল্লের প্রাণবধ হইত। কিন্তু আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি রোমীয় মাত্রেই তদ্দর্শনে স্যাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এই নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার

বাসনা করিত তাহারা নানা দেশ হইতে অতীব বিক্রমশালী মল্লসমূহকে আনয়ন করাইয়া তাহাদিগকে মল্লক্রীড়ার কৌশল সমস্ত শিক্ষা করাইত, এবং সময়ে সময়ে উহাদিগকে অন্যোন্যের সহিত অথবা সিংহ, ব্যাঘ্র ভল্লূক প্রভৃতি বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করাইত। ইহাতেই অসংখ্য মল্ল ইটালীর নানা স্থানে আনীত হইয়া সর্ব্বদা শিক্ষিত হইতেছিল। একদা স্পার্টাকস্ নামে একজন মল্ল রক্ষিগণের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া আর কতিপয় মল্লের সহিত মিলিত হওত স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিবার মানসে একত্র দলবদ্ধ হইল। রোমীয়দিগের দাসসংখ্যাও অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। তাহারাও অনেকে যাইয়া স্পার্টাকসের সহিত যোগ দিল। ফলতঃ দিন দিন উহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল, এবং অত্যল্প-কাল মধ্যেই উহারা রোমীয় কন্সলগণকে সসৈন্য পরাভব করিতে আরম্ভ করিল। কিছু কাল পরে ঐ সমবেত দাস সেনা ক্রাসস্ নামক এক জন রোমীয় সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ইটালীর উত্তর ভাগে প্রস্থান করিলে পর হঠাৎ স্পেইন বিজেতা পম্পীর সম্মুখে পড়িয়া একেবারে নষ্ট হইল। পম্পী উহাদিগকে সংহার করিয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। জন-সাধারণ তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ হইয়াছিল। অতএব সেই সময়ে ভূমধ্যসাগরে অতিশয় জলদস্যুর ভয় হওয়াতে তাহারা তৎক্ষণাৎ পম্পীকে সেই সাগর ও

তচ্চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সমুদয়ের আধিপত্য প্রদান করিয়া দস্যুদমনার্থ নিযুক্ত করিল। পম্পী তিন বৎসরের নিমিত্ত এই কর্ম্ম পাইলেন। কিন্তু তিনি তিন মাসের মধ্যেই দস্যুকুলকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া ভূমধ্যসাগর সমুদয় নিরুপদ্রব করিলেন। পম্পী যত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা এই কার্য্যটী মহৎ। ইহাতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ বৃদ্ধি হইল, এবং তিনি মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থ আদিষ্ট হইলেন। পণ্টসরাজ ইতিপূর্ব্বে সর্টোরিয়সের সহিত একমত হইয়া রোমীয়দিগের প্রতিকূলে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে লুকুলস নামা এক জন সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি মিথ্রিডেটিসকে অবসন্নপ্রায় করিয়াছেন, এমত সময়ে পম্পী সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পম্পীর যুদ্ধে পণ্টসরাজ সর্ব্বতোভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়া বিষপানদ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, এবং পম্পী তাহার পর 'সিরিয়া' যুডিয়া প্রভৃতি অনেক দেশ জয়করিয়া রোম সাম্রাজ্য সম্ভুক্ত করিলেন। রোমে পম্পীর গৌরবের ইয়ত্তা রহিল না। রোমীয় সেনাপতিগণের এই রীতি ছিল যে, তাঁহারা কোন সংগ্রাম বিজয় করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে বিজয়চিহ্ন প্রকাশপূর্ব্বক মহাসমারোহ করিতেন। পম্পী নিজ বিজয়সমারোহ যেরূপ ঘটা করিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন,

তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কখন তেমন আড়ম্বর করেন নাই। পম্পীর এই প্রাধান্যের সময় আর এক ব্যক্তি রোমে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ গুণগ্রাম বিস্তার দ্বারা জনসাধারণের মাননীয় হইতেছিলেন। ফলতঃ রোমে ইহাঁর তুল্য ক্ষমতাবান্, বুদ্ধিমান্ ও গুণবান্ ব্যক্তি কেহ কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি যেমন যুদ্ধবিদ্যায় সর্ব্বাগ্রগণ্য তেমনি উত্তম বক্তা এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারও ছিলেন। ইহাঁর নাম জুলিয়স্ সীজর। মৃত মেরাইয়সের পক্ষীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সকলেই ইহাঁকেই আপনাদিগের দলপতি স্বরূপ মান্য করিত। সলা যখন ঐ পক্ষীয় সকল লোকের প্রাণ সংহার করিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তখন সীজরকে বিনাশ করিবার মনন করিয়াছিলেন। কিন্তু কতিপয় বন্ধুবর্গের অনুরোধপরবশ হইয়া নিজ মানস সফল করিতে পারেন নাই। পম্পী ইহাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং এই দুই ব্যক্তিতে অতিশয় সদ্ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমে সীজরের খ্যাতি অধিক হয় নাই। তখন রোমে পম্পীর দ্বিতীয় ব্যক্তি সিসিরো ছিলেন। সিসিরো যুদ্ধবিদ্যায় পারগ ছিলেন না। কিন্তু পৃথিবীতে যত সদ্বক্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডিমস্থিনিস্ সর্ব্বপ্রধান এবং সিসিরো তদ্দ্বিতীয়। ইহাঁর ন্যায় সুলেখকও কোন দেশে অধিক নাই। বিশেষতঃ ঐ সময়ে এক বৎসরের নিমিত্ত কন্সল পদাভিষিক্ত

হইয়া ইতি কাটালিন নামক এক জন দুরাত্মার ষড়যন্ত্র সমুদায় অনুসন্ধান করিয়া রোম নগর রক্ষা করেন। তৎপ্রযুক্ত রোমীয়েরা ইহাঁকে স্বদেশের পিতা এই গৌরব সূচক উপাধি প্রদান করে। বস্তুতঃ সিসিরো একজন পরম স্বদেশহিতৈষী, ধর্ম্মপরায়ণ, সাধুশীল ব্যক্তি ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সীজর প্রভৃতি কূট-বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণবৃত্তি সম্যক্ বুঝিতেও পারিতেন না, আর যদিও কোন কোন স্থলে বুঝিতেন, তথাপি ভীরুস্বভাব প্রযুক্ত কদাপি উহাঁদিগের পক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাভিমতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। তিনি ভালমানুষ, অতএব যাহার পক্ষে থাকিবেন, সেই পক্ষেই ধর্ম্ম আছে' লোকে ইহা বিবেচনা করিবে, এই ভাবিয়া দুরাকাঙ্ক্ষ দুষ্টগণ সকলেই উহাঁকে স্বদলস্থ করিবার চেষ্টা করিত। সিসিরোও কখন এ পক্ষে কখন ও পক্ষে থাকিয়া আপন মতের অদৃঢ়তা এবং ধূর্ত্তদিগের চাতুর্য্য সপ্রমাণ করিতেন; কিন্তু তিনি প্রায় কখনই সীজরের পক্ষতা পরিত্যাগ করেন নাই।

সুতরাং যখন সীজরের সহিত পম্পীর সদ্ভাব হইল, তখন সিসিরোও উহাঁদিগের সহিত মিলিত হইলেন। আর তাৎকালিক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনবান ক্রাসস্ নামা এক ব্যক্তিও উহাঁদিগের সহিত এক পরামর্শী হইলেন। অসীম ক্ষমতাবান সীজর, অতুল সৌভাগ্যশালী

পম্পী এবং প্রভূত ধন-সম্পত্তিযুক্ত ক্রাসস্ এই তিন জনের একত্র সংযোগ হইলেই ইহাঁরা রোমের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। কারণ রোমনাগরিক মাত্রেই ঐ তিন জনের অন্যতম কোন ব্যক্তির দলসভুক্ত হইয়াছিল। উহাঁরা রোমসাম্রাজ্য বিভাগকরিয়া আপন আপন শাসনাধীন করিলেন। অভিমানশালী পম্পীর ভাগে স্পেইন আফ্রিকা,ইটালী প্রভৃতি সুশাসিত দেশসমুদয় পড়িল---, অর্থলোভী ক্রাসস্ সুসমৃদ্ধ আসিয়ামাইনরশাসনের ভার গ্রহণ করিলেন---পরিণামদর্শী সীজর অতি ভীষণ-স্বভাব বন্যজাতি পরিপূর্ণ গলদেশ শাসন করিবার ভার লইলেন। পম্পী যুদ্ধাদি করিয়া ধনে মানে পরপূর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব স্বয়ং রোম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইবার বাসনা করিলেন না, প্রতিনিধি দ্বারা শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আপনি রোমে নিশ্চিন্ত হইয়া বিষয়-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন—ক্রাসস নিজ অধিকারে গমন করিয়া প্রজাপীড়ন করত অনেক অর্থ সঞ্চয় করিলেন, এবং একান্ত যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া পারস্য নিবাসী পরাক্রান্ত পার্থীয় জাতির সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ যুদ্ধে তিনি সপুত্র নিহত হইলেন, এবং তাঁহার সৈন্যচয় বন্দীকৃত হইল। সীজর নিজ অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে হেল্‌বিসীয় নামক সুইর্লণ্ড নিবাসী বন্য জাতিকে পরাজয় করিলেন, তাহার র্ম্মানদিগের রাজা আরিয়বিষ্টস তাঁহার নিকট

পরাজিত হইলেন, তৎপরে বেলজিয়ম নিবাসী বেলজি-গণ তাঁহার বশীভূত হইল, এবং পরে তিনি উপর্য্যুপরি দুই বার ইংলণ্ড দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রিটনদিগকে নিজ করকবলিত করিলেন। ইহার পর অনেকানেক বিদ্রোহ হইল—জর্ম্মনেরা রাইন্ নদী পার হইয়া পুনঃ পুনঃ গল দেশ আক্রমণ করিতে আসিল—অন্যের কথা কি, গলের প্রজাগণও রোমীয়দিগের অধীনতা পরি-ত্যাগ করিবার বাঞ্ছা করিল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সীজর এমন অক্ষম ব্যক্তি ছিলেন না যে, তাঁহার অধিকার তাঁহার হস্তবহির্ভূত হইয়া যায়। গল দেশীয় প্রজাগণ দুর্ব্বৃত্ত বন্য অশ্বের ন্যায় নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তদ-ধিরূঢ় সীজরকে স্বস্থানভ্রষ্ট করিতে না পারিয়া পরিশেষে তাহার নিতান্ত বশীভূত ও একান্ত কর্ম্মণা ভৃত্যবৎ হইয়া পড়িল। সেই অকালজীর্ণ ক্ষীণশরীর সীজরশীত, বাত, বর্ষা, কিছুরই প্রতিবন্ধকতা না মানিয়া কখন বা অশ্বারোহণে সসৈন্যে গমন করিলেন—কখন বা রোণ, সীন্, প্রভৃতি অতি প্রশস্ত তটিনী সকল সন্ত-রণদ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছেন—পরন্তু তাদৃশ সম-য়েও কদাচিত আপন লেখকদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া একেবারে রাজকীয় কর্ম্মের পাঁচ ছয় খানি পত্র লেখাইতেছেন, এবং শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য সকল কর্ম্মের অবসানে স্বকৃত আশ্চর্য্য কীর্ত্তি

চিরস্মরণীয় করণের উপযোগী ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিতেছেন—বস্তুতঃ তাদৃশ সীজরকে মনোমধ্যে ধ্যান করিলেও অলস ব্যক্তিদিগের আলস্য দূরীভূত হইয়া কার্য্যতৎপরতা জন্মিবার সম্ভাবনা। রোমে সীজরের পক্ষীয় লোক সকল তাঁহার অতুল্য গুণের অনুকীর্ত্তন করিতে লাগিল। সিসিরো বলিলেন, সীজরের সহিত তুলনা করিলে মেরাথনসই বা কি ছিলেন—আর কেহ কেহ মনে মনে বলিলেন, পম্পীই বা সীজরের কোথায় লাগেন। ফলতঃ সীজরের খরতর কীর্ত্তিপ্রভায় পম্পীর যশোরাশি আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। বস্তুতঃ কীর্ত্তিই হউক, আর ধর্ম্মই হউক, আর বিদ্যাই হউক, যে ব্যক্তি আপনার যথেষ্ট হইয়াছে, এমন জ্ঞান করিয়া অহঙ্কৃত এবং আত্মাভিমানী হয়, তাহার কীর্ত্তি বা ধর্ম্ম কিম্বা বিদ্যা কিছুই স্থায়ী হইতে পারে না—অতি শীঘ্রই সে ব্যক্তি প্রতিযোগীদিগের নিকট পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে। পম্পীর সেই দশা হইবার উপক্রম হইল। তাঁহাতে তিনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া সীজরের তেজোহ্রাস করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সীজরের কন্যা পম্পীর পত্নীর প্রাণবিয়োগ হওয়াতে উঁহাদিগের কুটুম্বতানিবন্ধন যে সৌহার্দ্দবন্ধন হইয়াছিল তাহাও ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব পম্পীর পক্ষীয় সকলে বলিতে লাগিলেন যে, সীজর বহুকাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে নিজ অধি-

কার পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। সীজর উত্তর করিলেন, আমি ইহাতে সম্মত আছি। কিন্তু পম্পীও নিজ অধিকার ও শাসনকর্তৃত্ব পরিত্যাগ করুন। সীজরের পক্ষে দুই জন ট্রিবিউনও এইরূপ বলিলেন। কিন্তু সেনেটরেরা পম্পীর মতাবলম্বী হইয়া ঐ ট্রিবিউনদিগের কথা অগ্রাহ্য করিলেন, এবং এই বলিয়া পাঠাইলেন, যদি সীজর এত দিনের মধ্যে আপন সৈন্যগণকে অসংযত করিয়া রোমে প্রত্যাগমন না করেন, তবে তিনি সাধারণের শত্রু বলিয়া দণ্ডার্হ হইবেন। এই অনুজ্ঞা প্রচারিত হইবামাত্র পূর্ব্বোক্ত ট্রিবিউনদ্বয় রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া সীজরের নিকট গমন করিলেন। সীজরও আর কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া আপন প্রদেশ সীমা রুবিকন্ নদী উত্তীর্ণ হইলেন, এবং অতি ত্বরিত গমনে রোম নগরাভিমুখে চলিলেন। তিনি যেখান দিয়া গেলেন, সকল স্থানের লোকই তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগিল। পম্পী অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি যদি মৃত্তিকায় পদাঘাত করি, তবে পৃথিবী স্বয়ং আমার হিতার্থ সৈন্যপ্রসব করিবেন—কিন্তু পৃথিবী তাঁহার কিছুই করিলেন না। সুতরাং সীজরকে আগতপ্রায় দেখিয়া তিনি সেনেটের সভ্যগণ সমেত আপন দল বল লইয়া ইটালী পরিত্যাগ করিয়া ইপাইরস প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। সীজর রোমে উপস্থিত হইয়া একাধিপতি রাজার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

তিনি সাধারণ ধনাগার আপন হস্তগত করিলেন, কিন্তু কাহাকেও পীড়া দিলেন না। প্রত্যুত সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া পম্পীর স্পেইন্ দেশস্থিত সৈন্যগণকে জয় করিতে চলিলেন। পম্পীর এই সেনাটী অত্যন্ত রণদক্ষ সৈনিক সমস্তে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সীজর উহাদিগের প্রতি এমত কৌশল পূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা অনায়াসেই পরাজিত হইল। এবারে রোমের লোকেরা সীজরকে ডিক্টেটরের পদে অভিষিক্ত করিল, কিন্তু সীজর রোমে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ পদ পরিত্যাগ করিলেন, এবং কন্সলের কর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করিয়া পম্পীর সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পূর্ব্বদেশে সীজরের অপেক্ষাও পম্পীর নাম অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং পম্পী অনায়াসেই বিপুল সৈন্য এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিলেন। ৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে থেসালী দেশের অন্তর্গত ফার্সেলিয়া নগর সন্নিধানে উভয় প্রতিপক্ষ দলের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পম্পী সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে লেস্‌বস দ্বীপে এবং পরে তথা হইতে মিসরে প্রস্থান করিলেন। পাপাত্মা মিসর-রাজ, সীজরকে প্রীত করিবার অভিপ্রায়ে শরণাগত পম্পীর শিরশ্ছেদন করিল। কিন্তু সীজর তাহাতে প্রীত হইলেন না। পম্পীর নিধন বার্ত্তা শ্রবণে অকৃত্রিম শোকে আর্ত্ত হইলেন। তিনি ইহার কিয়ৎকাল পরে মিসর-রাজ-স্বসা ক্লিওপেট্রার সহিত ক্রীড়ারসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

এই সময়ে মিথ্রিডেটিসের পুত্র ফার্ণেসিস রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করেন। সীজর কালাতিপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে যাত্রা করিলেন, এবং আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত জিলা নামক স্থানে একটী যুদ্ধে শত্রুর সকল বল বিনাশ করিলেন। আসিয়াখণ্ড নিবাসীদিগের সহিত এই যুদ্ধ এমত সহজে নিষ্পন্ন হইয়াছিল যে, সীজর রোমে আপন বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এই তিনটী পদ মাত্র লিখিয়াছিলেন, যথা আইলাম, দেখিলাম, জিতিলাম। ইহার পর তিনি একবার রোমে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে আফ্রিকায় গিয়া থাপ্সসের যুদ্ধে পম্পীর পক্ষীয় সকলকে পরাস্ত করিলেন। ইহার পর পম্পীর পুত্রদ্বয় স্পেইনে গিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল। সীজর তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া স্পেইনে গমন করিলেন। মণ্ডা নামক স্থানে উভয় প্রতিপক্ষ সৈন্যের যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে সীজর স্বয়ং ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহারই জয় হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর আর সীজরের প্রতিযোগী কেহই রহিল না। তিনি রোম সাম্রাজ্যের এক মাত্র কর্ত্তা হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও আপনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাহ্যে প্রাচীন প্রথা সমুদায় প্রচলিত রাখিয়া বাস্তবিক ঐকাধিপত্য-শক্তি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে

অতি উত্তম উত্তম রম্য প্রাসাদ দ্বারা রোম নগর সুশোভিত হইল। অনেকানেক রাজবর্ত্ম ও জলপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়া বাণিজ্য ও কৃষি কার্য্যের উপযোগিতা করিতে লাগিল, এবং তাঁহার প্রতাপে সমুদয় সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব এবং উপশান্ত হইয়া থাকিল। এই সময়ে কতিপয় ব্যক্তি পুনর্ব্বার প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার বাসনায় সীজরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তন্মধ্যে ব্রূটস্ এবং কাসিয়স্ নামা দুই ব্যক্তি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা জানিতেন না যে, রোমের স্বাধীনাবস্থার কাল গত হইয়া গিয়াছে। তখন পূর্ব্বরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে স্বাধীনতার শব্দমাত্র রক্ষিত হইতে পারে, তাহার জীবন স্বরূপ যে ধর্ম্মপরায়ণতা তাহা আর কোন ক্রমেই ফিরিয়া আসিতে পারে না। যাহা হউক উহাঁরা সীজরকে সেনেট গৃহ মধ্যে হত্যা করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে লোকসাধারণ প্রথমে স্তব্ধ ও সাতিশয় ভীত হইল, পরে যখন সীজরের অধীন আণ্টনী নামা এক জন সেনাপতি সীজরের মৃত দেহ প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিলেন— ঐ মৃত মহাত্মার গুণগ্রাম ও পরোপকারিতার নানাবিধ প্রমাণ দর্শাইলেন— তখন সকলেই হত্যাকারীদিগের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। ব্রূটস্ এবং কাসিয়স্ রোম নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। নানা বিবাদের পর সীজরের ভাগিনেয় অক্টোবিয়স্ এবং তাঁহার সেনাপতি

আণ্টনী এবং গল্ দেশের শাসনকর্ত্তা লেপিডস্ এই তিনজনে মিলিত হইয়া সমুদায় রোম সাম্রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব বিভাগ করিয়া লইলেন। লেপিডস্, স্পেইন্ পাইলেন, আণ্টনীর ভাগে গল প্রদেশ পড়িল, আর অক্টেবিয়স্ ইটালী, সিসিলি ও আফ্রিকার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পর ইহাঁরা তিন জনে মিলিয়া পূর্ব্বে সলা যেমন আপন শত্রুবর্গবিনাশ করিবার নিমিত্ত নিদর্শনপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিদর্শনপত্র বাহির করিতে লাগিলেন। রোমের অতিপ্রধান প্রধান ব্যক্তি সকল বিনষ্ট হইলেন, তন্মধ্যে সিসিরোও নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে আপনাদিগের সকল শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া আণ্টনী এবং অক্টেবিয়স্ সসৈন্যে গ্রীস্ দেশে যাত্রা করিলেন। তথায় ব্রুটস্ এবং কাসিয়স আপনাদিগের সৈন্য লইয়া সংগ্রামার্থ উপস্থিত ছিলেন। মাসিডনের অন্তর্গত ফিলিপি নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্ সম্পূর্ণরূপেই পরাভূত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। আণ্টনী ইহার পর ভোগ সুখে মত্ত হইয়া মিসরের রাজ্ঞী ক্লীওপেট্রার নিকট উপস্থিত হইলেন, একেবারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পম্পীর পুত্র সেক্সটস্ এমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, আণ্টনী ও অক্টেবিয়স্ উভয়ে এক মত হইয়া তাঁহাকে

সিসিলিদ্বীপের অধিকার প্রদান করিলেন। এই সময়ে আণ্টনীও একবার রোমে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বস্ত্রী ক্লোরিয়ার মৃত্যু হইয়াতে তিনি অক্টেবিয়সের সুশীলা ভগিনী অক্টেবিয়াকে বিবাহ করেন। ইহার পর তিনি পুনর্ব্বার আপন অধিকারে গিয়া পার্থীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে যান, এবং তথায় পরাজিত হইয়া ক্লিওপেট্রার নিকট পলায়ন করিয়া আইসেন। এখানে অক্টেবিয়স্ ঐ অবকাশে আপন বিচক্ষণ পোতাধ্যক্ষ আগ্রিপার সহায়তার সেক্‌ষ্টসকে পরাজয় করিলেন; এবং ঐ সময়ে লেপিডস্‌কেও অধিকারচ্যুত করিয়া রোমে আনিয়া পৌরাহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আণ্টনী পার্থীয় জাতির সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মিসরে ক্লিওপেট্রার নিকট পলায়ন করিয়া আসিলেন, এবং আপন ধর্ম্মপত্নী সুশীলা অক্টেবিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা অক্টেবিয়সের অপমান করিলেন। অক্টেবিয়স্ এতাবৎকাল ঐ সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আণ্টনীর বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। আড্রিয়াটিক্ সমুদ্রকূলবর্ত্তী আক্টিয়ন্ নগর সন্নিধানে প্রতিপক্ষ উভয় রণপোত সমূহের সংগ্রাম হইল। তাহাতে আণ্টনী সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া মিসরে প্রস্থান করিলেন। অক্টেবিয়সও অবিলম্বে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ক্লিওপেট্রা একবার তাঁহাকেও স্ববশীভূত করি-

বার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু বিজিতেন্দ্রিয় অক্টেবিয়স্ তাঁহার চাতরে না পড়াতে ক্লিওপেট্রা একান্ত দুঃখিতা হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। আণ্টনীও স্বহস্তে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতএব রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে অক্টেবিয়সের প্রতিযোগী আর কেহই রহিল না। তিনি ৩০ পূঃ খৃষ্টাব্দে অগষ্টস্ নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমুদয় রোম সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় সম্রাট হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

[অগষ্টসের সাম্রাজ্য শাসন—তাৎকালিক ধর্ম্মপ্রণালী—খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার—রোমীয় অঙ্গনাগণের দুষ্টাচার—টাইবিরিয়স্—কালিগুলা—ক্লডিয়স্—নিরো।]

মেরাইয়স্ এবং সলার সময় হইতে রোম সাম্রাজ্যে যে ভয়ঙ্কর অন্তর্ব্বিবাদানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাহা এত দিনের পর নির্ব্বাপিত হইল। রোমীয় মাত্রেই ইহাতে সুখী হইলেন, এবং প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করণের আশয়ে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া যাহাতে নিরুদ্বেগে দিন যাপন করিতে পারেন, তদর্থে সচেষ্ট থাকিলেন। ঐ সময়ে অগষ্টস্ মনে করিলে ঊর্দ্ধতন রোমীয়দিগের একান্ত বিগর্হিত যে রাজোপাধি তাহাও গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহাও করিলেন না। রাজোপাধি কি, তিনি ডিক্টেটরের উপাধি গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছু হইলেন। কেবল অগষ্টস্ অর্থাৎ

পূজনীয় এবং ইম্পরেটর অর্থাৎ সেনা-নায়ক এই দুই উপাধি গ্রহণ করিয়া এবং ট্রিবিউন ও সেন্সর এই উভয়ের কর্ম্ম আপন হস্তে লইয়া বাস্তবিক রোমের একাধিপতি হইয়াও নামে এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারী মাত্র হইয়া থাকিলেন। তিনি ইম্পরেটর, সুতরাং সকল সৈন্যই তাঁহার অধীন, তিনি সেন্সর সুতরাং রোমীয় মাত্রের পদমর্য্যাদা নিরূপিত করিয়া দেওয়া তাঁহার হাত, তিনি ট্রিবিউন্ কমিটিয়াতে লোক সকলকে আহ্বান করিতে পারেন, এবং তাঁহার শরীর পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়—অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে অগষ্টসের সম্পূর্ণ অধিরাজ শক্তিই হইয়াছিল। তিনি একাদিক্রমে ৪৪ বৎসরকাল সমুদয় রোম সাম্রাজ্যের উপর এই শক্তি অব্যাহতরূপে ধারণ করেন। তাঁহার শাসনাধীনে সাম্রাজ্যের দূরস্থিত প্রদেশগুলিও পরস্পর দৃঢ়তররূপে সম্বদ্ধ হইল। পশ্চিম ভাগে লাটিন্ ও পূর্ব্বদিগে গ্রীক্ ভাষা প্রচলিত হইয়া বিদ্যাচর্চ্চার সম্যক্ উন্নতি হইল, এবং সাম্রাজ্যের যাবতীয় নগরী সুপ্রশস্ত হইল, সকলের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইরা ক্রমশঃ এক প্রকৃতিক এবং এক জাতীয় নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কেবল পল্লীগ্রাম দেখিলেই বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নপ্রকৃতিক লোক দৃষ্ট হইত, নচেৎ রোম সাম্রাজ্যান্তর্গত অতি দূরবর্ত্তী নগরী সকলও ক্রমশঃ পরস্পর সমভাব্ ধারণ করিতে লাগিল। এইরূপ সমীকরণ

ব্যাপার তাৎকালিক ধর্ম্ম প্রণালী দ্বারা আরও সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ সেই সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রই বিবিধ দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। জুডিয়া ভিন্ন অপর কোন দেশেই একেশ্বর বাদ চলিত ছিল না। সর্ব্বস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একেশ্বরবাদিগণ যেমন পরধর্ম্মদ্বেষ্টা হন, বহু দেব দেবীর উপাসকেরা কখনই তেমন হন না। সুতরাং রোমীয়দিগের অধীন বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা ক্রমে ক্রমে পরস্পর পূজাবিধির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া সকলে ঐকমত্যাবলম্বন করিতে থাকিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রোমীয় সাম্রাজ্যের এই অবস্থায় জুডিয়া দেশের অন্তর্গত বেথ-লেহেম্ নামক একটী গ্রামে যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে য়িহুদীগণের ব্রহ্মবাদ্ ও বিস্তৃত রোমসাম্রাজ্যের সম্যক্ ঔদার্য্য, উভয়ই মিলিত হইয়া আছে। যাঁহারা কোন কোন দেশবিশেষের অথবা জাতিবিশেষের নিমিত্ত কোন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাঁহারা প্রায়ই তদ্দেশোচিত আচার ব্যবহার ও তদ্দেশস্থিত তীর্থাদির পক্ষপাতী হইয়া বিধিপ্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম, সমুদয় পৃথিবী এবং মানবকুলকেই লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইয়াছিল, বোধ হয়। বিশেষতঃ গ্রীকজাতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলনদ্বারা পূর্ব্বক প্রচলিত পৌরাণিক মতের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিয়া দিয়াছিলেন।

বিদ্যানুশীলন সহকারে তাঁহাদিগের সেই সকল মত ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচুররূপ হইয়াছিল। তখন জনসাধারণ যদিও আপনাদিগের পিতৃপিতামহাদির ন্যায় দেব দেবীর উপাসনা করিত বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের মনে মনে ঐ ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মনুষ্যজাতি কখন পুরুষানুক্রমে কপট বিশ্বাসে কাল হরণ করিতে পারে না—শীঘ্রই হউক, বা বিলম্বেই হউক, অকৃত্রিম ভক্তিপরায়ণ হইবার নিমিত্ত সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দের মনে একান্ত ঔৎসুক্য হয়। রোম সাম্রাজ্যান্তর্গত লোকের মন যে সময়ে এই অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, এমত সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়।

খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলেই উহা সাধারণ লোকদিগের পরিগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু একবারে হয় নাই—আর প্রধান প্রধান লোকমাত্রেই ইহা প্রথমে গ্রহণ করেন নাই। ইঁহারা যে সহজে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না, তাহার হেতু দুই। প্রথমতঃ উন্নত পদস্থ লোক মাত্রেই হঠাৎ জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত বোধ করেন না। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের ধন সম্পত্তি থাকে, তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া রাজকীয় ধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিতে ভয় করেন। দ্বিতীয়তঃ রোমীয় শাসন-প্রণালীও রোমীয় ধর্ম্ম-প্রণালী পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছিল। সুতরাং রোমের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত

হইলে রাজ্যশাসনের রীতিও পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা; এই জন্য যাঁহাদিগের হস্তে শাসনকর্তৃত্ব সমর্পিত ছিল, তাঁহারা যাহাতে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবল হইতে না পায়, বিবিধ বিধানে এমত যত্নই করিতেন। কিন্তু যত্ন করিলে কি হইবে? মানুষের চেষ্টায় কখনও নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। রোমীয়দিগের মানসভূমি দার্শনিক পণ্ডিতগণের যত্নে বহুকালাবধি অনুত্থিত ক্ষেত্রের ন্যায় হইয়াছিল, সমুচিত সময়ে উহাতে ধর্ম্মবীজ উপ্ত হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইল, এবং সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সেই অঙ্কুর সতেজে উদ্গত হইতে লাগিল। কিন্তু অগষ্টসের সময়ে ইহার কিছুই হয় নাই। তৎকালে হরেস্, বর্জিল প্রভৃতি মহাকবিগণ—লিবি, সালষ্ট প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তৃগণ—আগ্রিপা এবং মিসিনাস্ প্রভৃতি সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা—অগষ্টসের সভার রত্ন-স্বরূপ হইয়া সেই সময়কে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন যাহা হউক, অগষ্টস্ স্বয়ং সাতিশয় বিচক্ষণতা সহকারে রাজ্যপালন করিয়া পরে নিজ পত্নী লিবিয়ার পূর্ব্বস্বামীর ঔরস পুত্র টাইবিরিয়সকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, তাদৃশ সৌভাগ্যশালী অগষ্টস্‌ও নিজ কলত্রাদির ভ্রষ্টাচার প্রযুক্ত সমূহ মানসিক ক্লেশে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অর্থ সম্পত্তি, প্রভুতা, বিবেক শক্তি থাকিলেই যে মনুষ্যগণ সুখভাগী হইতে পারেন,

এমত নহে। রোমীয়দিগের মধ্যে যদি পূর্ব্বের ন্যায় স্বধর্ম্মপরায়ণতা এবং তেজস্বিতা থাকিত, তাহা হইলে তথাকার সদ্বংশজাত কুলাঙ্গনাগণ কখনই ভ্রষ্টাচার হইতে পারিত না, অধিকাংশই লুক্রিশিয়ার তুল্য সাধ্বী থাকিত। কিন্তু তাহা হইলে অগষ্টসও রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হইতে পারিতেন না—যে অধর্ম্মের প্রাবল্যে তিনি জন্মভূমির স্বাধীনতা বিনষ্ট করেন, তাহার প্রভাবেই লিবিয়া এবং জুলিয়া প্রভৃতি রাজবালাগণ স্ব স্ব সতীত্বে জলাঞ্জলি দেন।

অগষ্টসের জীবিতাবস্থায় ও তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পর পর্য্যন্তও টাইবিরিয়স্ অতি সৎলোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অসচ্চরিত্রের কোন চিহ্নই প্রকাশ পায় পাই। কিন্তু সেজানস্ নামক কোন দুরাত্মা তাঁহার মন্ত্রী হইলে পর তিনি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কালিগুলা তাঁহার প্রাণবধ করিয়া রাজা হইলেন। টাইবিরিয়সের রাজ্যকালে যিশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। টাইবিরিয়স্ তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের বিবরণ শ্রবণ করিয়া উহাঁকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনেটরদিগের অনভিমত হওয়াতে খৃষ্ট, রোমীয়দিগের দেবতা-শ্রেণী-সম্ভুক্ত হইতে পারেন নাই। টাইবিরিয়সের উত্তরাধিকারী কালিগুলা যে কি পর্য্যন্ত দুর্বৃ

ছিলেন, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তিনি যেমন লম্পট, তেমনি ঔদরিক, তেমনি গর্ব্বিতস্বভাব, এবং তেমনি নিষ্ঠুর ছিলেন। ফলতঃ তাঁহার অতিমানুষ দৌরাত্ম্যদর্শনে কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বোধকরিয়াছিলেন যে, কালিগুলা ক্ষিপ্ত ছিলেন। বস্তুতঃ ঐকাধিপত্যরূপ উচ্চ পদারূঢ় হইলে সুবোধ ব্যক্তিরও বুদ্ধি বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব কালিগুলার যে ধীশক্তির মালিন্য জন্মিলে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি। যাহা হউক, অগষ্টস্ ইটালীর লোক সকলকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ঐ দেশের নানা নগরে প্রিটোরিয়ান নামক এক দল সেনা সংস্থাপিত করিয়া যান। ইহারা অন্যান্য সেনার দ্বিগুণ বেতন পাইত এবং অন্যান্য প্রকারেও সমাদৃত হইত। টাইবিরিয়স্ ইহাদিগকে রোমের নিকটে আনিয়া একত্র করাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারাই কালিগুলার বিরুদ্ধে গাত্রোত্থানকরিয়া তাঁহাকে নষ্ট করিল, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার পিতৃব্য ক্লডিয়স্‌কে সিংহাসন প্রদান করিল। ক্লডিয়স নিতান্ত মন্দরূপে রাজ্য করেন নাই। তিনি স্বয়ং অতিশয় মূর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেনাপতিগণ নানা দেশে রোমীয়দিগের শত্রু সমস্তকে দমন করিয়া রাজ্যের বিস্তার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের অনেক প্রদেশ এই সময়ে বিজিত হয়। বাহিরে এইরূপ গৌরব হইতেছিল, কিন্তু রোমে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। ঐ

সময়ের ভ্রষ্টাচারের কথাই বা কি বলা যাইবে। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সম্রাটের পত্নী মিসালিনা সম্রাট বর্ত্তমানেই উপপতির সহিত আপনার বিবাহ নির্ব্বন্ধ করিলেন। রোমের সকল লোক সেই বিবাহ দর্শনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রাজা রাণীর যে রীতি, রাজসভাস্থ ভদ্রলোকেরা প্রথমেই তাহার অনুকরণ করিয়া থাকেন। ক্রমে সর্ব্ব সাধারণের মধ্যেও সেই রীতি প্রচালিত হইয়া পড়ে। অতএব তৎকালে রোমের কুলাঙ্গনাগণের যে কেমন ভ্রষ্ট ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বোধ হয়, তেমন কদাচার আর কোথাও কখনও হয় নাই। ক্লডিয়স্ ঐ রাজ্ঞীর প্রাণবধ করিয়া ভ্রাতুষ্কন্যা আগ্রিপিনার পাণিগ্রহণ করিলেন। আগ্রিপিনার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত নিরো নামক এক পুত্র ছিল। তাহাকেই রাজা দিবার মানসে রাজপত্নী সম্রাটকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করিলেন। নিরো অব্যাঘাতে রাজা হইলেন। ইনি সেনেকা নামক একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ইনি রাজা হইয়া দার্শনিকের ন্যায় কোন ব্যবহারই করেন নাই, কিন্তু যদি পাপ পুণ্যের ইতর বিশেষ না করাই দার্শনিকের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সম্যক্ প্রকারেই সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি পিতা মাতার প্রাণবধ করেন, এবং পরে মাতৃশব দর্শনে তৎসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ

হইয়াছিলেন। গুরু সেনেকাও তাঁহাকর্তৃক হত হন, এবং লুকান্ নামক প্রসিদ্ধ কবিও তাঁহার ক্রোধভাজন হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন। কথিত আছে, ইনি একদা রোম নগরে অগ্নি-প্রদান করিয়া তাৎকালিক নাগরিকবর্গের কোলাহল এবং আর্ত্তস্বর শ্রবণে অতীব আনন্দিত হইয়া বেহালা বাজাইয়াছিলেন, এবং পরে ঐ অগ্নি খৃষ্টানেরা দিয়াছে, এই কথা বলিয়া তাহাদিগের শত শত ব্যক্তিকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। কাহাকেও হিংস্র জন্তুর মুখে নিক্ষেপ করিতেন, কাহাকেও জ্বলন্ত হুতাশনে আহুতি দিতেন, কাহাকেও ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিতেন, আর কতকগুলির গাত্রে ছিদ্র করিয়া দিয়া সেই সকল ছিদ্রে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা প্রবিষ্ট করত রাত্রিকালে প্রকাশ্য রাজপথে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিতেন। কথিত আছে, খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সুবিখ্যাত পীটর এবং পল ইহাঁরা উভয়েই নিরোর সময়ে বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। এরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া সমুদায় সাম্রাজ্যের লোককে একান্ত উত্তেজিত করিলে পর গাল্‌বা নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নিরোকে সংহার করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করিলেন।

এই সময়াবধি অগষ্টসের বংশে আর সাম্রাজ্য রহিল না। অগষ্টসের পর যে যে ব্যক্তি রোমে সম্রাট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে

কাহার মনে ভয়ের উদ্রেক না হয়? ইহাঁদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া অবশ্যই মনে মনে বোধ হইয়া থাকে যে, ইহাঁরাও আমাদিগের ন্যায় মনুষ্য ছিলেন—ইহাঁদিগের অন্তঃকরণে যে সকল পাপ ও পুণ্যের বীজ ছিল, আমাদিগের মনেও সেইরূপ সমুদয় পাপ এবং পুণ্যের বীজ আছে। অতএব ইহাঁরা যখন এমত দুরাচার হইলেন, তখন আমরাও যে, কখন তাহা না হইতে পারিব, তাহার প্রমাণ কি? এই ভাবিয়া মনোমধ্যে যখন কোনও কুপ্রবৃত্তির উদয় হইবে, তখনই তাহা দমন করা উচিত। যেহেতু প্রশ্রয় পাইলে ঐ কুপ্রবৃত্তিদ্বারা আমরা ক্রমশঃ তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হইতে পারি। পরন্তু ঐ সকল নারকীদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া কাহার মন হইতে আত্মশ্লাঘা দূরীভূত না হয়, এবং স্বর্গ নরক যে দুই আছে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যায় স্পষ্টীকৃত না হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

[গাল্‌বা—ওথো—ভিটেলিয়াস্—ভেস্পেসিয়ান্—টাইটস—ডোমিসিয়ান।]

গাল্‌বা স্পেইন্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রিটোরিয়ান্ সেনাগণ তাঁহাকে সাম্রাজ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলে সেনেট সভা তাহাতে সম্মত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া তিনি লুসিটোনিয়ার শাসনকর্ত্তা ওথোকে সমভিব্যাহারে করিয়া সত্বরে রোম নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রিটোরিয়ান সৈন্য-

গণ তাঁহাকে যে আশয়ে রাজ্য প্রদান করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের সেই আশা সফল করেন নাই। তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে উহারা সুব্যবস্থিত এবং সুশিক্ষিত হয়, গাল্‌বা নিরন্তর এইরূপ যত্নই করিতে লাগিলেন। তাহাতে উদ্ধতস্বভাব সৈন্য-গণ সপুত্র তাঁহাকে নিহত করিয়া ওথোকে রাজ্যভার অর্পণ করিল। ওথো রাজা হইলে রাইন্ নদীর তীর-বর্ত্তী রোমীয় সেনা সকল তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল না। উহারা আপনাদিগের সেনাপতি ভিটেলিয়স্‌কে সম্রাট পদবী প্রদান করিয়া রোম নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কিন্তু নিরন্তর সমরক্লেশসহিষ্ণু রাইন নদীর তীরবর্ত্তী সৈন্যগণ নিতান্ত প্রশ্রয় প্রাপ্ত সুখভোগী প্রিটোরিয়ান্ দলকে পরাভব করিল। ভিটেলিয়স রাজা হইলেন। ইহাঁর ন্যায় নীচপ্রকৃতিক, নিতান্ত অবজ্ঞাস্পদ কোন ব্যক্তি আর কখন রাজাসন অপবিত্র করেন নাই। প্রদেশ-শাসনকর্ত্তারা অনেকেই ইহাঁর বশম্বদ হইয়া থাকিতে অস্বীকার করিলেন। বিশেষতঃ জুডিয়ার শাসনকর্ত্তা ভেস্পেসিয়ান্ আপন পুত্র টাইটসের প্রতি য়িহুদীদিগের সহিত যুদ্ধের ভারার্পণ করিয়া রোমের অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য প্রদেশশাসনকর্তৃগণও ভেস্পেসিয়ানের সহকারিতা করিতে লাগিলেন, এবং তাহার এক জন মুখ্য সেনাপতি ভিটেলিয়সের সেনা

সমূহকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভব প্রদান করিলেন। ভেস্পেসিয়ান রাজা হইয়া অতি উত্তমরূপে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় গুণপক্ষপাতী ছিলেন। গুণবান ব্যক্তিমাত্রকেই সমাদর করিয়া সেনেটের পদাভিষিক্ত করিতেন; তাঁহারা প্রকৃত রোমীয় হউন বা না হউন, তাহা বিচার করিতেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুষ্ট রাজারা চর রাখিয়া লোকের রহস্যানুসন্ধান করত জনগণকে বিবিধ প্রকারে পীড়া দিতেন। ভেস্পেসিয়ান একেবারে সকল চরকেই রাজকার্য্য হইতে দূরীভূত করিলেন। খৃষ্টান এবং ভাক্ত দার্শনিক পণ্ডিত উভয় প্রকার লোকের প্রতিই তাঁহার দৃঢ়তর বিদ্বেষ ছিল। ইহাঁর সময়ে টাসিটস নামা সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা প্রাদুর্ভূত হন। টাসিটসের পূর্ব্বগত পুরাবিদগণ কেবল সুপ্রণালীক্রমে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণিত করাকেই আপনাদিগের রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নিশ্চয় করিয়াছিলেন। টাসিটসের গ্রন্থে পুরাবৃত্ত যে রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্রের মূলস্বরূপ; তাহা সর্ব্বপ্রথমে সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়। ভেস্পেসিয়ানের সেনাপতি আগ্রিকোলা ইংলণ্ডের উপর ভাগ এবং স্কটলণ্ডের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জয় করিয়া ব্রিটন্‌দ্বীপে রোমীয় অধিকার বদ্ধমূল করিয়াছিলেন। ভেস্পেসিয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র টাইটস সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন। ইনি রাজা হইয়া জনগণের হিতচিন্তাতেই কাল হরণ করিয়াছিলেন। যে

দিন কোন বিশেষ পরোপকার কার্য্য করা না হইত, ইনি সেই দিন ব্যর্থ গিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিতেন। ইঁহার সময়ে অর্থাৎ ৭৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়স পর্ব্বতের যে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাই ইতিহাসে প্রথম বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অগ্ন্যুৎপাত কালে হর্কুলেনিয়ম ও পম্পিয়াই নামক দুইটী সন্নিহিত নগর ধাতুনিস্রবে এবং ভস্মরাশিতে প্রোথিত হয়। অধুনা সেই ভস্মরাশি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অপসারিত হওয়াতে উক্ত নগরের কোন কোন ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে রোমীয়দিগের গৃহোপকরণ নানাবিধ সামগ্রী কিরূপ ছিল, তাহারা কিরূপ পরিচ্ছদাদি ধারণ করিত, কোন্ কোন্ শিল্পকর্ম্মে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল, ইত্যাদি অনেকানেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বিসুবিয়স পর্ব্বতের এই অগ্ন্যুৎপাতে মহামহোপাধ্যায় প্লিনি লোকান্তর গমন করেন। টাইটসের সময়ে রোম নগরীও অগ্নিদাহে দগ্ধ হয়, এবং জুডিয়ার রাজধানী প্রসিদ্ধ জেরুশালেম নগর রোমীয়দিগের কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া প্রধ্বস্ত এবং তন্নিবাসিবর্গ বন্দীকৃত হইয়া সাম্রাজ্যের নানা স্থানে দাসরূপে বিক্রীত হয়। টাইটসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ডোমিসিয়ান, রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডোমিসিয়ান, কালিগুলা, নিরো প্রভৃতির ন্যায় দুশ্চরিত্র এবং নৃশংসস্বভাব ছিলেন। ইনি সকল লোককেই পরিপীড়িত করিয়া পরিশেষে আপন পত্নী

ডোমিসিয়া কর্ত্তৃক নিহত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডোমিসিয়ানের বিলক্ষণ লেখা পড়া বোধ ছিল। তিনি স্বয়ং কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, লেখা পড়া জানা থাকিলেই যে, লোকে সচ্চরিত্র হইতে পারে এমত নহে। যে বিদ্যা শিক্ষায় ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি না হয়, তাহা দ্বারাও কাব্যরচনার শক্তি জন্মিতে পারে। ডোমিসিয়ানের লেখা পড়া বোধ থাকায় এই মাত্র ফল হইয়াছিল যে, দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস না থাকায় তিনি আপনাকে কালিগুলার ন্যায় কোন প্রাচীন দেবতাবিশেষের অব-তার বলিয়া প্রকাশিত করেন নাই, স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপে পূজিত হইবেন ইহাই আদেশ করিয়াছিলেন। মহাত্মা জুলিয়স সীজর হইতে আরম্ভ করিয়া ডোমিসিয়ান্ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী রাজার বিবরণ উল্লিখিত হইল, ইহাঁরা রোমীয় পুরাবৃত্তে দ্বাদশ সীজর নামে বিখ্যাত। ইহাঁদিগের মধ্যে প্রথম দুই জন আর ভেস্পেসিয়ান্ এবং টাইটস্ সর্ব্বশুদ্ধ এই চারি জন ব্যতিরেকে অপর সক-লেই অতি পাপাত্মা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। ইহারা না করিয়াছিল এমত দুষ্কর্ম্মই নাই। দুষ্টলোক, নিরঙ্কুশ একাধিপত্যশক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে কত দূর পর্য্যন্ত অনিষ্টকারী হইতে পারে, ইহারা তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছে; কিন্তু এক্ষণে যে কয়েকটী সম্রাটের বিবরণ লিখিত হইবে,তাঁহারা সাধুশীল বলিয়া পুরাবৃত্তে

বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আবার ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সাধুশীল ব্যক্তিরা একাধিপত্যশক্তি প্রাপ্ত হইলে পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারেন। ডোমিসিয়ানের মৃত্যুর পর নর্ব্বা নামক এক জন সুধার্ম্মিক সেনেটর সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ইনি প্রজার হিতচেষ্টায় যথাসাধ্য যত্ন করিয়া পরিশেষে বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত পরিশ্রমে অক্ষম হওয়াতে ট্রেজান্ নামক এক জন স্পেইন্-জাত সুসাধু সক্ষম ব্যক্তিকে আপনার সহকারিতায় নিযুক্ত করেন। অত্যল্পকাল পরেই নর্ব্বা পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তখন ট্রেজান রোম সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া এমত বিচক্ষণতা সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে, সকলেই একমত হইয়া তাঁহাকে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই মহিমসূচক উপাধি প্রদান করিল। ট্রেজান্, বিদ্বান লোকের সমধিক গৌরব করিতেন। ইতিহাসবেত্তা টাসিটস্ মহামহোপাধ্যায় প্লিনি ও জীবনচরিতরচয়িতা প্লুটার্ক, ইহাঁরা ট্রেজানের বন্ধু ছিলেন। ট্রেজান বালকবালিকাকুলের বিদ্যাশিক্ষার্থে অনেকানেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন, বিজয়স্তম্ভ এবং বিজয়তোরণ সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া নগর সুশোভিত করেন, এবং বিবিধ পুস্তকাগার সংস্থাপিত করিয়া লোকের বিদ্যোন্নতির সদুপায় করিয়া দেন। ডোমিসিয়ান্, ডেনিউব নদীর উত্তরপারবর্ত্তী

ডেসীয় জাতির নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বর্ষে বর্ষে কর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ট্রেজান্ তাদৃশ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সসৈন্যে ঐ অসভ্যজাতির বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং ডেনিউব নদীর উপর একটী প্রস্তরময় সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া পরপারে উত্তীর্ণ হওত ডেসীয়দিগকে সম্যক্‌রূপেই পরাভব প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর পার্থীয় জাতীয়েরা পূর্ব্বদিকে উপদ্রব করাতে ট্রেজান্ তাহাদিগের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে টাইগ্রীস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ রোমীয়দিগের অধিকৃত হইল। ট্রেজানের পত্নী প্লটিনা এবং ভগিনী মার্সিয়ানার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া রোমের কামিনীরা পুনর্ব্বার সৎপথাবলম্বিনী হইতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে স্বদেশের উপকার সাধন করিয়া মহাত্মা ট্রেজান দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পোষ্যপুত্র হাড্রিয়ান্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়া রোমে আগমন করিলেন। জুলিয়স্ সীজরে এবং অগষ্টসে যেরূপ চরিত্রের ভেদ ছিল, ট্রেজানে এবং হাড্রিয়ানেও সেইরূপ ভেদ লক্ষিত হয়। ট্রেজান্ যুদ্ধবীর ছিলেন—তিনি রাজ্য বিস্তৃত করিয়া যান, হাড্রিয়ান যুদ্ধাদি করা বড় ভাল বাসিতেন না; তিনি ট্রেজানের বিজিত কোন কোন দেশ পুনর্ব্বার পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগকে দৃঢ়ীভূত করিবার যত্ন করেন। ইনি

সাম্রাজ্যের সকল দেশেই পাদচারে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন, এবং যেখানে গমন করিতেন, যাহাতে জনসাধারণের বিশিষ্ট উপকার দর্শে এমত কীর্ত্তিচয় সংস্থাপিত করিতেন। ইতি বৃটন দ্বীপে গিয়া উত্তরাঞ্চল নিবাসী স্কটদিগের দৌরাত্ম্যনিবারণার্থ যে সুবিস্তৃত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া যান, স্কটলণ্ডের মধ্যভাগে স্থানে স্থানে অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হাড্রিয়ানের সময়ে দুর্বৃত্ত য়িহুদীরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতে হাড্রিয়ান উহাদিগের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করেন, এবং য়িহুদী জাতিকে একেবারে বিবাসিত করিয়া আপনার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিকীর্ণ করিয়া দেন। সেই অবধি য়িহুদীগণ স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া, কবে তাহাদিগের অবতার ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং তাহাদিগকে পুনর্ব্বার স্বদেশে লইয়া সংস্থাপিত করিবেন, পুরুষানুক্রমে ইহাই প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে। হাড্রিয়ানের মৃত্যু হইলে তাহার পোষ্যপুত্র আণ্টোনাইনস রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি হাড্রিয়ানের শেষদশাকৃত দুষ্কর্ম্ম সমস্তের দোষ সংশোধন করিবার বিশিষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ইহাকে পাইয়স অর্থাৎ পিতৃভক্ত এই উপাধি প্রদান করে। পাইয়স প্রজা সকলকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিয়াছিলেন, এবং বিশিষ্ট যত্ন করিয়া সাম্রাজ্য মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। রোমে জেনস দেবের

যে মন্দির ছিল, তাহার দ্বার যুদ্ধকালে উন্মুক্ত এবং সন্ধির সময়ে রুদ্ধ থাকিত। রোমের প্রারম্ভাদি সেই দ্বার এক বার নুমার সময়, দ্বিতীয় বার অগষ্টসের সময়ে আর তৃতীয় বার এই পাইয়সের সময়ে রুদ্ধ হইয়াছিল পাইয়সের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পোষ্যপুত্র মার্কস্‌-অরেলিয়স্‌ আণ্টোনাইনস্‌ রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। "প্রাচীন কালে ধর্ম্মের আধিক্য ছিল কি এক্ষণে ধর্ম্মের আধিক্য হইয়াছে?" এই তর্কের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে যদিও আণ্টোনাইনস্‌ ও আরও দুই এক ব্যক্তি সাধুশীলতার একশেষ করিয়া গিয়াছেন বটে, আর যদিও তাদৃশ ব্যক্তি কেহ ইদানীন্তন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তথাপি ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে যেমন বিদ্যার চর্চ্চা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছে, তেমনি সাধারণতঃ ধর্ম্মকার্য্যেরও আধিক্য হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তার এই সিদ্ধান্ত পাঠ করিলেই আণ্টোনাইনস্‌ যে কিরূপ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে। তিনি আপন বিশাল সাম্রাজ্যকে নিজ গৃহস্বরূপ বোধ করিতেন—তত্রত্য যাবতীয় মনুজগণ তাঁহার নিজ পরিবারস্বরূপ স্নেহপাত্র ছিল। সকল ব্যক্তিরই দুঃখে তিনি সমদুঃখিতা প্রকাশ করিতেন। বস্তুতঃ যদি তাঁহার ন্যায় ভূপালগণ

সর্ব্বত্র একাধিপত্য শক্তি প্রাপ্ত হন, তবে কোন শাসন-প্রণালীই তাঁহাদিগের শাসনের অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় হইতে পারে না। আণ্টোনাইনস্ স্বয়ং এক জন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'স্বচিন্তা' ইত্যভিধেয় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপাঠে তাঁহার প্রতি সকলেরই অন্তঃকরণে অতি প্রগাঢ় ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়। আণ্টোনাইস্ ষ্টোইক্ মতাবলম্বী ছিলেন। ষ্টোইকদিগের মত গ্রীক্ পণ্ডিত জিনো কর্ত্তৃক প্রণীত। জিনোর মতে পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ ইত্যাদির কোন প্রকৃত বিভিন্নতা নাই। দুঃখ হইলে কাতরতা প্রকাশ করাই পাপ। আর সুখ হইলে আনন্দিত হওয়াই অধর্ম্ম। সকল অবস্থাতেই নির্ব্বিকারচিত্ত থাকা ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষণ। সুখের চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য, দুঃখনিবারণের যত্ন করাও অনুচিত। ঈশ্বর যাহা করিতেছেন, সকলই আমাদিগের ভালর নিমিত্ত, এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া ক্রমশঃ শান্তি পাইবার চেষ্টা করাই জ্ঞানীর কর্ম্ম। আণ্টোনাইনস্ এই ষ্টোইক মত পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে সমুদায় ইন্দ্রিয়-সুখে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার প্রতি পরুষ ব্যবহার করিয়াও অন্যান্য সকলের প্রতি নিজ নৈসর্গিক কোমলতা প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, আণ্টোনাইনসের চরিত্রপাঠে এই একটী শিক্ষা হওয়া যায় যে, অতি মন্দ সময়েও, দেশের অবস্থা অতি

অপকৃষ্ট হইলেও, আচার ব্যবহার অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়া গেলেও, আর একাধিপত্যরূপ অতি দোষাবহ উন্নত পদাভিষিক্ত হইলেও, সাধু ব্যক্তিগণ স্ব স্ব চেষ্টায় ধর্ম্মশীল, সদাচার, শান্তশীল এবং পরহিতৈষী হইতে পারেন। পাইয়সের সময়ে বহুকাল যুদ্ধবিরাম থাকাতে রোমীয় সৈন্যগণ হীনশিক্ষ এবং হীনসাহস হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং রোমের শত্রুগণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া একেবারে সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিক আক্রমণ করে। আণ্টোনাইনস জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন বলিয়া যে বিষয়-কর্ম্মে অনিপুণ ছিলেন, এমত নহে। তিনি যুদ্ধ করিয়া সকল শত্রু নিবারণ করিলেন—বিদ্রোহী দলকে দমন করিলেন—নিজ সৈন্যগণকে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন—এবং সমুদায় সাম্রাজ্যকে উপশান্ত করিয়া ১৮০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

(কমোডস্—পার্টিনাক্স—জুলিয়ানস্—সিবিরস্—কারাকাল্লা—মেক্রাইনস্—ইলাগাবালস্—আলেক্জাণ্ডর সিবিরস্—মাকসিমিন—মাক্সাইমস্, বালবাইনস্, গর্ডিয়ান—ফিলিপ—ডিসিয়স্—গালস্—এমেলিয়ানস্—ভালেরিয়ন—গালিএনস্—ত্রিংশদ্দুরাচারের অধিকার—ক্লডিয়স্—আরেলিয়ান্—জিনোবিয়া—টাসিটস্—ফ্লোরিয়ান্—প্রোবস্—কারস নুমিরিয়ানস্—কেরিনস্—ডাইওক্লিসিয়ান্।)

যেমন প্রাণি-দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, সাম্যাবস্থা হ্রাস এবং বিনাশ হয়, তেমনি জাতি এবং জনপদেরও

ক্রমশঃ ঐ সকল অবস্থা হইয়া থাকে। রোমীয়দিগের বৃদ্ধিকাল সীজরের সময় পর্য্যন্ত—সাম্যাবস্থা অগষ্টস্ হইতে আণ্টোনাইনসের কাল পর্য্যন্ত—ইহার পর হ্রাসের সময় উপস্থিত হইল। হ্রাসের দশা অতি দুঃখের দশা। তৎকালের ইতিবৃত্ত পাঠে কোন ক্রমেই সুখোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। আণ্টোনাইনসের অযোগ্য সন্তান কমোডস্ পিতৃ-সিংহাসনারোহণ করিয়া রাজকার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। রোমে মল্লক্রীড়ার অত্যন্ত সমাদর ছিল। সম্রাট্ সর্ব্বজনসমক্ষে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরাক্রান্ত মল্লগণের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতেন, এবং কখন কখন হিংস্র জন্তুদিগকে স্বহস্তে বধ করিতেন, কিন্তু সাম্রাজ্যের কোনও শত্রু উপস্থিত হইলে যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। একদা তিনি কতকগুলি লোকের প্রাণবধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের নামসম্বলিত একখানি নিদর্শনপত্রী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার উপপত্নীরও নাম ছিল। সে তদ্দৃষ্টে ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অনুচরবর্গের দ্বারা সম্রাটের প্রাণবধ করিল।

কমোডসের মৃত্যু হওয়াতে নাগরিক সকলেই তুষ্ট হইল এবং পার্টিনাক্স নামক একজন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিল। পার্টিনাক্স রাজপদ গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না। বন্ধুবর্গের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু

প্রিটোরিয়ান সেনাগণ অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাকে নষ্ট করিয়া এইরূপ ঘোষণা করিল যে, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে অধিক ধন দিয়া তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহারা সেই ব্যক্তিকেই সাম্রাজ্য প্রদান করিবে। জুলিয়ান্‌স্ নামক অতি নীচপ্রকৃতিক কিন্তু বিপুল বিভশালী এক ব্যক্তি অর্থদানদ্বারা তাহাদিগের স্থানে সাম্রাজ্য ক্রয় করিল। কিন্তু নাগরিকেরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। আর সিরিয়া দেশীয় সৈন্যগণ আপনাদিগের নায়ক নাইজরকে, আর ইলিরিয়ার সেনাসমূহ সিবিরস্ নামক এক ব্যক্তিকে সম্রাট বলিয়া প্রচারিত করিল। সিবিরস্ শীঘ্র ইটালি আক্রমণ করিয়া জুলিয়ানসকে নষ্ট করিলেন এবং প্রিটোরিয়ান সেনাগণের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া নাইজরের বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। নাইজরের সহিত তিনটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শেষে সিবিরস জয়ী হইলেন। তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিয়া শাসনের রীতি পরিবর্ত্তন করিলেন। সেনেটরদিগের যে যৎকিঞ্চিৎ রাজশক্তি ছিল, আর তাহাও রাখিলেন না, এবং পেপিনিয়ান্ আর অল্পিয়ান নামক দুই জন প্রসিদ্ধ রাজনিয়মজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় ব্যবস্থাপ্রণালীও সংশোধিত করিলেন। ইনি বৃটন দ্বীপে গিয়া কালিডোনীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করেন, এবং প্রত্যাগমন কালে ইয়র্ক নগরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সিবিরসের কারাকাল্লা এবং গীটা নামে দুই পুত্র ছিল। কারাকাল্লা আপন মাতৃ-

ক্রোড়ে ভ্রাতৃবধ করিয়া স্বয়ং সমুদায় সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। ইনি অতি দুরাত্মা ছিলেন, কেবল আপনার সুখের দিকেই দৃষ্টি করিতেন, প্রজাবর্গের দশা যে কি হইতেছে, তাহা স্বপ্নেও একবার ভাবিতেন না। কিন্তু ইহাঁর একটী কীর্ত্তি অদ্যাপি সকলের স্মরণীয় হইয়া আছে। ইনি সাম্রাজ্যের প্রজামাত্রকেই প্রকৃত রোমীয়দিগের তুল্য ক্ষমতা প্রদান করিয়া যান, তখন সেই ক্ষমতায় বাস্তবিক কাহারও কোন উপকার দর্শিত না বটে, কিন্তু তথাপি এক রাজ্যের প্রজার মধ্যে কেহ জাতিগুণে মান্য, আর কেহ বা জাতিদোষে অমান্য থাকে, ইহা উচিত নহে। কারাকাল্লার এই কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া ইহাই প্রতীত হয় যে,সাম্রাজ্যের দূরস্থিত বিজিত প্রদেশ অথবা উপনিবেশবাসী প্রজাগণ, একাধিপতি রাজার যত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারে, রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী বলবৎ থাকিলে তাহারা কখনই তেমন অনুগৃহীত হয় না। একাধিপতি রাজারা আপনাদিগের নিকটবর্ত্তী প্রজার উৎপীড়ন করেন,দূরের প্রজাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের ভয় থাকে না—সুতরাং তাহাদের অপকারও করেন না। কিন্তু যেখানে প্রজা প্রবল, সেখানে শাসনকর্ত্তৃগণ দূরস্থিত প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়া রাজধানীর প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কারাকাল্লা আপন সৈন্যগণকর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহারা উত্তরাধিকারী মেক্রাই-

নস্ মরিটানিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীচ লোকের সম্মান বৃদ্ধি করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিল। সৈন্যগণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ইলাগাবালস্ নামা এক ব্যক্তিকে রাজ্যভার অর্পণ করিল। ইলাগাবালস্ যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অকর্ম্মণ্য, এবং তেমনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে আপন মাতামহী প্রভৃতি কতিপয় বৃদ্ধাকে মিলিত করিয়া একটী স্ত্রীসেনেট সংস্থাপিত করেন। সৈন্যেরা ইলাগাবালসের প্রাণবধ করিয়া আলেক্জাণ্ডর সিবিরস নামক কোন সুশীল এক ব্যক্তিকে রাজ্যভার সমর্পণ করে। এই সময়ে অর্থাৎ ২২৬ খৃষ্টাব্দে আর্ডি-সির নামক এক জন পারসীক স্বজাতীয়দিগকে উৎসা-হিত করিয়া পার্থীয় রাজাদিগের রাজ্য নষ্ট করেন, এবং সাসিনীয় বংশ সংস্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার পারস্য রাজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হন। রোম সম্রাটের সহিত আর্ডিসিরের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে পারস্য সাম্রাজ্য তৎকালে রোমের দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। সৈন্যগণ আলেক্জাণ্ডর সিবিরসের প্রাণবধ করিয়া মাক্সিমিন্ নামক ভীমপরাক্রম মহা অসভ্য থ্রেস দেশ-জাত এক ব্যক্তিকেই রাজ্যভার প্রদান করে। আফ্রিকাস্থিত সৈন্যগণ তাহাতে সম্মত না হইয়া গার্ডিয়ান নামক আর এক ব্যক্তিকে সম্রাট্ পদ প্রদান করে। কিন্তু গর্ডিয়ান অতি শীঘ্রই যুদ্ধে পরা-

ভূত এবং নিহত হন। তখন রোমের সেনেটরেরা মাক্‌-
সাইমস্‌ এবং বালবানস্‌ নামক দুই ব্যক্তিকে সাম্রাজ্য
সমর্পণ করিলেন,এবং উহাঁরা পূর্ব্বোক্ত গর্ডিয়ানের পৌত্র
কনিষ্ঠ গর্ডিয়ানকে আপনাদিগের সহকারী করিয়া লই-
লেন। মাক্‌সিমিনের সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।
কিন্তু প্রিটোরিয়ান সেনারা ইহার অল্পকাল পরে মাকসাই
মস এবং বালাবাইনসের প্রাণবধ করিয়া তাঁহাদিগের সহ
কারী গর্ডিয়ানকে সম্রাজ্যের একাধিপত্য প্রদান করিল।
গর্ডিয়ান পারস্যের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন
তথায় ফিলিপ নামক এক জন আরবীয় লোক তাঁ-
হার সৈন্যধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিয়া
আপনি সম্রাট্‌ হইলেন। ফিলিপের সময়ে রোমের
আয়ুঃ সহস্র বর্ষ পরিপূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে তিনি
২৪৯ খৃষ্টাব্দে মহা সমারোহ করেন। কিন্তু সহস্র
করিয়াও তিনি সকল লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারি
লেন না। তিনি ডিসিয়স নামক এক জন সেনাপতির
সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। ডিসিয়স রাজা হইয়াই
দেখিলেন যে, গথ জাতীয়েরা ডেন্যুব নদী পার হইয়া
থ্রেসে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ
পরাভূত করিলেন। কিন্তু পরিশেষে আপন সেনা-
পতি গালসের শঠতায় স্বয়ং সপুত্র নিহত হইলেন।
গালস রাজা হইলে রোম সাম্রাজ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর
মারীভয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতি

এমেলিয়ান্স, গথ জাতীয়দিগকে পরাজয় করিয়া আপনি রাজপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই আপন সৈন্যগণকর্তৃক হত হইলেন। ইহার পর ভালেরিয়ান্ নামক এক জন সুবোধ ব্যক্তি রাজা হইয়া রাজকার্য্য সুশৃঙ্খল করিবার নিমিত্ত বিশিষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু পারস্য রাজা সেপরের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া বন্দীকৃত ও পরে নিহত হন। কথিত আছে, তিনি সেপর কর্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেপর ভালেরিয়ানের পৃষ্ঠদেশে পদার্পণ করিয়া আপন বাজিপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন, অশ্বাবতরণ কালেও রোম-সম্রাটের উপর তাঁহার পদার্পণ হইত। ভালেরিয়ানের পর তাঁহার পুত্র গেলিয়েনস্ রাজা হইয়া কিয়ৎকাল রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার একলার যত্নে কি হইবে? সুবিস্তীর্ণ রোম-সাম্রাজ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বন্ধন সকল শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিল। ডেনিউব নদীর উত্তর হইতে গথেরা, রাইন নদীর পূর্ব্ব হইতে ফ্রাঙ্কেরা, ইউফ্রেটিসের পূর্ব্বপার হইতে পরাক্রান্ত পারসীকেরা নিরন্তর উহার প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। আর প্রতি প্রদেশেই তত্রত্য সৈন্যগণ যে যাহাকে ইচ্ছা সম্রাট্ পদবী প্রদান করিতেছিল; সুতরাং সমুদয় সাম্রাজ্যটি একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এক সময়ে অন্যূন বিংশতি ব্যক্তি একেবারে সম্রাট পদবী গ্রহণ

করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই সময় ত্রিংশদ্দুরাচারের রাজ্যকাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সময়ে ত্রিংশদ্ব্যক্তি রাজপদ গ্রহণ করেন নাই। এথেন্স নগরে একবার ত্রিংশদ্ব্যক্তির শাসন সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই নামের অনুকরণেই পুরাবিদ্‌গণ এই সময়ের উক্তরূপ নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এই গোলমালের পর ক্লডিয়স্ নামক এক ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে আপন প্রতিযোগিগণকে দমন করিয়া বিপক্ষ গথ, আলেমান, ভাণ্ডাল, বরগণ্ডীয়, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়দিগকে পুনঃ পুনঃ পরাভব করিয়া পুনর্ব্বার রোম সাম্রাজ্যকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী অরেলিয়ানের দ্বারা ঐ কর্ম্ম আরও সুসিদ্ধ হইল। সিরিয়া দেশের মরুভূমির মধ্যভাগে একটী উর্ব্বর ক্ষেত্র আছে। পালমাইরা নগর সেই ক্ষেত্রমধ্যে অবস্থিত। অডেনাথস নামক এক ব্যক্তি ঐ নগরে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর জিনোবিয়া নাম্নী তাঁহার পত্নী রোমীয় ও পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনার অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। লঙ্গাইনস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি জিনোবিয়ার একজন সভাসদ ও অমাত্য ছিলেন। অরেলিয়ান্ বহু যুদ্ধের পর জিনোবিয়াকে পরাভূত করিয়া রোমে লইয়া যান, এবং তথায় মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক বিজয়সমারোহ প্রকাশ করেন। অরেলিয়ানের

পূর্ব্বে কোন সম্রাট রাজমুকুট ধারণ করেন নাই। ইনি তাহা ধারণ করাতে রোমীয়েরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! তখন রোমীয়দিগের স্বাধীনতার নাম মাত্রও ছিল না, তথাপি যিনি তাহাদিগের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, তিনি রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করাতে উহারা মনে মনে দুঃখিত হইল। মনুষ্যেরা চিরকালই বাহ্য দর্শনে ভুলিয়া থাকে, ফলে স্বাধীনতা থাকুক বা না থাকুক, উহার নামটা থাকিলেই যথেষ্ট হয়। অরেলিয়ান্‌কে তাঁহার ভৃত্যেরা নষ্ট করে। তাঁহার মৃত্যুর পর টাসিটস নামা এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। ইনি পারসীকদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া ককেসস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাদৃশ পরিশ্রম সহ্য না হওয়াতে তিনি লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা ফ্লোরিয়ান্ সিংহাসনারোহণ করিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা তাঁহাকে নষ্ট করিয়া প্রোবস্ নামক অতি সচ্চরিত্র এবং ক্ষমতাবান এক ব্যক্তিকে রাজ্যভারার্পণ করিল। প্রোবস্ ফ্রাঙ্ক, জর্ম্মণ, ভাণ্ডাল, বর্গণ্ডীয়, সার্ম্মেসীয়, জিটী, সুইভি, গথ এবং নিউবীয় প্রভৃতি লোক সকলকে পুনঃ পুনঃ পরাভব প্রদান করিয়া রোম সাম্রাজ্যকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত করিলেন। পারস্য-সম্রাট নার্শেসকে ভয় প্রদর্শন করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করাইলেন, এবং সমুদয় সাম্রাজ্য উপশান্ত হইলে সৈন্যগণের দ্বারা নানা প্রকার

হিতকর ব্যাপার সাধন করাইতে লাগিলেন। প্রবোসের সেনাগণ ভগ্ন দেবমন্দির সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিতে লাগিল—বদ্ধ জলাশয় সকল হইতে জলসেচন করিতে লাগিল—অতি প্রশস্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম সমুদয় প্রস্তুত করিতে লাগিল—কিন্তু তাহারা অতি শীঘ্রই বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং পরিশেষে অতি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া আপনাদিগের উৎকৃষ্ট মহীপতির প্রাণবধ করিল। কথিত আছে, প্রোবসই রাইন নদীর তীরে এবং হঙ্গেরি প্রদেশে উত্তম দ্রাক্ষা ফলের কৃষি প্রথম আরম্ভ করিয়া যান। ঐ সকল দেশে এক্ষণে অতি উত্তম দ্রাক্ষা সকল জন্মে। প্রোবসকে নষ্ট করিয়া সৈন্যেরা কারস নামক এক জন যুদ্ধবীরকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করে। কারস পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎপাত দ্বারা তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রদ্বয় নুমিরিয়ানস এবং কেরিন অত্যল্পকালের নিমিত্ত সম্রাট নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি শীঘ্রই নিহত হন, এবং ডাইওক্লিসিয়ান অভিধেয় এক ব্যক্তি ১৮৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে রাজাসন প্রাপ্ত হন।

দশম অধ্যায়।

[ডাইওক্লিসিয়ান—অগষ্টসদ্বয় এবং সীজরদ্বয়ের মিলিত রাজ্য—কনষ্টাণ্টাইন—কনষ্টান্‌স্যস্—জুলিয়ান—জ্যোভিয়ান—ভালেণ্টিনিয়ান—গ্রেসিয়ান—থিওডোস্যস।]

ডাইওক্লিসিয়ান ডাল্‌মেসিয়া প্রদেশে অতি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি অল্প বয়সেই সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনার অনালস্য সুবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞাগুণে ক্রমে ক্রমে উন্নতপদ হইয়া পরিশেষে সম্রাট পদবী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সম্রাট্ হইয়াই প্রথমে প্রিটোবিয়ান্ সেনাগণের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিলেন। পরে মাক্‌সিমিলিয়ান্ নামক এক জন বিচক্ষণ সৈনিক পুরুষকে নিজ সহকারিতায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মিলান নগরে অবস্থাপিত করিলেন, এবং আপনি এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত নাইকোমিডিয়া নামক নগরে গিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। আবার কিছু কাল পরে দুই জনেও তাদৃশ বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করা অসাধ্য, বিবেচনা করিয়া ডাইক্লিসিয়ান্ গেলিরিয়স্ এবং কনষ্টানসস্ ক্লোরস্ নামক আর দুই ব্যক্তিকে আপনাদিগের সহকারিত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই চারি জনের মধ্যে প্রধান দুই জনের উপাধি অগষ্টস্ এবং অপ্রধান দুই জনের উপাধি সীজর হইল। ডাইওক্লিসি-য়ানের নিজকর্তৃত্বাধীনে এসিয়া-মাইনর রহিল। তাঁহার সহকারী গেলেরিয়স্, ডেনিউব নদীর তীরবর্ত্তী সমুদয়

দেশ এবং থ্রেস প্রদেশের শাসন করিতে লাগিলেন। আর ইটালী এবং আফ্রিকা মাক্‌সিমিলিয়ানের অধিকার হইল। তাঁহার সহকারী কনষ্টাসস্, ব্রিটেন্, গল, স্পেইন্ এবং মরিটেনিয়ার শাসনের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। রাজশক্তি এইরূপে বিভক্ত হইল বটে, কিন্তু ডাইও-ক্লিসিয়ানের হস্তে সর্ব্বকর্তৃত্বভার থাকায় সাম্রাজ্যটী তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল না। তিনি নাইকো-মিডিয়া নগরে রাজধানী সংস্থাপন করত এসিয়া-খণ্ডের ভূপালবর্গের চিরপ্রচলিত রীতির অনুগামী হইয়া অতি বহ্বাড়ম্বরপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। ৩০৩ খৃষ্টাব্দে চারি জন অধিরাজ একদা রোমে মিলিত হইয়া কি প্রকারে দিন দিন বর্দ্ধমান খৃষ্টধর্ম্মের সমূলে সংহার করিবেন, ইহার পরামর্শ করিলেন। পরে তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে যাবতীয় গির্জা ঘর বিনষ্ট হইতে লাগিল—খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল—এবং খৃষ্টান যাজকগণ বিবাসিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উৎপীড়নদ্বারা কখনই কোন নূতন ধর্ম্ম-প্রণালীকে বিনষ্ট করা যায় না। নব-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মাত্রেরই অন্তঃকরণে স্বধর্ম্মের প্রতি অতি-প্রগাঢ় অনুরাগ থাকে, সুতরাং সেই ধর্ম্মের জন্য ইহলোকে যত ক্লেশ পাওয়া যাইবে, পরকালে ততই শুভ হইবে, এমত বিশ্বাস হয়। যাহা হউক, ডাইও-ক্লিসিয়ান যে কোন প্রকারে রোমসাম্রাজ্য দৃঢ় হয়,

এই জন্যই ঐ সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে ৩০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছাতঃ নিজ অধিকার পরিত্যাগ করিলেন, এবং সহকারী মাক্‌সিমিলিয়ান্‌কেও তাঁহার রাজপদ পরিত্যাগ করাইয়া নিজ জন্মভূমি ডাল্‌মেসিয়ার অন্তর্গত সালোনা নগরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় স্বহস্তে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করত তিনি যে সন্তোষসুখ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও কদাচিৎ সেই সুখের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ডাইওক্লিসিয়ান এবং মাক্‌সিমিলিয়ান্ ইহাঁরা উভয়ে রাজপদ পরিত্যাগ করিলে কনষ্টান্সস্ এবং গেলেরিয়স্ ইহাঁরা দুই জন অগষ্টস্ উপাধি গ্রহণ করিলেন, আর সেবিরস্ এবং মাক্‌সিমাইনস্ নামক আর দুই জন তাঁহাদিগের পূর্ব্বস্থানীয় হইয়া সীজর পদবী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কনষ্টাণ্টাইন নামক কনষ্টান্সসের পুত্র আপন পিতার বিয়োগ হইলে তাঁহার সৈন্যগণকে হস্তগত করিয়া বহু বিবাদের পর আপনি সমুদায় সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। ইনি খৃষ্ট ধর্ম্মের পক্ষ ছিলেন, এবং খৃষ্টান গ্রন্থকারেরা বলেন যে, একদা নভোমণ্ডলে ক্রুশের আকার ও তদুপরি 'ইহা দ্বারাই জয়ী হইবে' এইরূপ লিপি দেখিয়াই তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। আর এক সময়ে তাঁহার সৈন্যগণ জলাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইলে কতকগুলি ধর্ম্মিষ্ঠ খৃষ্টান প্রভুর নিকট জল প্রার্থনা করাতে

তৎক্ষণাৎ বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। এতাদৃশ অলৌকিক ব্যাপার সমুদায় যাঁহার প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহার অবশ্যই বিশ্বাস হইতে পারে, তজ্জন্য কেহ তাঁহার নিন্দা করিতে পারেন না। মনুষ্যসাধারণে আপন আপন বুদ্ধিশক্তির অনুসারে কোন্ বিষয় বিশ্বাস্য আর কোন্ বিষয় অশ্রদ্ধেয়, তাহা নিরূপণ করিবেন; কিন্তু প্রত্যক্ষই সকল বিশ্বাসের মূল, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের শিরোবর্ত্তী; সুতরাং যাঁহারা অলৌকিক ব্যাপার সমুদায় প্রত্যক্ষ করিতে পান, তাঁহারা সামান্য বুদ্ধির অগম্য বিষয়েও অবশ্য বিশ্বাস করিতে পারেন। যাহা হউক, কনষ্টাণ্টাইন্ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের এক প্রকার গুরু বলিলেও হয়। কারণ সেই সময়ে এরিয়স্ নামে এক জন পণ্ডিত প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, যিশুখৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত একজন জ্ঞানবান্ মনুষ্য মাত্র। তাঁহাকর্ত্তৃক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই জন্যই তিনি গুরু বলিয়া মান্য হইতে পারেন। কিন্তু আথানাসিয়স্ নামা এক জন প্রধান যাজক এই বিরুদ্ধ মতের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া যাহাতে যিশু স্বয়ং ঈশ্বরাবতার সিদ্ধ হন, এমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টাইন্ আথানাসিয়সের মতের পোষকতা করিয়া নীস্ নগরীয় যাজক সভাতে তাহা একেবারে সপ্রমাণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং অদ্যাপি ঐ মতই সনাতন খৃষ্টধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসি-

তেছে। ইনি রোমনগরী হইতে বাইজান্সিয়ম নগরে আসিয়া রাজধানী সংস্থাপিত করেন। সেই অবধি ঐ নগরের নাম কনষ্টাণ্টিনোপল হইল। কনষ্টাণ্টাইন আপন পুত্রদিগকে সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান। অনেকানেক বিবাদের পর তাঁহার অন্যান্য পুত্রগুলি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইলে পরিশেষে জ্যেষ্ঠ কনষ্টানস্যস সমুদয় রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। ইনি খৃষ্ট-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং এরিয়স্ মতাবলম্বী-দিগকে নির্ভয়ে নিষ্পীড়ন করিতেন। ইহাঁর ভগিনীপতি জুলিয়ান্ পূর্ব্বে খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু রাজা হইয়া তিনি পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এই জন্য খৃষ্টানেরা ইহাঁকে স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। জুলি-য়ান্ অনেক পড়াশুনা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্ববিষয়ে জগদ্বিখ্যাত আণ্টোনাইনসের অনুকরণ করিয়া চলি-তেন। জুলিয়ানের অত্যন্ত চেষ্টা ছিল যে, পুনর্ব্বার সাম্রাজ্যে পূর্ব্ব ধর্ম্ম প্রবল হয়। কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ জোভিয়ান্ নামক এক জন সেনানীকে সম্রাট উপাধি প্রদান করিল। জোভিয়ান্ খৃষ্টানদিগের পক্ষ হইয়া পূর্ব্ব নরপতি জুলিয়ানের প্রচা-রিত কঠিন নিয়ম সকল রহিত করিয়া দিলেন। জোভি-য়ানের মৃত্যু হইলে ভালেণ্টিনিয়ান [illegible] াধিকার প্রাপ্ত

হইলেন, তিনি আপন ভ্রাতা ভালেন্সকে পূর্ব্বদিকের অধিকার দিয়া আপনি পশ্চিমদিকৃস্থ বন্যজাতীয়দিগের সহিত নিরন্তর যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিলেন। ভালেন্স এরিয়সের মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি অপর সকল খৃষ্টানের প্রতি অত্যাচার করিতেন। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মূল ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্নসম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে যেমন দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মে, পরস্পর ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যেও তাদৃশ দ্বেষভাব থাকে না। ভালেন্স অন্যান্য প্রকার খৃষ্টানের উপর যত দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন, প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি তেমন নিষ্ঠুরাচরণ করেন নাই। ভালেন্স গথদিগের হস্তে যে প্রকারে আপন প্রাণবিসর্জ্জন করেন, তাহার বিবরণ এই—চীন তাতার এবং স্বাধীন তাতার নামক বিস্তৃত ভূভাগে অনেক ভয়ঙ্কর বন্যজাতীয় লোক সকল বাস করিত। মৃগয়া এবং পাশুপাল্যই ইহাদিগের জীবনোপায় ছিল। কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগেরই মধ্যে হন্ নামক এক জাতি পশ্চিম দিকে পলাইয়া যায়। তাহাতে নীপর এবং ডেনিউব নদীর মধ্যবর্ত্তী অষ্ট্রোগথ জাতীয় লোক সকল স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া আরও পশ্চিমাভিমুখে আইসে, তাহাতে ডেনিউব নদীর উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী ভিসিগথেরা পরিচালিত হয়, এবং ইহারাই ভালেন্স রাজার নিকট আপনাদিগের বাসোপযুক্ত স্থান যাচ্ঞা করে। ভিসিগথেরা ডেনিউব নদী উত্তীর্ণ হইয়া

আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং এড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে সসৈন্যে ভালেন্স নরপতিকে বিনষ্ট করিল।

এ দিকে ভালেন্টিনিয়ানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র গ্রেশিয়ান্ রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া জর্ম্মণ, আলেমান প্রভৃতির সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি গথদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র খুল্লতাতের সাহায্যে গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে ভালেন্সের মরণবার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে থিয়োডোস্যস্ নামা এক জন স্পেইন দেশজাত বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অগষ্টস উপাধি প্রদান করিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রেরণ করিলেন। থিওডোস্যস্ অনেক যুদ্ধ করিয়া গথদিগকে পরাভূত করিলেন, এবং পরিশেষে আপনি কোন অধর্ম্মাচরণ না করিয়াও সমুদায় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু এরিয়সের মতাবলম্বিগণকে এবং অবশিষ্ট পৌত্তলিকদিগকে অত্যন্ত পীড়া দিয়াছিলেন। ইনি ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে আপন রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পুত্রকে দুই দিকের রাজ্যাধিকার দিয়া যান।

একাদশ অধ্যায়।

(আর্কেডিয়স্ এবং হোনেরিয়স্—আলারিকা—আটিলা—তৃতীয় ভালেণ্টিনিয়ান—রিসিমর—রমুলস অগষ্টুলস—উপসংহার।)

থিওডোস্যসের জ্যেষ্ঠপুত্র আর্কেডিয়স্ পূর্ব্বরাজ্যের এবং কনিষ্ঠ হোনোরিয়স্ পশ্চিম রাজ্যের রাজা হইলেন। ইহাঁদিগের রাজ্যের বিভাগ যেরূপ হইয়াছিল, তাহা সামান্যতঃ এই বলিলেই বোধ হইতে পারে যে, বিংশতিসংখ্যক পূঃ দ্রাঘিমার পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী যাবৎ জনপদ সকলই পশ্চিম রাজ্য-সম্ভুক্ত ছিল। আর ঐ দ্রাঘিমারেখার পূর্ব্বদিগ্‌গত সমস্ত ভূভাগ পূর্ব্ব রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। হোনোরিয়স্ এবং আর্কেডিস্ উভয়েই অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা মৃত্যুকালে ষ্টিলিকো এবং রুফাইনস নামক দুই ব্যক্তির প্রতি দুই রাজ্যের সর্ব্বকর্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিয়া যান ষ্টিলিকো অসাধারণ লোক ছিলেন। তাঁহার যুদ্ধনৈপুণ্যও যেমন ছিল, তিনি প্রজাপালনের রীতিও তেমনি উত্তম বুঝিতেন। তাঁহার গুণেই পশ্চিম রাজ্য কিয়ৎকাল রক্ষা পাইয়াছিল। নচেৎ পূর্ব্বরাজ্যের সম্রাট্ আর্কেডিয়সের প্রেরিত আলারিক নামক গথ্ জাতীয়দিগের রাজা এবং রাডাগেস্যাস্ নামক অপর এক জন সেই জাতীয় মহীপাল ইহাঁরা যে বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া ইটালী প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সেই উদ্যমেই রোম রাজ্য বিনষ্ট হইয়া যা-

উক্ত। রাডাগেস্যাস্, ষ্টিলিকো কর্ত্তৃক পরাভূত এবং নিহত হইলেন। আলারিক উপর্য্যুপরি চারি বার ইটালী আক্রমণ করেন। প্রথম দুই বার তিনি অধিক ক্ষতি করিতে পারেন নাই। কিন্তু দুর্ব্বোধ হোনোরিয়স্ ষ্টিলিকোর প্রাণবধ করিলে পর আলারিক পুনর্ব্বার আসিয়া তিন বার রোম নগর অধিকার করেন। তৃতীয়বারে তাঁহার সৈন্যগণ রোম নগর বিলুণ্ঠিত ও স্থানে স্থানে অগ্নিদানদ্বারা ইহার কিয়দংশ ভস্মসাৎ করে। হনোরিয়সের এবং আর্কেডিয়সের মৃত্যু হইলে তৃতীয় ভালেণ্টিনিয়ান এবং দ্বিতীয় থিওডোস্যাস আপনাপন রাজ্যে রাজা হইলেন। তৃতীয় ভালেণ্টিনিয়ান্ হোনোরিয়সের ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁহার মাতা প্লাসিডিয়া স্বয়ং নিজ পুত্রের নামে সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্লাসিডিয়ার সেনাপতি ইস্যাস দুষ্টবুদ্ধি ছিলেন বটে, কিন্তু নিতান্ত অক্ষম ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি আফ্রিকা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বোনিফেস্যাসের প্রতি আপন স্বামিনীর সন্দেহ জন্মাইয়া দিলে বোনিফেস্যাস্ বিরক্ত এবং ভীত হইয়া ভাণ্ডাল নামক অসভ্য জাতিকে আহ্বান করেন। ভাণ্ডাল-রাজ জেন্সরিক তৎক্ষণাৎ স্পেইন হইতে গিয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হইলেন। তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও বোনিফেস্যাস আর তাঁহাকে প্রতিগমনে সম্মত করিতে পারিলেন না।

হন্ নামক যে মোগল জাতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে আগমন করত হঙ্গরী প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা আপনাদিগের রাজা আটিলা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পশ্চিম রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। আটিলা অতি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিলেন। প্রাণিবধে, নগর প্রধ্বস্ত করণে ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রাদি দগ্ধ করায় তাঁহার বিশিষ্ট আমোদ ছিল। বস্তুতঃ তাঁহাকে সংহারমূর্ত্তি রুদ্রদেবের অবতারবিশেষ বলিয়া বর্ণন করিলেও করা যায়। লোকে বলিত, যে দেশের ভূমি আটিলার অশ্বের পদাঘাতে ক্ষুণ্ণ হয়, তথায় শস্যাদি কিছুই জন্মিতে পারে না। ঐ ব্যক্তি বিকট-দর্শন হন, জিপাইডি, হরুলী সুইবী প্রভৃতি বিবিধ অসভ্য জাতীয় অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া যেমন কোন ঝঞ্ঝাবায়ু গমন করিলে সম্মুখস্থিত গৃহ অট্টালিকা বৃক্ষাদি সমুদয় বিনষ্ট করিয়া যায়, সেইরূপ গল প্রদেশ পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। তথায় ইস্যস্ এবং ভিসিগথ্দিগের রাজা ডিয়োরিক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন। থিওডোরিকের সাহস এবং ইস্যসের কৌশল দুই মিলিত হওয়াতে অটীলা পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। এই যুদ্ধকে শালন্সের যুদ্ধ বলে।

কিন্তু আটিলা পরবর্ষেই আবার ইটালী আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে অনেক লোক পলায়ন

করিয়া আড্রিয়াটিক্ সাগরের কতিপয় দ্বীপে গিয়া বাস করে। তাহাতেই বর্ত্তমান বিনিস নগরের প্রথম সূত্রপাত হয়। রোম সম্রাট তৃতীয় ভালেণ্টিনিয়ান আটিলাকে যথেষ্ট অর্থদান করিয়া প্রতিগমনে সম্মত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সম্রাট স্বহস্তে আপন সুযোগ্য সেনাপতি ইস্যাসের প্রাণবধ করেন। কিন্তু অত্যল্প দিবসের মধ্যেই ভালেণ্টিয়ান্ স্বয়ং হত হইলেন, এবং মার্সিয়াসন নামক এক ব্যক্তি রাজা হইয়া পূর্ব্বগত সম্রাটের পত্নী যুডোক্সিয়াকে বিবাহ করিলেন। কথিত আছে, যুডোক্সিয়া ভাণ্ডাল-রাজ জেনসেরিককে ইটালীতে আহ্বান করেন। তিনি অনেক রণতরীযোগে রোমে উপস্থিত হইয়া সেই নগর লুণ্ঠন ও মার্সিয়ানসের প্রাণ বধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে রিসিমর নামক একজন সেনানী অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া স্বেচ্ছাতঃ একে একে বহু ব্যক্তিকে রাজাসন প্রদান করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মেজোরিয়ান নামে এক জন রাজা সমধিক ক্ষমতাশালী হইয়া আফ্রিকা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে অন্থিমিয়স নামে আর একজন রাজা পূর্ব্বরাজ্যের সম্রাট লিয়োর সহায়তায় কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়াছিলেন। কিন্তু রিসিমরের সহিত বিবাদ করিয়া তিনিও বিনষ্ট হয়েন। ইহার পর রিসিমরের মৃত্যু হয়। তাহার কিয়ৎকাল পরে রমুলস অগষ্টস্ নামে একটী অল্পবয়স্ক অক্ষম ব্যক্তি নিজ পিতা অরেষ্টিস্‌কর্ত্তৃক

সিংহাসনে অধিষ্ঠাপিত হইলে অসভ্য জাতীয় সেনাগণ তাঁহার স্থানে আপনাদিগের প্রার্থনানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত না হওয়াতে ওডোয়াসর নামক স্বজাতীয় এক ব্যক্তিকে রাজ্য প্রদান করিল। রমুলস অগষ্টুলস তাঁহার ভৃতিভুক্ হইয়া স্বেচ্ছাতঃ রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যাপার ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়, এবং সেই অবধি রোমীয় পশ্চিম সাম্রাজ্যের শেষ হইল।

এই অধ্যায়ে যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইল, তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে যে, রোম সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই প্রাচীন রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সমুদয় দেশের ধর্ম্ম-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে যে দেশে যে জাতীয় লোক বাস করিত, ক্রমে তাহারাও নষ্ট হইয়া নূতন নূতন জাতি সকল তথায় অবস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেখানে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে আর সে ভাষা নাই; শাসন-প্রণালী যেরূপ ছিল, আর তাহা নাই; সকলই ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য ইহার পর সময়াবধি যে ইতিবৃত্ত লিখিত হয়, তাহা নব্য বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য। কিন্তু ইতিবৃত্তের উত্তর খণ্ড যদিও পূর্ব্বখণ্ড হইতে অনেকানেক বিষয়ে ভিন্ন বটে, তথাপি পূর্ব্বখণ্ডের সহিত উহার বিলক্ষণ সংযোগ আছে। তাহার কারণ এই যে, অসভ্য জাতীয়গণ কোন অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতিকে পরাজিত

করিয়া তাহাদিগের দেশে বাস করিলে অবশ্যই সেই বিজিত সভ্যলোকের রীতি নীতির অনুকরণ করিয়া থাকে, কোন স্থলেই এই ঐতিহাসিক নিয়মের অন্যথা ভাব হইতে পারে না। সুতরাং রোম সাম্রাজ্য অসভ্য লোকের অধিকৃত হইলেও উহার সভ্যতা তাহাদিগের গ্রাহ্য হইয়াছিল। ফলতঃ ইউরোপখণ্ড এক্ষণে যে অবস্থাপন্ন হইয়াছে, পূর্ব্বে তদ্দেশে রোমীয় অধিকার প্রবল না থাকিলে, উহা কখনই এরূপ হইতে পারিত না। ইউরোপের লোক সকল অধিকাংশই একধর্ম্মাবলম্বী—তাহাদিগের ভাষাও অনেকাংশে পরস্পর সদৃশ—তাহাদিগের পরিচ্ছদাদিরও অনেক মিল আছে—তাহাদিগের ব্যবস্থা-প্রণালীও নিতান্ত বিসদৃশ নহে। সুতরাং ইউরোপ পরস্পর স্বাধীন বহুজাতীয় লোকের নিবাসভূমি হইয়াও অনেকাংশে এক রাজ্যের ন্যায় হইয়া আছে। পৃথিবীর অন্য কোন খণ্ডে এরূপ হয় নাই। এসিয়া খণ্ডে চীনীয়, আরব এবং হিন্দু এই তিন জাতীয় লোকের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার সাদৃশ্য সহজে অনুভূত হয় না, কিন্তু ইউরোপে এমন দুইটী জাতি দৃষ্ট হয় না, যাহারা পরস্পর তাদৃশ ভিন্নস্বভাব। অতএব যদি কোন সময়ে মনুজ মাত্রেই এক জাতীয়, একধর্ম্মাবলম্বী, একমতানুগামী, একভাষা-ভাষী হইয়া পরস্পর বিবাদ বসম্বাদ পরিহারপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে নিবাস করিয়া কেবল ধর্ম্মকর্ম্মের ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা মানবজন্মের সফলতা

সাধন করিবে, এমন হয়, তবে রোমীয়েরা যে, সেই সুখের কাল নিকটে আনয়ন করিবার নিমিত্তই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এবং তাহার একটী প্রধান সোপান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

সমাপ্ত।